** সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1030

৫০ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা

সোমবার, ৫ বৈশাখ, ১৩৭৮ (২৯ চৈত্র, ১৮৯৩ শক) Monday, April 19, 1971.

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

আঁধার ঘরের আলো
কিষাণ
সর্বোৎকৃষ্ট
ফোন-২২-৩৫৮০
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩,ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,কলিকাতা-১

বিশ্বের সেরা মানে প্রস্তুত
সুপ্রা স্পেশাল কালি
ব্যবহার করুন

কলকাতার পাক দূতাবাস পিণ্ডির সম্পর্ক ছিন্ন করল

বাংলাদেশের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য

স্টাফ রিপোর্টার

পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক – সম্পর্ক নতুন পথে মোড় নিতে চলেছে –। এই প্রথম একটি পাক দূতাবাস ইসলামাবাদের ... সংগে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে সরকারীভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাদের পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করল। জানিয়ে দিল, আজ থেকে এটা পাকিস্তানী দূতাবাস নয়, এটা বাংলাদেশ সরকারের দূতাবাস এবং এটাই হবে আমাদের একমাত্র পরিচয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্য কোন পরিচয় আমাদের রইল না।

সারকাস অ্যাভিনিউয়ে কলকাতাস্থিত পাক ডেপুটি হাইকমিশন ভবন শীর্ষে রবিবার দুপুর বারটা থেকে বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের পতাকা উড়ছে। পাক ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রী এম হোসেন আলি পাকিস্তানী পতাকারস্থলে ওই পতাকা উত্তোলন করেন।

শ্রীআলি এদিন তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের কাছে এক বিবৃতিতে "স্বাধীন, সার্বভৌম এবং গণতান্ত্রিক বাংলা দেশ এবং তার নবগঠিত সরকারের" প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করেন এবং জানান, এখন থেকে ওই অফিস ভারতে বাংলা দেশের দূতাবাসরূপে কাজ করবে। তিনি বলেন, তিনি শীঘ্রই বাংলা দেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং তাঁদের পরামর্শ চাইবেন।

পাক ডেপুটি হাইকমিশনে একশ' জন কর্মীর মধ্যে ৭০ জন বাঙালী, বাকি ৩০ জন পশ্চিম পাকিস্তানী। শ্রীআলি জানান, ডেপুটি হাই-কমিশনের আরও তিনজন বাঙালী কূটনীতিক অফিসার তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। "আমরা আমাদের সারভিস বাংলা দেশ সরকারের হাতে সমর্পণ করছি।"

শ্রীআলি জানুয়ারি মাসে অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা থেকে এখানে পাক ডেপুটি হাইকমিশনাররূপে যোগ দেন। তিনি বলেন, তাঁরা কয়েকদিন আগেই বাংলা দেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকারের কথা বিবেচনা করেছিলেন। শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তাঁরা কেউই ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চাননি। বস্তুত রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমি কলকাতায় বাংলা দেশের প্রতিনিধিত্ব করছি। এখন ভারত সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

নতুন দূতাবাসের কী কাজ হবে এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীআলি বলেন, আমি বাংলাদেশ সরকারের বিশেষত প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করব এবং তাঁদের নির্দেশ ও পরামর্শ চাইব। আমি বাংলাদেশে যাব এবং তাঁদের সঙ্গে দেখা করারও চেষ্টা করব।

পাক দূতাবাসের পশ্চিম পাকিস্তানী বাকি ৩০ জন কর্মীর ব্যাপারে শ্রীআলি জানান যে, এখানে (কলকাতায়) অবস্থানকালে তাঁদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। ওইসব কর্মী যদি নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে চান তাহলে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তার ব্যবস্থা করা ভারত সরকারের দায়িত্ব।

শ্রীআলি আশা প্রকাশ করেন, ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে

পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য

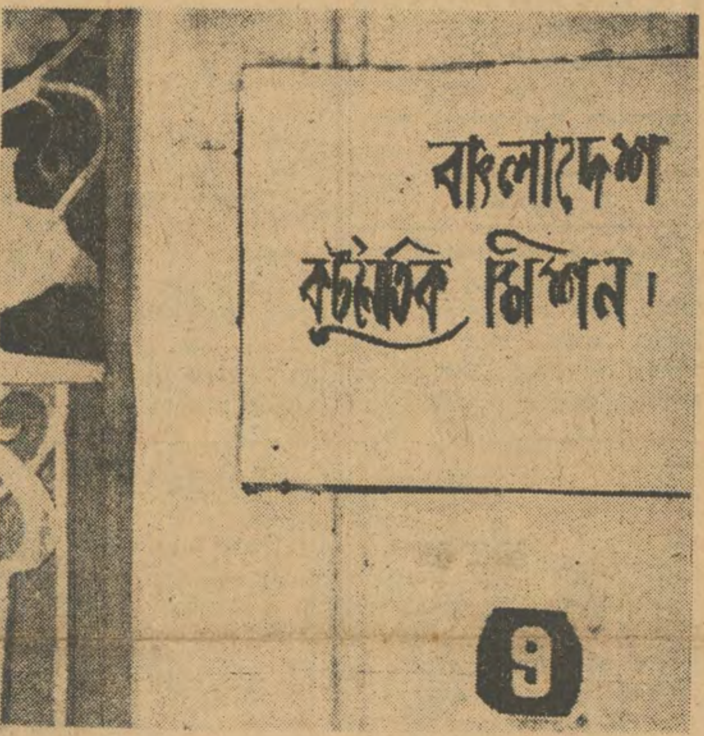

কলকাতার ৯ নম্বর সারকাস এভিনিউ-এর পাক ডেপুটি হাই কমিশনের অফিস এখন থেকে "বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশনের" অফিস বলে পরিগণিত হবে। রবিবার পাক হাই কমিশনের নাম-ফলক বদল করে ওই নতুন নাম-ফলক বসানো হয়েছে। —নিজস্ব চিত্র

বাংলা দেশে উল্লাস

মুজিবনগর, ১৮ এপ্রিল—কলকাতার পাক দূতাবাসে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে, এই খবর এখানে পৌঁছনোর সংগে সংগে সকলে আনন্দোল্লাসে ফেটে পড়েন। গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের এক মুখপাত্র শ্রীআলীর সিদ্ধান্তকে 'স্বদেশপ্রীতির জ্বলন্ত প্রমাণ' বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সারা বাংলাদেশ আজ এই খবরে আনন্দে উল্লসিত, জয়ধ্বনিতে মুখরিত। —ইউ এন আই

ভবন শীর্ষে নতুন নিশান

রবিবার—দুপুর। পাক ডেপুটি হাইকমিশন ভবন শীর্ষে 'বাংলাদেশ'-এর পতাকা উড়ছে। —নিজস্ব-চিত্র

অভিনন্দন, প্রত্যভিবাদন

বন্ধু রাষ্ট্রেই আছি

—হোসেন আলী

স্টাফ রিপোর্টার

রবিবার দুপুরে কলকাতার পাক ডেপুটি হাইকমিশন 'বাংলাদেশ দূতাবাসে' রূপান্তরিত হয়েছে—এই সংবাদ ছড়িয়ে পরবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে মানুষ ন' নম্বর সারকাস

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

চুয়াডাঙা মুক্তিসেনার দখলে, নানা রণাঙ্গনে খান-সেনার উপর পাল্টা হানা

চুয়াডাঙ্গা আবার মুক্তিফৌজের অধিকারে। রবিবার ছিল নানা রণাঙ্গনে খান-সেনার উপর পালটা হানারও দিন। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর এক দিকে মুজিববাহিনী যেমন চুয়াডাঙ্গা আবার দখল করে নেয়, অন্য দিকে আখাউড়া রেল জংশনের উপর আক্রমণ চালিয়ে তারা একই সঙ্গে শক্তি আর রণচাতুর্যের পরিচয় দেয়। সৃষ্টি করে বিস্ময়। তাদের পদ্ধতি গেরিলা বাহিনীর। আখাউড়ায় যে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে তা বজায় রাখতে পারলে দখলদারের দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

চুয়াডাঙ্গায় প্রচণ্ড মারের মুখে দাঁড়াতে না পেরে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনারা শহরটির পাশ কাটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মেহেরপুরের উপরে। তাদের লক্ষ্য বাংলাদেশ সরকারের সদর দফতর খুঁজে বের করা। ষাটটি গাড়ি নিয়ে হানাদারেরা মেহেরপুরে প্রবেশ করে। বাকি বাহিনী যথাপূর্ব ঃ অসামরিক নাগরিকদের গুলি করে মারা, আগুন লাগিয়ে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালানো।

লড়াই চলছে ভারত সীমান্তের তিন মাইল দূরে। কৃষ্ণনগর-করিমপুর সড়ক থেকেও গোলাগুলি বিনিময়ের আওয়াজ শোনা যায়।

মুক্তিফৌজ পাবনা আর কুষ্ঠিয়ার পাক ঘাঁটি দুটির মধ্যবর্তী রসদ সরবরাহ রাস্তাটি বিনষ্ট করে দেয়। এই সাফল্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

৯ নম্বর বাড়িটি

স্টাফ রিপোর্টার

৫১ কাঠার উপর ন' নম্বর সারকাস অ্যাভিনিউর এই বাড়িটি পাকিস্তান সরকার ১৯৪৭ সালেই ভাড়া নিয়েছিলেন। এই বাড়ির মাসিক ভাড়া ৩০০০ টাকা। মালিক একজন ব্যবসায়ী।

এই বাড়িটি ছাড়া তিন নম্বর সুরাবর্দী অ্যাভিনিউতে অফিসারদের জন্য আর একটি বাড়ি আছে। এই বাড়িটির মালিক ছিলেন সুরাবর্দী। বর্তমানে তাঁর নাতনি বেগম ইকরামতুল্লা মালিক। প্রতি মাসে ২ হাজার টাকা ভাড়া পান।

শর্তহীন আশ্বাস আর আশা

পাক রাজনীতির ভাষ্যকার

কলকাতার পাকিস্তানী ডেপুটি হাইকমিশনের বাঙালী অফিসার ও কর্মীরা যে তাঁদের দূতাবাসের উপর "বাংলা দেশে"র পতাকা উড়িয়ে নিজেদের এই নতুন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করতে যাচ্ছেন সে বিষয়ে ভারত সরকার সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন।

শনিবারই "বিশেষ দূত" মারফৎ পাক-কূটনীতিবিদদের কাছে ভারত সরকার খবর পাঠান যে তাঁরা যদি সত্যিই ইসলামাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তবে কেন্দ্রীয় সরকার অনির্দিষ্ট কালের জন্য সব বাঙালী অফিসার ও কর্মীর সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিতে প্রস্তুত, যাতে তাঁরা বেতন বন্ধ হওয়ার ফলে অর্থ সংকটে না পড়েন। ভারত সরকার নাকি তাঁদের 'প্রতিনিধির'

চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আরও কোন-কোনও দূতাবাস কলকাতার পথ নিতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশের কোন এক জায়গা থেকে ১৪ এপ্রিল, কলকাতায় পাক-দূতাবাস বাংলাদেশ দূতাবাসে পরিণত হওয়ার সংবাদে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ থেকে

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

পালটা চালে ব্যর্থ হলে পিন্ডি কি ঢাকা দূতাবাস বন্ধ করে দেবে?

পাক রাজনীতির ভাষ্যকার

অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর ঃ ইসলামাবাদ দাবি জানাবে যে, যেহেতু ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ এবং "বাংলা দেশ" ভারত সরকারের স্বীকৃতি পায়নি, সেজন্য তারা এখনও তাদের কলকাতা দূতাবাসের বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির আইনসংগত অধিকারী।

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

ঢাকা-চট্টগ্রামের জঙ্গী উপশাসক ছাঁটাই

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল—ঢাকা ও চট্টগ্রামের জঙ্গী উপশাসককে ছাঁটাই করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা নিজেদের এলাকার পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারেন নি। পাকিস্তানের অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ওই খবর দিয়েছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের জঙ্গী প্রশাসক ঢাকার জঙ্গী উপশাসক ভাইস কমোডোর আর এ মমতাজ এর পদে যথাক্রমে ব্রিগেডিয়ার এ এ এস কাসিম ও সৈয়দ আমগর হামানকে নিয়োগ করেছেন।

চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকার জঙ্গী উপশাসক ব্রিগেডিয়ার মহমুদুর রহমন মজুমদারকেও ছাঁটাই করা হয়েছে। তবে তাঁর জায়গায় নতুন কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার পাক সেনা বাহিনীর একমাত্র পদস্থ বাঙালী অফিসার।

—ইউ এন আই

কলকাতায় 'দূতাবাস'-এর ঘটনা

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুকূলে প্রভাব সৃষ্টি করবে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল—বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের উপর জনমতের চাপ ক্রমশই বাড়ছে। আজ কলকাতায় পাক ডেপুটি হাইকমিশনের ভবনশীর্ষে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ার এবং সেখানকার কূটনীতিক ও কর্মীদের গরিষ্ঠ অংশের আনুগত্য বাংলাদেশ-এর স্বাধীন সরকারের প্রতি ঘোষণার সংবাদ এখন বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার অনুকূলে প্রভাব সৃষ্টি করবে।

সংবাদটি এখানে সর্বত্র জনসাধারণের সহর্ষ অভিনন্দন লাভ করেছে কিন্তু সরকারী মহল এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তাঁদের সতর্ক, সংক্ষিপ্ত মন্তব্য 'সরকার বিষয়টি বিবেচনা করছেন।' পঃ বঙ্গের মুখ্য সচিবের কাছে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ চাওয়া হয়েছে।

চাকায় ভারতীয় কূটনীতিকদের সম্পর্কে উদ্বেগ। ঢাকায় ভারতের ডেপুটি হাইকমিশন-এর কর্মীদের ও তাঁদের পরিবারবর্গের জন্য এখানে উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়েছে। ঢাকা থেকে সমস্ত বিদেশী কূটনীতিক এবং

পঞ্চম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমে দ্রষ্টব্য

ফরাসী দেশের দখিন হাওয়ার
সুগন্ধ বয়ে এনেছে
ল্যাভেণ্ডার ডিউ !
অভিজাত সাবান, ট্যাল্‌ক আর
ও-ডি-টয়লেট !

সবদিক দিয়েই অপূর্ব এই তিন অভিজাত ল্যাভেণ্ডার ডিউ প্রসাধন—কোমল ফেনায় ভরা ল্যাভেণ্ডার ডিউ সাবান, রেশমের মত মোলায়েম মিহি ট্যাল্‌ক পাউডার আর সুরভি-স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় ক্লান্তি-মুছে-নেওয়া ও-ডি-টয়লেট। তিনটি প্রসাধনই আপনার মন ভোলাবে ! তিনটিই ব্যবহার ক'রে দেখুন। দূরদেশী ফরাসী ল্যাভেণ্ডারের উচ্ছ্বসিত গন্ধে নিজেকে ঘিরে রচনা করুন এক মোহময় পরিবেশ। সাবানের দাম ২ টাকা ৫০ পয়সা, ট্যাল্‌ক ৩ টাকা ৭৫ পয়সা আর ল্যাভেণ্ডার ডিউ ও-ডি-টয়লেট ৯ টাকা ৫০ পয়সা। স্থানীয় কর আলাদা।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

CLD 5449

টার্গেট
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

৯০ পয়সায় ২০টি

একটা টার্গেট ধরান। প্রথম টানে...প্রত্যেক টানে পাবেন আপনার মনের মত তামাকের স্বাদ আর গন্ধ। এই রকম সিগারেটই চাইছিলেন, না? এই নিন, ধরান...টার্গেট। সিগারেট অপূর্ব মিশ্রণে তৈরি...টেনে খুব সুখ।

কিনুন এক প্যাকেট—হ্যাঁ আজই।

প্রস্তুতকর্তা গোল্ডেন টোব্যাকো ■ ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম

GT(TG)-101 BEN

আনন্দ বাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (আতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal
Phone: 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2538 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার:—

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৬.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজে ডাকে	১৮৬.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ পয়সা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজে ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

নোটিস

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, নিম্নোক্ত পরীক্ষাগুলি, প্রত্যেক পরীক্ষার পার্শ্বে উল্লেখিত তারিখে শুরু হইবে:—

১। বি এস-সি (এজি) অনার্স ৪র্থ বর্ষ সেকেন্ড টার্ম এন্ডিং...... বৃহস্পতিবার, ২৯ এপ্রিল, ১৯৭১
২। এম এস-সি পার্ট ১ (ফিজিক্স)...... শুক্রবার, ১৪ মে, ১৯৭১
৩। এম এস-সি পার্ট ২ (ফিজিক্স)...... শুক্রবার, ৭ মে, ১৯৭১
৪। এম এস-সি (এজি) পার্ট ১ (এগ্রিকালচারাল একনমিক্স) ২য় পত্রের রি-এগজামিনেশন...... মঙ্গলবার, ১১ মে, ১৯৭১
৫। এম এস-সি (এজি) পার্ট ১ (জেনেটিক্স ও প্ল্যান্ট ব্রীডিং) ১ম পত্রের রি-এগজামিনেশন...... মঙ্গলবার, ১১ মে, ১৯৭১

কল্যাণী,
তারিখ ১০ এপ্রিল ১৯৭১

স্বাঃ বি কে বিশ্বাস,
কণ্ট্রোলার অব এগজামিনেশনস (অফিঃ)
(৬৩৪৩)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন
বিজ্ঞপ্তি

২০-৩-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কলিকাতা কর্পোরেশন জাহাজে জল সরবরাহের ক্ষেত্রে পূর্বের চার্জ সংশোধনক্রমে নিম্নোক্ত চার্জ (সাধারণত সার্ভিস চার্জ নামে অভিহিত) ধার্য করিয়াছেন ও অর্ডার দেওয়া হইয়া...

নোটিস

উপরোক্তনামীয় কোম্পানি গুটাইবার জন্য কলিকাতার ১৫, ক্যানাল সাউথ রোডের রমাশঙ্কর চৌধুরী কর্তৃক ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ৪৩৯ ধারা অনুযায়ী ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে এক দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছিল এবং মঙ্গলবার ১১ই মে, ১৯৭১ তারিখে কোম্পানি জজের এজলাসে উক্ত দরখাস্তের শুনানীর দিন ধার্য হইয়াছে। কোন ব্যক্তি উক্ত দরখাস্ত সমর্থন বা বিরোধিতা করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি তাঁহার নাম ও ঠিকানাসহ তাঁহার নিজের বা তাঁহার অ্যাডভোকেট বা অ্যাটর্নী কর্তৃক স্বাক্ষরিত তাঁহার ইচ্ছাজ্ঞাপক নোটিস দরখাস্তকারীর অ্যাটর্নীর নিকট এরূপ সময় পাঠাইবেন, যাহাতে উহা দরখাস্তের শুনানীর জন্য ধার্য তারিখের অন্তত পাঁচ দিন পূর্বে দরখাস্তকারীর অ্যাটর্নীর নিকট পৌঁছে। তিনি যদি দরখাস্তের বিরোধিতা করিতে চাহেন তবে বিরোধিতার কারণসমূহ অথবা তাঁহার এফিডেভিটের একটি নকল এইরূপ নোটিসের সঙ্গে দিতে হইবে। নির্ধারিত খরচা আদায় দিলে যে কোন ব্যক্তিকে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক দরখাস্তের একটি নকল দেওয়া হইবে।
তারিখ, ২৬শে মার্চ, ১৯৭১

স্বাঃ এস ব্রহ্মচারী,
উপরোক্তনামীয় দরখাস্তকারী পক্ষে অ্যাটর্নী
১বি, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
(সি ২১৪৭)

কলিকাতা হাইকোর্ট

দেউলিয়া বিভাগ
সামারি কেস

টেন্ডার

বিবরণী পাওয়া যাইবে। ২২শে এপ্রিল ১৯৭১ তারিখের (বেলা ৩টা) মধ্যে কলেজের মেন অফিসে রক্ষিত নির্ধারিত টেন্ডার বক্সে টেন্ডার ফেলিয়া দিতে পারা যাইবে, কিন্তু উহার সহিত নিম্নোক্তগুলি থাকা চাই: (১) বায়না বাবদ "রাজস্ব জমা" খাতে ১০০, টাকা জমা দেওয়ার ট্রেজারি চালান, (২) আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের মূল বা সার্টিফায়েড কপি, (৩) মিউনিসিপ্যাল ট্রেড লাইসেন্স, (৪) অংশীদারী ফারম হইলে অংশীদারদের সংখ্যা এবং তাঁহাদের স্ব স্ব ক্ষমতা উল্লেখে অংশীদারী দলিল। ২৩শে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টার সময় টেন্ডার প্রকাশ্যে খোলা হইবে। ডেলিভারি চার্জ ধরিয়া দর দিতে হইবে। সম্পূর্ণ/আংশিকভাবে যে-কোনো টেন্ডার গ্রহণ বাধ্যতামূলক নহে।
১২৯৩(২) আই পি আর/এ/৭১
(৬৪৬৭)

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, ময়ূরাক্ষী সাউথ কেনালস ডিভিসন, শান্তিনিকেতন (বীরভূম); (১) শ্যামবাটী (বোলপুর)-তে পরিবহণ ও ডেলিভারি সহ আর সি সি স্পান পাইপ ও কলার সরবরাহ এবং (২) খয়রাশোল (বীরভূম)-এ পরিবহণ ও ডেলিভারি সহ আর সি সি স্পান পাইপ ও কলার সরবরাহের জন্য প্রকৃত প্রস্তুতকারক এবং ডিলারদের নিকট হইতে সীলকরা দরপত্র আহ্বান করিতেছেন। ২১শে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১১-৩০টা পর্যন্ত তাঁহার অফিসে ইচ্ছুক সরবরাহকারীদের উপস্থিতিতে দরপত্র গৃহীত হইবে। বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন, পরিমাণ এবং পাইপসমূহের ব্যাস তাঁহার অফিসে প্রাপ্তব্য শিডিউল ও কাগজপত্রে দেখা যাইবে।

১৯৭১-৭২ সালের জন্য কেমিক্যাল ও গ্লাস অ্যাপারেটাস সরবরাহের নিমিত্ত প্রিন্সিপ্যাল, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, হাওড়া-৩ কর্তৃক সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। কলেজের কেমিস্ট্রি বিভাগে

জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া

...লজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ৪ চৌরঙ্গী লেন, ৪র্থ তল, ব্লক 'বি', কলিকাতা-১৬ ঠিকানায় প্রতিটি ১০, টাকা মূল্যে স্পেসিফিকেশন, বিস্তারিত শর্তাবলী এবং ড্রইং সহ টেন্ডার শিডিউল পাওয়া যাইবে।
ডিএভিপি ৬০৬(৩)/৭১ (৬৪১৮)

হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড

দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট
১৯৭১-৭২ সালের টেন্ডার নোটিস নং সিএমপি/৪

নিম্নবর্ণিত কাজের জন্য প্ল্যান্ট সিভিল এঞ্জিনিয়ার, দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। কাজ শেষ করিবার সময় ৩০-৬-৭২ তারিখ—কেবল গ্রুপ নং ১৩-এর ক্ষেত্রে উক্ত সময় ওয়ার্ক অর্ডারের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাস।

গ্রুপ নং	কাজের নাম	এলাকা	বায়নার পরিমাণ টাকা
৫।	ট্রান্সপোর্ট কাজসহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্রাকচার ও অ্যাডমিঃ বিল্ডিং মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবশ্যক সিভিল কাজ	এ-জোন (কোক ওভেন)	৩,৫০০,
৬।	—ঐ— —ঐ—	বি-জোন (আয়রন অ্যান্ড স্টীল)	১,০৮,৪০০,
৭।	—ঐ— —ঐ—	সি-জোন (অক্সিলিয়ারিজ)	৩,৮০০,
৮।	—ঐ— —ঐ—	ডি-জোন (ফিনিশিং)	৩,০০০,
৯।	বিল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণ ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্রাকচার পেণ্টিং	কোক ওভেন (আয়রন অ্যান্ড স্টীল)	২,০০০,
১০।	—ঐ— —ঐ—	ফিনিশিং ও অক্সিলিয়ারিজ	২,০০০,
১১।	রাস্তা, হার্ডস্ট্যান্ডিংস ও এমব্যাঙ্কমেণ্ট মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ	কোক-ওভেন আয়রন অ্যান্ড স্টীল	২,০০০,
১২।	—ঐ— —ঐ—	ফিনিশিং ও অক্সিলিয়ারিজ	২,০০০,
১৩।	বিভিন্ন স্থানে ওয়াটার কুলার রুম	সমগ্র প্ল্যান্ট ব্যাপিয়া	১,৬০০,

কাজের জন্য ঠিকার সাধারণ শর্তাদি, স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি যে-কোন কাজের দিন প্ল্যান্ট সিভিল এঞ্জিনিয়ারের অফিসে দেখা যাইবে। দর দেওয়ার পূর্বে ঠিকাদারদিগকে সাইটটি ভালভাবে দেখিতে পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে।

প্রতি প্রস্থ বাবদ নগদে অফেরতযোগ্য ১০, টাকা (দশ টাকা) আদায় দিয়া ৩-৫-৭১ তারিখ হইতে ছুটির দিন ও টেন্ডার দাখিলের জন্য নির্ধারিত শেষ তারিখ বাদে যে কোন কাজের দিন ডিএসপি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, দুর্গাপুর-৩ ঠিকানায় ...

টেন্ডার খোলার তারিখ হইতে উহা ৩ (তিন) মাসের জন্য বলবৎ থাকা চাই। টেন্ডার গ্রাহ্য হইলে সাধারণ শর্তাদি, স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি সহ নিয়মানুগ চুক্তি সম্পাদিত হইবে।

সর্বনিম্ন বা যে কোন টেন্ডার গ্রহণ করিতে প্ল্যান্ট সিভিল এঞ্জিনিয়ার বাধ্য নন এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া যে কোন টেন্ডার অগ্রাহ্য করার অধিকার তৎকর্তৃক সংরক্ষিত।

স্বাঃ এ কে মিত্র
প্ল্যান্ট সিভিল এঞ্জিনিয়ার
দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট
(৬৪৫৮)

বেতার বার্তা

সোমবার—১৯ এপ্রিল

১ম অধিঃ—৬-০০ সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-০৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ দীপেন বল্লভ—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুরধ সংগীত—সুরশৃঙ্গার রাধিকামোহন মৈত্র; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ শেফালী চট্টোঃ—কীর্তন; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ গোরা সর্বাধিকারী—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-০০ গীতা চৌধুরী—লোকগীতি; ৮-১৫ পূর্ণেন্দু রায়—আধুনিক; ৮-৩০ অশোককুমার বন্দ্যোঃ—সেতার; ৯-০০ বাংলা সংবাদ; ৯-০৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ নজরুলগীতি; সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ ঝর্ণা মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ১০-০০ কৃষ্ণা দাশগুপ্ত—খেয়াল; ১০-৩০ ধ্যানেশ খাঁ—সরোদ; ১১-০০ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, রবীন্দ্রসংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১-০০ নাসির জহিরুদ্দীন ডাগর ও নাসির ফৈয়াজুদ্দীন ডাগর—আলাপ ও ধামার; ১-৩০ সুগম সংগীত—সুজাতা চক্রঃ, অলোক গঙ্গোঃ ও মাধুরী চন্দ; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ মহিলামহল; ২-২৫ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (ষষ্ঠ শ্রেণী): এদের গল্প শোনো: তাজমহল; বাংলা কথিকা, উদয়কুমার সরকার — লোকগীতি (শরটওয়েভে); ২-৪৫ ঝর্ণা মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত (শরটওয়েভে); ২-৫০ দীপেন বল্লভ—গীটার; ৩-০০ অনুরোধের আসর; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫-০০ সময় সংকেত, শান্তি মুখোঃ—খেয়াল; ৫-৩০ সুধা মুখোঃ—শ্যামাসংগীত; ৫-৪৫ অনিল দত্ত—আধুনিক; ৬-০০ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ উদয়কুমার সরকার—লোকগীতি; ৬-৪০ পশ্চিমবঙ্গের ...

... প্রাতিতরঙ্গ: সুনেত্রা ভট্টাঃ—গীটার; ৭-১০ গীতাঞ্জলি: সুমিত্রা মিত্র—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-২০ সুরলহরী: যন্ত্রসংগীত; ৭-২৫ দিগন্তের গান: নির্মাল্য পাল—আধুনিক; ৭-৩৫ সপ্তর দশকের চোখে: সমস্যার মুখে গ্রামের খেলাধূলা: বাংলা কথিকা—মধুসূদন বসু; ৭-৪০ সুরকল্লোল: সুনেত্রা ভট্টাঃ—গীটার; ৭-৪৫ শহরের ঝলক; ৮-০০ হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১-০০ সময় সংকেত, পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১-৪০ পপুলার ক্লাসিকস; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩-০০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫-০০ সময় সংকেত, আজ ও কালকের খবরবাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি):

... য: (সন্ধ্যায়): ৬-০০ রামনারায়ণ—সারেঙ্গী; ৬-৩০ শান্তি মুখোঃ—খেয়াল; ৬-৪৫ শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান; ৭-০০ সুধা মুখোঃ—শ্যামাসংগীত; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ অনিল দত্ত—আধুনিক; ৭-৪৫ শান্তি ঘোষ—ভক্তিমূলক গান; ৮-০০ সমাপ্তি।

টেন্ডার

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের শিরোনামে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস ডিপার্টমেন্ট, রাইটার্স বিল্ডিংস, ব্লক নং ১, সর্বোচ্চতল, কলিকাতা-১ মারফত ১৯৭১-৭২ সালের জন্য উক্ত বিভাগে প্রাপ্তব্য স্পেসিফিকেশন অনুসারে কলিকাতায় এবং কলিকাতার বাহিরে সরকারী অনুষ্ঠানে কেটারিং করিবার জন্য প্রকৃত কেটারিং ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। ১৫ই মে ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত টেন্ডার গৃহীত হইবে এবং বেলা ১টার সময় খোলা হইবে। যে কোনো টেন্ডার গ্রহণ বাধ্যতামূলক নহে। সফলকাম টেন্ডারদাতাকে ... সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।
১২৯২(৪)আইপিআর/এ/৭১

গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরী, কাশীপুর, কলিকাতা-২

টেন্ডার নোটিস

১৯৭১-৭২ সালে ইনডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, প্রোডাকশন ইউনিটের জন্য হার্ডওয়ার দ্রব্যাদি সরবরাহের নিমিত্ত ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এস্টেট ম্যানেজার, ইনডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, অরুন্ধতীনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা কর্তৃক প্রকৃত, অভিজ্ঞ, নির্ভরযোগ্য ও সঙ্গতিপন্ন সরবরাহকারীদের নিকট হইতে ডবল সীলকরা খামে পুনরায় টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেন্ডার নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ২০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং সম্ভব হইলে ঐদিন বিকাল ৪-৩০টায় খোলা হইবে। সেই সময় টেন্ডারদাতাগণ বা তাঁহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিতে পারেন। অনুমিত ব্যয় ১৫,০০০, টাকা (পনের হাজার টাকা) টেন্ডারের সঙ্গে ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার/ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট/ব্যাঙ্কের কল ডিপজিট-এর আকারে বায়না হিসাবে ১৫০, টাকা (একশত পঞ্চাশ টাকা) থাকা চাই। অন্যথায় টেন্ডার বিবেচিত হইবে না।

ব্যর্থকাম টেন্ডারদাতাদিগকে বায়নার টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং সফলকাম টেন্ডারদাতাদের ক্ষেত্রে এই টাকা টেন্ডারে উল্লেখিত মূল্যের ৫% পর্যন্ত স্বীকৃত পদ্ধতিতে প্রদেয় জামীন জমার অংশ হিসাবে গণ্য করা হইবে। সরবরাহের অর্ডারে নির্ধারিত সময় মধ্যে সরবরাহ দিতে অসমর্থ বা অস্বীকৃত হইলে জামীন জমার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে এবং এইরূপ ত্রুটির জন্য গবর্নমেণ্টের যদি কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়, তাহার জন্যও টেন্ডারদাতা দায়ী থাকিবেন। সরবরাহ আরম্ভ করার পূর্বে টেন্ডারদাতাকে এতৎসম্পর্কে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হইবে। প্রত্যেক দফার জন্য পৃথক পৃথকভাবে কথায় ও অঙ্কে উভয়ভাবে কেবল একটি দরই উল্লেখ করিতে হইবে। যে দর উল্লেখ করা হইবে, তাহা অবশ্যই এফ ও আর গন্তব্যস্থল অর্থাৎ ...

অংশত বা সমগ্রত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করার অধিকার নিম্নস্বাক্ষরকারীর রহিল।

স্বাঃ বি নন্দী চৌধুরী,
এস্টেট ম্যানেজার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, অরুন্ধতীনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা
নং এফ ডি আই/ই এম/১(১)-৭১-৭২/৪৮৭৯-৯৭
(৬৩৩০)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

সেল নোটিস

কাশীপুর রোডস্থ লস্ট প্রপার্টি অফিসে অবস্থিত আনুমানিক ৪৪০১৯ কেজি ওজনের বরবাদ চা ১৯৫৯ সালের টী ওয়েস্ট (কণ্ট্রোল) অর্ডারের বিধানাবলী অনুসারে কলিকাতাস্থ টী বোর্ডের কণ্ট্রোলার অব লাইসেন্সিং কর্তৃক বর্ণিতমত ক্যাফেইন প্রস্তুতের জন্য লাইসেন্স হোল্ডারগণের নিকট টেন্ডারের ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে। ১৯৫৯ সালের টী ওয়েস্ট (কণ্ট্রোল) অর্ডার অনুযায়ী আবশ্যকমত ৫% কালচূণের সহিত মিশ্রিত করিয়া বরবাদ চা-এর গুণ পরিবর্তন করার পর ক্যাফেইন প্রস্তুতের লাইসেন্সধারী ইচ্ছুক লাইসেন্স হোল্ডারগণ কাশীপুর রোডস্থ লস্ট প্রপার্টি অফিসে অবস্থিত বরবাদ চা-এর স্টক দেখিতে পারেন এবং হাওড়াস্থ লস্ট প্রপার্টি অফিসের অ্যাসিস্টান্ট কমার্শিয়াল অফিসারের বরাবরে সীলকরা খামে বরবাদ চা-এর কিলোগ্রাম প্রতি দর উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব দিতে পারেন। টেন্ডার ১২-৫-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে। যে লাইসেন্স হোল্ডার সর্বোচ্চ দর দিবেন, তাঁহার নিকট স্টক বিক্রয় করা হইবে। যে ক্ষেত্রে একাধিক লাইসেন্স হোল্ডার একই দর উল্লেখ করিবেন, সে ক্ষেত্রে একই দর উল্লেখকারী লাইসেন্সহোল্ডারদের মধ্যে উহা সমানভাবে বণ্টন করা ...

টেন্ডার গ্রাহ্য করার তারিখ হইতে সাত দিন মধ্যে বরবাদ চা-এর মূল্য বাবদ পুরা টাকা আদায় দিতে হইবে। উহার পর লটগুলি চূড়ান্তভাবে অপসারণের জন্য তিনদিনের ফ্রী-টাইম দেওয়া হইবে। টী বোর্ডের ইন্সপেক্টরের উপস্থিতিতে সফলকাম টেন্ডারদাতার খরচায় ৫% কালচূণ মিশ্রিত করিয়া বরবাদ চা-এর গুণ পরিবর্তন করার পর উহা অপসারণ করিতে দেওয়া হইবে।
জি ১০/৭/পিআরও/এলপিও-১
চীফ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট
(৬৪৭২)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার খোলার তারিখ পিছাইয়া দেওয়া হইল

মধুপুর এবং বাঁশিডিতে সেটলিং ট্যাঙ্কের জন্য টেন্ডার খোলার তারিখ (২০-৪-৭১) ১২-৫-৭১ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মূল নোটিসে জামিন জমায় ও বায়নার পরিমাণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার পরিবর্তে উহা নিম্নোক্তরূপ হইবে:—

মধুপুরের জন্য—জামিন জমা ১০০, টাকা এবং বায়নার পরিমাণ ৫২০, টাকা এবং বাঁশিডির জন্য—জামিনের পরিমাণ ১২৫, টাকা এবং বায়নার পরিমাণ ৫০০, টাকা। ১১-৫-৭১ তারিখে বেলা ২টা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিতের অফিসে প্রতিটি ৫, টাকা (অফেরতযোগ্য) মূল্যে টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট/আসানসোল
জি ১০/৪/পিআরও/এএসএন-২(২)
(৬৪৭৩/২)

টেন্ডার

মধুপুরে প্রতি ঘন্টায় ৫০০০ গ্যালন ক্যাপাসিটির ২য় প্রেসার ফিল্টার প্ল্যান্ট সরবরাহ ও সংস্থাপনের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। ১২-৫-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত টেন্ডার গৃহীত হইবে এবং ঐ দিনই বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে। আসানসোলে ডি এস-এর অফিসের অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট (জি)-এর নিকট প্রতিটি বাবদ ৫, টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিয়া প্রাপ্ত রসিদ দেখাইলে ১১-৫-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত আসানসোলস্থিত ডিভিসনাল এঞ্জিনিয়ার (১)-এর নিকট টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। জামিন জমা ১০০, টাকা এবং বায়নার পরিমাণ ৪০০ টাকা। নিম্নবর্ণিতের অফিসে সম্পূর্ণ বিবরণী পাওয়া যাইবে।
জি ১০/৪/পিআরও/এএসএন-২(১)
ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট
আসানসোল
(৬৪৭৩/১)

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লিখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

ফোরাম অব ফ্রি এনটারপ্রাইজ—৬টায় পি-১১ মিশন রোস্থিত বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভা ভবনে সভা। আলোচ্য বিষয়—'সত্তর দশকের অর্থনৈতিক উন্নতি', বক্তা—অধ্যাপক শ্রী এল প্যারেরা। নিঃ ভাঃ শিঃ প্রতিভা সংগীত সম্মেলন—৬টায় মহাজাতি সদনে উদ্বোধন। উদ্যোক্তা—আলাউদ্দীন সংগীত সমাজ (মিউজিক ইনসটিটিউট)। রামকৃষ্ণ মিশন ইনসটিটিউট—গোল পার্ক—৬৷৷টায় শিবানন্দ হলে শ্রীশঙ্করপ্রসাদ বসুর বক্তৃতা। বিষয়—'ওকাকুরা, নিবেদিতা ও বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়'। বৃটিশ ইনডিয়ান অ্যাসোঃ—(১৮ বৃটিশ ইনডিয়ান স্ট্রিট) ৫টায় বার্ষিক সাধারণ সভা। জয় বাংলা সংগীত সম্মেলন—বাঙ্গালী দলের উদ্যোগে ১৯ মে মহাজাতি সদনে। ৮০ নং ব্লক কংগ্রেস কমিটি—৬টায় ৪১৫ সারকুলার গারডেনরীচ রোডে কংগ্রেসের (নব) বিজয় উৎসব। সভাপতি: ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ (দিবা বিভাগ)—২৩ এপ্রিল সকাল ৭টায় মহাজাতি সদনে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৯ এপ্রিল বেলা ২টা থেকে অনুষ্ঠানের কারড দেওয়া হবে।

দিনপঞ্জিকা

আজ অষ্টমী ও পরে নবমী (ত্র্যহস্পর্শ)

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—
সোমবার, ৫ বৈশাখ, ১৩৭৮ (২৯ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ১৯ এপ্রিল, ১৯৭১, ২২ শফর। অষ্টমী প্রাতঃ ঘঃ ৫।৪৮ মিঃ পর্যন্ত। পরে নবমী রাত্রি ঘঃ ৪।৪ মিঃ পর্যন্ত। শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৩।২১ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।১৭।৩৪ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৫৪।২২ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি ত্র্যহস্পর্শদোষ। মুখ্যচান্দ্র চৈত্র গৌণ বৈশাখ (কৃষ্ণপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—
সোমবার, ৫ বৈশাখ, ১৩৭৮ (২৯ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ১৯ এপ্রিল, ১৯৭১; ২২ শফর। নবমী রাত্রি ঘঃ ১২।১৭।৫ সেঃ পর্যন্ত। শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ১১।৪।৫৬ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।১৭।২০ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৫৪।৪০ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ নক্ষত্রামৃতযোগ পূর্বে নাস্তি। মুখ্যচান্দ্র চৈত্র গৌণ বৈশাখ (কৃষ্ণপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	জোয়ার আরম্ভ দিবা	রাত্রি	ভাঁটা আরম্ভ দিবা	রাত্রি
সোমবার	৫-৩	৫-২১	১-২১	১-২৩

রাজসাহী সম্মিলনী: সম্প্রতি ডাঃ নীহারকুমার মুন্সীর সভাপতিত্বে রাজসাহী সম্মিলনীর কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভায় রাজসাহীর জননেতা বীরেন্দ্র সরকার, আতাউর রহমান, সুরেশ পাণ্ডে। ডাঃ গফ্ফর এবং বাংলাদেশের অগণিত মুক্তিযোদ্ধা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়।

বৈশাখে অর্ধমূল্যে
জগদীশবাবুর
ছোট গীতা
ও উচ্চ কমিশনে
অন্যান্য বই
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী,
১৫, কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা—১২

৫০ গুলির অটোম্যাটিক
জার্মান মডেল রিভলভার
লাইসেন্স প্রয়োজন নেই
বিনা লাইসেন্সের ৫০ গুলির এই অটোম্যাটিক পিস্তল আপনাকে রক্ষা করবে। চোর ও বন্য প্রাণী থেকে আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। বনভোজন, ভ্রমণ, নাট্যানুষ্ঠান ইত্যাদিতেও দরকারী। অটোম্যাটিক, জোর আওয়াজ, চোখ ধাঁধানো আলো। দাম ২২, টাকা। ভি পি পি চার্জ টাঃ ৩.৫০ পঃ। ১৫০টি গুলি ফ্রি। অতিরিক্ত প্রতি ১০০ গুলি ৩ টাকা। চামড়ার কেস ৫, টাকা।
JAPAN AGENCIES (ABC-22)
Sulekha Building Subhas Road,
ALIGARH.

টেন্ডার নোটিস

দুর্গাপুর স্টেট ট্রান্সপোর্ট গ্যারাজ প্রেমিসেসে ৪২টি বাস বডি নির্মাণের জন্য অভিজ্ঞ অটোমবাইল বডি বিল্ডারদের নিকট হইতে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। যে সকল বাস বডি মেরামত করিতে হইবে সেইগুলি অ্যালুমিনিয়মের তৈয়ারি এবং অ্যালুমিনিয়ম বডি কাজে অভিজ্ঞগণই টেন্ডার দাখিল করিবেন।

যে সকল বডি মেরামত করিতে হইবে সেগুলি এই অফিসের গারাজে যে কোনো কাজের দিন বেলা ১০টা হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত দেখা যাইবে। ২৬শে এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টার মধ্যে ১০, টাকা আদায় দিলে হেড ডিপো ক্যাশিয়ারের নিকট কাজের তালিকা পাওয়া যাইবে। সফলকাম টেন্ডারদাতাকে নিয়মমাফিক অর্ডার পাইবার তারিখ হইতে ৭ দিনের মধ্যে কাজের মূল্যের ১০% বায়না বাবদ জমা দিতে হইবে, এবং কাজ সাফল্যের সহিত সম্পূর্ণ করার ছয় মাসের মধ্যে উক্ত টাকা ফেরত দেওয়া হইবে কিন্তু উহার জন্য কোনো সুদ দেওয়া হইবে না। কাজের অর্ডার ইস্যু হওয়ার তারিখ হইতে চার সপ্তাহের মধ্যে প্রতিটি ভেহিকলের মেরামত কাজ এই সংস্থার সেণ্ট্রাল গ্যারাজ কম্পাউণ্ডে সম্পূর্ণ করিতে হইবে। উপরন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করিতে না পারিলে মনোনীত টেন্ডারদাতাকে প্রতি সপ্তাহে ১০০, টাকা হিসাবে লিকুইডেটেড ড্যামেজ বাবদ আদায় দিতে হইবে।

টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ৩০-৪-৭১ (বেলা ১টার মধ্যে) পর্যন্ত এবং উহা পরদিন বেলা ১১-৩০টায় খোলা হইবে।

কোনোও কারণ না দর্শাইয়া যে কোনো টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিল করিবার অধিকার নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক সংরক্ষিত।

স্বাঃ বি কে বসু রায়
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
দুর্গাপুর স্টেট ট্রান্সপোর্ট বোর্ড
১২।৪।৭১
(৬৪২৪)

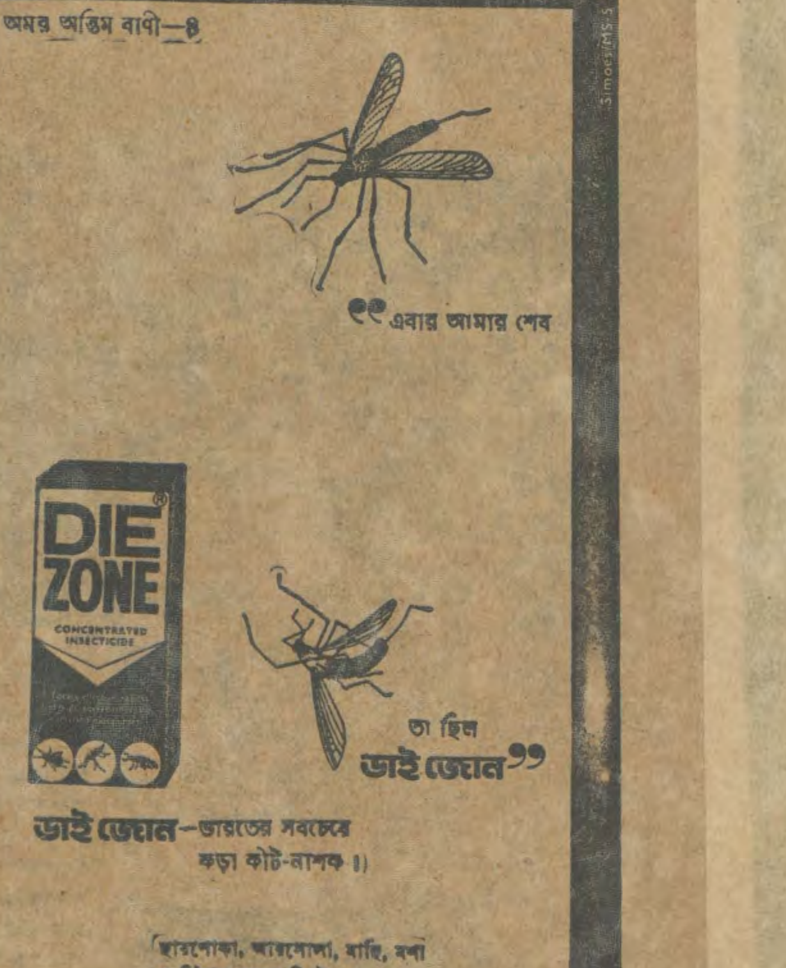

... এস মুখার্জি
সেক্রেটারি
কাউন্সিল ফর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন লাইব্রেরি সায়েন্স।
(৬৪২৭)

ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটি: কনভারসেসনাল ইংরেজী ক্লাস। প্রথম শিক্ষার্থীর ক্লাসে কয়েকটি সীট খালি আছে। যোগাযোগ করুন—৬সি, মিডলটন স্ট্রীট, কলি-১৬। (৬৪৭০)

... একটি বর্তমান কোম্পানী—যাহার রেজিস্টার্ড অফিস উপরোক্ত অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত কলিকাতার ১৭নং রাধাবাজার স্ট্রীটে অবস্থিত, তৎসম্পর্কে
এবং
রমাশঙ্কর চৌধুরী—যিনি শহর কলিকাতার শহরতলীতে ১৫নং ক্যানাল সাউথ রোডে নিউ বেঙ্গল স্ট্র সাপ্লাইং কর্পোরেশন নামে ও আখ্যায় ব্যবসারত...... দরখাস্তকারী

নকল হইতে সাবধান...

কিছুকাল যাবং কিং এণ্ড কোং-এর ঔষধাদির জাল লেবেল ও জাল ইনভয়েস্ দেখাইয়া, কয়েকটি অসাধু ব্যবসায়ী চিকিৎসক ও জনসাধারণের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক, বায়োকেমিক ও পেটেণ্ট ঔষধাদি অবাধে বিক্রয় বা সরবরাহ করিতেছে। এরূপ স্থলে আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন আমাদের ঐ স্থানের বিক্রেতার নিকট হইতে তাঁহাদের উপযুক্ত ক্যাশমেমো লইয়া ঔষধাদি ক্রয় করেন অন্যথায় বিভ্রান্ত হইতে পারেন।

কিং এণ্ড কোং

(হোমিও কেমিস্টস্, স্থাপিত—১৮৯৪)
হেঃ অঃ ৯০/৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা—৭। ফোন ঃ ৩৪-২০০১

(৬৪৩৫ এ)

ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট দিয়ে নিয়মিত ব্রাশ করলে মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় বন্ধ হয়

ছোট বড় সকলেই ফরহ্যান্স টুথপেষ্টের অযাচিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ কারণ মাড়ির গোলযোগ আর দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট আশ্চর্য কাজ করেছে। এই প্রশংসাপত্রগুলি জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ-এর যে কোনো অফিসে দেখতে পারেন।

"ফরহ্যান্স টুথপেষ্টের কাছে এবং যে ডাক্তার রোজ এই টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে বলেছিলেন তাঁর কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ ...কারণ এঁদের দৌলতে এমন কি এই ৭৬ বছর বয়েসেও আমার সমান সারির ঝকঝকে দাঁত সুস্থ মাড়ির মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ..."
—বিভূতিভূষণ বোস, কলকাতা

"একেবারে ছেলেবেলা থেকেই আপনাদের বিশ্ববিখ্যাত টুথপেষ্ট আমি নিয়মিত ব্যবহার করে আসছি। আজ আমার প্রত্যেকটি দাঁত অটুট, মজবুত! ফরহ্যান্সকে আমি সবকিছু থেকে ওপরে ঠাঁই দিই, কারণ এই টুথপেষ্ট একজন দাঁতের ডাক্তারের সৃষ্টি—এই তো বড় কথা!"
—এস্ এন্ চাটার্জ্জি, কোয়েম্বাটুর

ভালোভাবে দাঁতের যত্ন নিতে হলে রোজ রাত্তিরে আর সকালে ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ও ফরহ্যান্স ডবল্ এ্যাক্শন টুথব্রাশ ব্যবহার করুন...আর নিয়মিত আপনার দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ নিন!

বিনামূল্যে ঃ তথ্যপূর্ণ রঙীন পুস্তিকা, "দাঁত ও মাড়ির যত্ন"
এই পুস্তিকা ১০টি ভাষায়* পাওয়া যায়। এর জন্যে, এই কুপনের সঙ্গে ২০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠান, এই ঠিকানায়—ম্যানার্স ডেণ্টাল এডভাইসরী ব্যুরো, পোস্ট ব্যাগ নং ১০০৩১, বোম্বাই ১।
নাম ______ বয়েস ______
ঠিকানা ______
* অনুগ্রহ করে যে ভাষায় চান তার নিচে দাগ কেটে দিনঃ ইংরিজি, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, উর্দু, বাংলা, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কানাড়ী। A4

ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট—এক দন্তচিকিৎসকের সৃষ্টি

90F-182 BEN

রাজস্থান স্টেট লটারিজ

এই প্রথম প্রবর্তন করিতেছেন ক্রেতা ও বিক্রেতাদের জন্য অতীব আকর্ষণীয় দৈনিক পুরস্কার!

আজই একটি টিকিট কিনুন—দৈনিক একটি পুরস্কার লাভ করুন!
আজই একটি টিকিট বিক্রী করুন—দৈনিক একটি পুরস্কার লাভ করুন!

দৈনিক পুরস্কারের আকর্ষণ

প্রথম ১৫ দিনের জন্য দৈনিক ১টি পুরস্কার—৭,৫০০, টাকা
শেষ ১৫ দিনের জন্য দৈনিক ১টি পুরস্কার—৭,৫০০, টাকা + মোটর সাইকেল

দৈনিক ৯টি পুরস্কার— প্রত্যেকটি ৫০০, টাকা
দৈনিক ৯০টি পুরস্কার— প্রত্যেকটি ৫০ টাকা
এবং ঐ একই টিকিটে লাভ করুন বৃহত্তম প্রথম পুরস্কার

Special Weekly Prize
Rs. 20,000
OR AMBASSADOR CAR

Rs.16,00,000

দ্বিতীয় পুরস্কার	তৃতীয় পুরস্কার (দশটি)	বিশেষ পুরস্কার
৩,০০,০০০, টাকা	৫০,০০০, টাকা	১,০০,০০০, টাকা
(সকল সিরিজ মিলাইয়া)	(প্রতি সিরিজে একটি)	(দৈনিক খেলার ভিত্তিতে হিসাব করা হইবে)

মোট পুরস্কারের সংখ্যা ৫০৭১টি

প্রতি টিকিটের দাম ১, টাকা মাত্র
২০শ খেলা—১২-৫-৭১ (স্থগিত রাখা হইবে না বলিয়া গ্যারাণ্টিপ্রদত্ত)

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যাণ্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর

ওয়েসট ইনডিজের প্রথম ইনিংসে ৫২৬ রান

গাভাসকারের সেনচুরি ভারতের ২ উইঃ ১৯৩ রান

পোরট অফ স্পেন, ত্রিনিদাদ, ১৮ এপরিল—ভারত ও ওয়েসট ইনডিজের পঞ্চম টেস্ট ম্যাচের পঞ্চম দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ১৯৩ রান করেছে। আগের দিন পর্যন্ত চতুর্থ দিনের শেষে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ৯৪ রান করেছিল।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস

ভারতের ইনিংস শুরু করেন আবিদ আলি ও সুনীল গাভাসকার। শুরুতেই আবিদ আলি সোবারসের বলে আউট হওয়ায় ১১ রানে ভারতের প্রথম উইকেট পড়ে। অধিনায়ক ওয়াড়েকার খেলতে আসেন। গাভাসকার ও ওয়াড়েকার ওয়সট ইনডিজ বোলিংয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দে খেলতে থাকেন। ৪০ মিনিট ভারতের ৫০ রান হয়। ওয়াড়েকার সোবারসের বলে পুল এবং ড্রাইক করে পর পর দু'বার এবং ডো-র বলে সোজা এবং কভারে ড্রাইভ করে পরপর ৩বার বাউনডারি মারেন। চা-পানের সময় ভারতের ১ উইকেটে ৫৪ রান ওঠে।

ভারত ৩ উইকেটে ২৮৯

ভারত ও ওয়েসট ইনডিজের পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচের পঞ্চম দিনে চা পানের সময় ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ২৮৯ রান করেছে।

স্কোর

ভারত—প্রথম ইনিংস—৩৬০

ওয়েসট ইনডিজ প্রথম ইনিংস

এম ক্যারু ক ওয়াড়েকার ব প্রসন্ন	২৮
ডি লুইস ক কৃষ্ণমূর্তি ব বেদী	৭২
আর কনাহাই রান আউট	১৩
সি ডেভিস ক সোলকার ব বেঙ্কটরাঘবন	১০৫
সি লয়েড ক বেঙ্কটরাঘবন ব প্রসন্ন	৬
জি সোবারস ব প্রসন্ন	১৩২
এম ফসটার ব আবিদ আলি	৯৯
ডি হলফোরড স্টাম্প কৃষ্ণমূর্তি ব বেঙ্কটরাঘবন	৪৪
জে শেফারড ক আবিদ আলি ব বেঙ্কটরাঘবন	০
ইউ ডো এল বি ডবলিউ ব বেঙ্কটরাঘবন	৩
জে নোরিজা নট আউট	০
অতিরিক্ত	২৪
মোট	৫২৬

উইকেট পতন—১।৫২, ২।৯৪, ৩।১৪২, ৪।১৬০, ৫।৩৩০, ৬।৪২৪, ৭।৫১৭, ৮।৫২২, ৯।৫২৩

বোলিং—আবিদ আলি ৩১-৭-৫৮-১, সোলকার ১১-১-৩৫-০; বেদী ৭১-১৭-১৬৩-১: প্রসন্ন ৬৫-১৫-১৪৬-৩: বেঙ্কটরাঘবন ৩৭.৪-৫-১০০-৪; জয়সীমা ১-১-০-০।

ভারত দ্বিতীয় ইনিংস

এস আবিদ আলী এল বি ডবলিউ ব সোবারস	৩
এস গাভাসকার নট আউট	১০৬
ওয়াড়েকার ক শেফারড ব নরিজা	৫৪
দিলীপ সারদেশাই নট আউট	২০
অতিরিক্ত	১০
মোট (২ উইঃ)	১৯৩

উইকেট পতনঃ—১।১১, ২।১৫৯,
—রয়টার

গাভাসকর-এর কৃতিত্ব

পোরট অব স্পেন, ১৮ এপরিল—ভারতের তরুণ ওপেনিং ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাসকর (২১) এবার ওয়েসট ইনডিজ সফরে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। চারটি টেসট খেলে গাভাসকর মোট ৬১১ রান করেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে এখনও ব্যাট করছেন (শনিবার পর্যন্ত ৫৭ নট আউট)। এ সফরে সারদেশাইও এই গৌরবের অধিকারী। ওয়েসট ইনডিজের বিপক্ষে একটি সিরিজে এপর্যন্ত মাত্র ৬ জন ব্যাটসম্যান ৬০০ রানের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন প্যাটসি হেনড্রেন, লেন হাটন, নীল হারভে, হানিফ মহম্মদ, সারদেশাই ও গাভাসকর।

ক্রিকেট জগতে এপর্যন্ত মোট ৪১ জন ব্যাটসম্যান একই সিরিজে ৬০০ রান করেছেন। এর আগে মঞ্জরেকরের রান ছিল ৫৮৬। ১৯৬১—৬২ সালে ইংলনড সফরে মঞ্জরেকার এই রান করেছিলেন। কিন্তু গাভাসকরের রেকরড হচ্ছে ৪টি টেসট ম্যাচে ৬১১ রান। ১৯২৯—৩০ সালে ওয়েসট ইনডিজ সফরে হেনড্রেন সর্বপ্রথম এই গৌরবের অধিকারী হন।
—পি টি আই

বেদী বাবা হলেন

নয়াদিল্লি, ১৮ এপরিল—ওয়েসট ইনডিজ সফররত ভারতের কুশলী বোলার বিষেণ সিং বেদীর স্ত্রী শ্রীমতি গ্লিন বেদী আজ নয়াদিল্লি হাসপাতালে এক পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন। ১৯৬৯ সালে অসট্রেলিয়ান তরুণী গ্লিনকে বেদী বিবাহ করেন। —ইউ এন আই

সোমবারের হকি খেলা

বেটন কাপ (কোয়ারটার ফাইনাল) মোহনবাগান ঃ শিখ ইউনিয়ন (মোহনবাগান ২-৪৫)

কাইভান কাপ — ফাইনাল — সাউথ উইনড ঃ বেঙ্গল ইউনাইটেড (রেনজারস ৩-৩০); লক্ষ্মীবিলাস কাপ—সেমি-ফাইনাল—মহমেডান স্পোরটিং ঃ এনটালি এ সি (ইসটবেঙ্গল ৩-৩০); ম্যাসেল হোয়াইট কাপ—জি আই প্রেস ঃ ইসটারন রেল, হাওড়া (ওয়াই এম সি এ ৩-৪৫)।

জাতীয় ফুটবল

অনধ্র প্রদেশ কোয়ারটার ফাইনালে

মাদরাজ, ১৮ এপরিল—জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় রাউনডের অনধ্র প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের খেলা যা প্রথম দিনে দর্শকদের অশিষ্ট আচরণের জন্যে ১৫ মিনিট আগে পরিত্যক্ত হয় সেই খেলা আজ পুনরায় অনুষ্ঠিত হলে অনধ্র প্রদেশ ২—০ গোলে মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে কোয়ারটার ফাইনালে উঠেছে। কোয়ারটার ফাইনালে অনধ্র প্রদেশ দলকে রেলওয়ে দলের সংগে মঙ্গলবার খেলতে হবে।

প্রথমার্ধেই অনধ্র ১—০ গোলে এগিয়ে যায়। ১৯৬৪ সালে ফাইনাল খেলায় মহারাষ্ট্র অনধ্র প্রদেশ দলকে হারিয়েছিল, এতদিন পরে অনধ্র প্রদেশ তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।

খেলাটি খুবই তীব্র প্রতিযোগিতামূলক হয়। সূচনায় মহারাষ্ট্র গোলের বহু সুযোগ নষ্ট করে। ১৬ মিনিটের সময় অতর্কিত আক্রমণের মাঝে অনধ্র প্রদেশের জেমস বল ঠেলে দিলে এনটনি গোল করেন ১—০।

দ্বিতীয়ার্ধে পুনরায় মহারাষ্ট্র অনধ্র প্রদেশকে চেপে ধরে ও কয়েকটি কর্নারও পায় কিন্তু গোল করতে পারে না। খেলার শেষ পাঁচ মিনিটের সময় করনার থেকে নূরে সেনটার করলে জেমস দ্বিতীয় গোল করেন ২—০।

অনধ্র প্রদেশঃ—সালেম, আনসার আলী, বিশ্বনাথ, করিম, রসিদ খাঁ, এডওয়ারড, অমরচাঁদ, মেহেবুব, এনটনি, নূরে ও জেমস।

মহারাষ্ট্রঃ—মুস্তাফা, শিবদাস, হাফিজ, এনটনি, বালকৃষ্ণ, রণজিৎ থাপা, সরণ সিং, গঙ্গাধর, জেরি বাসি, কৃষ্ণ, টোনি মারটিন।

ভারত-পাকিস্তানের ডেভিস কাপের খেলা অনিশ্চিত

হংকং, ১৮ এপরিল—ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় ডেভিস কাপের খেলার অনুষ্ঠান হংকং-এ করা সম্ভব হবে না বলে হংকং লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কেনেথ ডবলিউ ক্যাণ্টন ভারতীয় লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনকে জানিয়ে দিয়েছেন। এই অস্বীকারের কারণ সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করতে ক্যাণ্টন অস্বীকার করেন। সিংহল ও মালয়েশিয়া পূর্বেই এই খেলার ব্যবস্থা করতে অস্বীকার করেছিল। সম্ভবত ভারত-পাকিস্তানের খেলাটির অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য এখন ফিলিপিনকে অনুরোধ করা হতে পারে বলে ক্যাটন বলেন।

বি এন আর ১-০ গোলে বিজয়ী

পাটনা, ১৮ এপরিল—কলকাতার বি এন আর দল শ্রীকৃষ্ণ গোলড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বের সেমি-ফাইনাল খেলায় বিহার স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোরডকে (গয়া) ১—০ গোলে পরাজিত করে।

দীপালি আচার্যের পর্বতারোহণ বৃত্তি লাভ

ডায়না অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যা এবং চারুচন্দ্র কলেজের প্রাতঃ বিভাগের ছাত্রী দীপালি আচার্য এ বছর সুজয়া গুহ পর্বতারোহণ বৃত্তি পেয়েছেন। আগামী ২২ এপরিল থেকে দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউনটেনিয়ারিং ইনসটিটিউটে এই শিক্ষা গ্রহণ শুরু হবে।

সোমবারের ফুটবল খেলা

পাওয়ার লীগ—ক্যালকাটা জিমখানা ঃ বেনেটোলা (টাউন); কালীঘাট ঃ ইনটারন্যাশনাল (কালীঘাট); পোরট কমিশনারস ঃ রেনজারস (হাওড়া ইউনিয়ন); রাজস্থান ঃ রবারট হাডসন (রাজস্থান); কাসটমস ঃ বহুবাজার ওয়াই এম (কাসটমস); এ্যালবারট ঃ শ্যামবাজার (তালতলা): পুলিশ এ সি ঃ সুবারবান (গ্রীয়ার); সিটি ঃ ভিকটোরিয়া (সিটি)। অফিস লীগ—জিওলজিক্যাল সারভে ঃ সিগন্যাল স্পোরটস (ভবানীপুর); ইউনাইটেড ব্যাংক ঃ রিজারভ ব্যাংক (বি জি প্রেস); ডবলিউ বি স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোরড ঃ ক্যালঃ কেমিকো (পুলিশ); সেনট্রাল একসাইজ ঃ জয় ইনজিনিয়ারিং (হাইকোরট); স্টেশনারি অফিস ঃ জে স্টোন (পি এনড টি)।

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ

১৮-৪-১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সাপ্তাহিক খেলার (৩৩তম খেলার সময়কালে) ফলাফল ঃ

একটি ১ম পুরস্কার—৫,০০০, টাকা
টিকিট নং B 101185
প্রত্যেকটি ৫০, টাকার কুড়িটি পুরস্কার

A-213967	B-264943	D-167918	B-157163	A-190384
D-032088	D-101474	D-192907	B-256457	C-284955
B-083841	C-040089	D-046104	C-283103	D-063231
C-273528	B-093995	C-229375	B-050928	B-207570

আজই আপনার টিকিট কিনুন। আপনি যে সব টিকিট কিনিবেন, তাহার প্রত্যেকটি সমস্ত সাপ্তাহিক খেলা এবং ৭-৫-১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠেয় প্রধান খেলার সুযোগ পাইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ ঃ নম্বরের কোনরূপ মুদ্রণ প্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।
ডিরেক্টর অব্ পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ ঃ চণ্ডীগড়

'অরবিন' পরে সাম্রাজ্ঞীর সাজে উপস্থিত হন

'অরবিন'—উৎকৃষ্ট পলিয়েস্টার/কটন সংমিশ্রণ। বিশেষভাবে আপনার জন্যই তৈরী করছে অরবিন্দ মিলস্। শান্ত স্নিগ্ধ রং-এ অথবা নানা রং-এর বৈচিত্রে 'অরবিন' পাওয়া যায়।

অরবিন্দ

অরবিন্দের এই চিহ্ন—উৎকৃষ্টতার গ্যারান্টী

Arvind Mills Ltd.

LALBHAI GROUP

সোলসেলিং এজেন্টস্
গিরিধারীলাল রামনারায়ণ, পি/১০, নিউ হাওড়া ব্রীজ, অ্যাপ্রোচ রোড, কলিকাতা।
জয়শ্রী টেক্সটাইলস্, নরেন্দ ট্রাস্ট বিল্ডিং, মুরলীধর শর্মা রোড, গোহাটি (আসাম)।

পরিবারের বন্ধু

Leonard

রেফ্রিজারেটর

দু'রকম সাইজে পাবেন।
সহজ কিস্তি ব্যবস্থায়—২৪টি থেকে ৩০টি কিস্তিতে পাওয়া যায়।

যোগাযোগ করুনঃ—
হুগলী ট্রাস্ট প্রাঃ লিমিটেড
৪২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬
ফোন ঃ ৪৪-৫১৬১ * ৪৪-৫১৬২

'ব্লু স্টার-এর অনুমোদিত ডীলার

BLUE STAR

দিনে দিনে সব পাখার চেহারাই G.E.C. এভারেষ্টের মত হ'তে চলেছে—কারণ জি. ই. সি. এভারেষ্ট যে কেবল কাজের বেলায় অতুলনীয় তা' নয়, দেখতেও অপূর্ব।

স্নিগ্ধ আমেজ আর নিবিড় নরম সুখ উপভোগ করার জন্য চাই জি. ই. সি-র এভারেষ্ট। আপনার ঘরে আজই লাগান।

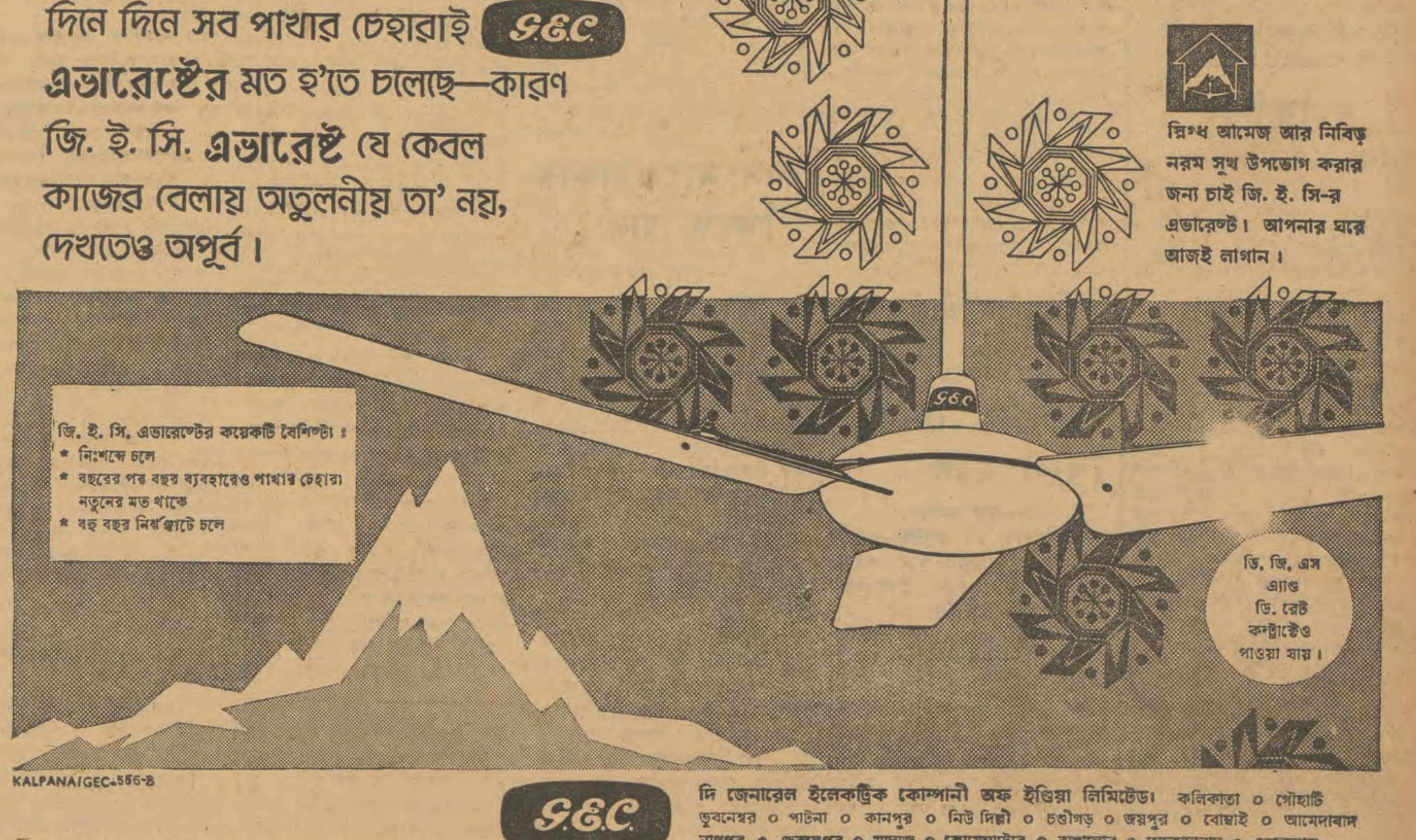

KALPANA/GEC-566-8

G.E.C. দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড। কলিকাতা ০ গৌহাটি ০ ভুবনেশ্বর ০ পাটনা ০ কানপুর ০ নিউ দিল্লী ০ চণ্ডীগড় ০ জয়পুর ০ বোম্বাই ০ আমেদাবাদ ০ নাগপুর ০ জব্বলপুর ০ মাদ্রাজ ০ কোয়েম্বাটোর ০ বাঙ্গালোর ০ সেকেন্দ্রাবাদ ০ এনাকুলাম

TRADE MARK GEC—PERMITTED USER—THE GENERAL ELECTRIC COMPANY OF INDIA LIMITED.

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
সোমবার, ৫ বৈশাখ, ১৩৭৮

দিনের বাণী

যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ।

—রবীন্দ্রনাথ

পিকিং-ওয়াশিংটন সংবাদ

মার্কিন পিংপং খেলোয়াড়দের লাল চীনে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া যে রকম জামাই আদর করা হইয়াছে তাহাতে সারা দুনিয়াতে হইচই পড়িয়া গিয়াছে। চৈনিক প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই স্বয়ং মার্কিন খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের আপ্যায়ন করিয়াছেন এবং বার বার বলিয়াছেন চীনের জনসাধারণ মার্কিন জনগণের অকৃত্রিম সুহৃদ। দুই সরকারের মধ্যে মৈত্রী ও প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অবশ্য আবেদন জানান নাই। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে প্রজাতন্ত্রী চীন আগ্রহী বলিয়াই বিশ্বসুদ্ধ লোকের ধারণা। নহিলে যে দেশের সঙ্গে সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর কোনও সম্বন্ধ রাখা দরকার বলিয়া লাল চীন মনে করে নাই হঠাৎ সেই দেশেরই এক প্রতিনিধি-দলকে বলা নাই কহা নাই পিকিং সরকার এমন তোয়াজ করিবেন কেন? অভ্যাগতরা খেলোয়াড় ছাড়া অবশ্য অন্য কিছু নন। কিন্তু এতকাল তাঁহারাও তো প্রজাতন্ত্রী চীনে অবাঞ্ছিত অতিথি ছিলেন।

ভাবটা ঠিক একতরফা নয়, মার্কিন দেশও এখন চৈনিক বন্ধুত্বের অভিলাষী। পিংপং খেলোয়াড়দের চীনে নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে যাইতে দেওয়া কিংবা চৈনিক খেলোয়াড়দের আমেরিকা সফরের পালটা নিমন্ত্রণ জানানো নিছক সৌজন্য নয়। ইচ্ছা করিলে মার্কিন সরকার কোনও কারণ না দেখাইয়াই আমেরিকান খেলোয়াড়দের চীন ভ্রমণ বাতিল করিয়া দিতে পারিতেন কিংবা যাত্রার আগে তাঁহাদের কানে কানে বলিয়া দিতে পারিতেন—যাইতেছেন যান, কিন্তু পালটা নিমন্ত্রণ কেন করিবেন না। নিক্সন সরকার সে সব কিছুই করেন নাই, বরঞ্চ বেসরকারী রাষ্ট্রদূতদের চীন ভ্রমণে উৎসাহই দিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, লাল চীনের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্কটা মধুর করিয়া আনার জন্য নানা আয়োজন তাঁহারা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ব্যবসা বাণিজ্যের কড়াকড়ি তুলিয়া দেওয়া অবশ্য হয় নাই, কিন্তু বিধি-নিষেধ কিঞ্চিৎ শিথিল করা হইয়াছে। আমেরিকা হইতে প্রজাতন্ত্রী চীনে এতদিন বেড়াইতে যাওয়াও অত্যন্ত কঠিন ছিল। অতঃপর আমেরিকানদের পক্ষে চীন ভ্রমণ যাহাতে সহজ হয় সে ব্যবস্থাও করা হইতেছে। নিক্সন আশা প্রকাশ করিয়াছেন, হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে তিনি নিজেই একবার প্রজাতন্ত্রী চীন দেখিয়া আসিতে পারিবেন, তবে তিনি হোয়াইট হাউসে থাকিতে থাকিতে সেটা বোধ হয় সম্ভব হইবে না।

পিকিংয়ের সঙ্গে ওয়াশিংটনের মন-কষাকষি যদি দূর হইয়া যায় তাহা হইলে লাল চীনের একটা বাসনা পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয়—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আসরে এতদিনে বোধ হয় তাহার ঠাঁই হইবে। ইউনাইটেড নেশনসের জন্ম হইতেই চীন তাহার সদস্য তো বটেই, নিরাপত্তা পর্ষদের স্থায়ী সভ্যও। কিন্তু চীন কমুনিস্ট-দের দখলে আসার পর হইতে আমেরিকা তাহাকে স্বীকৃতি দেয় নাই, ফলে নিরাপত্তা পর্ষদের আসন হইতে পিকিং বঞ্চিত। সে আসনটি মার্কিন দেশের আনুকূল্যে তাইওয়ানের আজও রহিয়াছে। নিরাপত্তা পর্ষদে সে আসনে প্রজাতন্ত্রী চীনকে বসাইবার জন্য অনেকদিন ধরিয়াই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে চেষ্টা চলিতেছে। এ যাবৎ সে প্রয়াস সফল হয় নাই আমেরিকা বাঁকিয়া বসাতে। ভোটযুদ্ধ একটা প্রতি বৎসরই হয়। কিন্তু সে যুদ্ধে হার হইয়াছে এতকাল প্রজাতন্ত্রী চীনের সমর্থকদের। যতদিন না আমেরিকা ও তাহার অনুগামী রাষ্ট্রগোষ্ঠী লালচীনকে সমর্থন করে ততদিন তাইওয়ানকে বেদখল করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। তাহার সমর্থকদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িতেছে বটে কিন্তু আমেরিকার সমর্থন না মিলিলে শেষ রক্ষা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কথাবার্তা হইতে অনুমান হইতেছে প্রজাতন্ত্রী চীন সম্বন্ধে মার্কিন নীতির রূপান্তর ঘটিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তো বটেই, নিরাপত্তা পর্ষদেও লাল চীনকে ঠাঁই দিতে মার্কিন সরকারের এখন আর তত আপত্তি নাই। তবে তাইওয়ানকে জলে ভাসাইয়া দিতেও তাঁহারা নারাজ। তাঁহারা চান একটা মধ্য পন্থা—যাহাতে সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না, লালচীন তাহার প্রাপ্য মর্যাদা পায় অথচ তাইওয়ানও পথে না বসে। এই জটিল সমস্যা সমাধানের সোজা এবং সহজ উপায় হইতেছে তাইওয়ানকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। তখন ক্ষুদ্র তাইওয়ান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য থাকিবে বটে, কিন্তু নিরাপত্তা পর্ষদের স্থায়ী আসনটি হারাইবে। ওই দুই চীন তত্ত্ব কিছু নূতন নয়। কিন্তু লালচীন এতদিন ছিল তাহার প্রচণ্ড বিরোধী। তবে লালচীন বাস্তবপন্থী দেশ। তাইওয়ানকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে মানিয়া লইলে যদি আন্তর্জাতিক আসরে সে জাতে উঠিতে পারে তাহা হইলে হয়তো তাহাতে সে গররাজী হইবে না। আমেরিকা কৌশল করিয়াছে ভালো। তাবৎ খণ্ডিত দেশকে স্বীকৃতি দিয়া জাতিপুঞ্জের দরজা তাহাদের জন্য খুলিয়া দেওয়ার আয়োজন নাকি ওয়াশিংটন করিতেছে। দুই জার্মানি, দুই ভিয়েতনাম, দুই কোরিয়ার সঙ্গে দুই চীনও তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রবেশের অধিকার পাইবে।

নিয়তিরও তরবারি আছে

ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে, পশ্চিম-পাকিস্তানকে নাদির শাহের ভূতে পাইয়াছে। অতি-অদ্ভুত এবং অতি-হিংস্র এক আহ্লাদের উৎসব জাগাইয়া তুলিয়া নাদির শাহের নাম ও স্মৃতির অভ্যর্থনা করা হইতেছে। এবং নাদির শাহের নাম ও স্মৃতির অভ্যর্থনা করিয়া অতি-হিংস্র এক আহ্লাদের উৎসব জাগাইয়া তোলা হইতেছে। পাক-প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ বলিয়াছেন, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই চণ্ড নরঘাতকের বংশধর, যিনি ছয় ঘণ্টার মধ্যে দিল্লির বিশ হাজার নরনারীকে হত্যা করিবার উৎসব সম্পন্ন করিয়া তাঁহার রক্তপিপাসু হৃৎপিণ্ডের অভিষেক করিয়াছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খাঁ শুধু তাঁহার বংশ পরিচয়ের নাদিরীয় তথ্যটিকে গর্ব করিয়া প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি নাদির শাহের তরবারিকে হাতে তুলিয়া লইবার এক আনুষ্ঠানিক উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন পশ্চিম-পাকিস্তানের সংবাদপত্র 'জঙ্গ'।

ফারানের নবাবের পূর্বপুরুষ ঘরাদিন খাঁ নাদির শাহকে লস্কর অনুচর যোগান দিয়া নাদিরের প্রসন্নতা অর্জন করিয়াছিল—এবং পুরস্কার হিসাবে নাদিরের একটি তরবারি পাইয়াছিল। আজিকার ফারানের নবাবের নিকট হইতে সেই তরবারি উপহার পাইয়াছেন বেলুচিস্তানের পাক-জঙ্গী কর্তৃত্বে প্রশাসক লেঃ জেনারেল রিয়াজ হুসেন। এইবার এই নাদিরীয় তরবারিটিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁকে উপহার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বুঝিতে অসুবিধা নাই এবং পাকিস্তানের সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যের দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ঐতিহাসিক নরহত্যার এক জল্লাদের নিকট হইতে এক দেশদ্রোহী যে বস্তুটি উপহার পাইয়াছিল, আজ তাহাই পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ-এর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। স্বীকার করিতে হইবে, ইহা যোগ্যজনের হাতে যোগ্য উপহার প্রদত্ত হইবার এক ভয়ানক-চমৎকার ঘটনা। যাহার প্রমত্ত হিংস্রতা বাংলাদেশের হাজার হাজার নরনারী ও শিশুকে হত্যা করিয়াছে, গ্রাম পুড়াইয়াছে, ঘরবাড়ি ও কুটির ধূলিসাৎ করিয়াছে, শস্যক্ষেত্রের উপর রাসায়নিক বিষ ছড়াইয়াছে, তাহারই হাতে নাদিরের তরবারি ভাল মানায়।

কিন্তু মনে হয়, পশ্চিম-পাকিস্তান এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এই নাদিরীয় তরবারি লইয়া অনুপ্রাণিত হইবার আহ্লাদের মধ্যে বেশী অভিভূত হইয়া আর-একটি তরবারির কথা ভুলিয়া গিয়াছে। নাদির-জীবনের ইতিবৃত্তের শুধু প্রথম অধ্যায়ের পৃষ্ঠাগুলির দিকে তাকাইয়া তাহারা এতই উল্লসিত হইয়াছে যে, শেষ অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠাটির দিকে তাকাইয়া দেখা আর সম্ভব হইতেছে না। নাদির শাহ দিল্লির তক্ত-ই-তাউস ও কোহিনূর লুণ্ঠন করিয়াছিল, ইয়াহিয়া খাঁ বাংলা দেশের সোনার দোকান ও ব্যাঙ্ক লুণ্ঠন করিয়াছেন।

দিল্লির আক্রান্ত নরনারীর আর্তনাদ নাদিরের কানে বিজয়গর্বের সঙ্গীত হইয়া বাজিয়াছিল। ইয়াহিয়ার কানেও বাংলাদেশের আক্রান্ত নরনারী ও শিশুর আর্তনাদ নিশ্চয় সফল ইচ্ছার গীতালির মতো শুনাইয়াছে। নাদির ও ইয়াহিয়া একই নির্মমতার দুই বীভৎস মুখচ্ছবি। সুতরাং, যে-নিয়তি নাদিরকে অনুসরণ করিয়াছিল, সে-নিয়তি ইয়াহিয়াকেও অনুসরণ করিবে না কেন?

ইতিহাস বলে সেই নিয়তির হাতেও একটি নিদারুণ তরবারি ছিল। নাদির শাহ এক আততায়ীর তরবারির আঘাতে নিহত হইয়াছিল। ইয়াহিয়াকেও ঠিক ওই ধরনের পরিণাম বরণ করিতে হইবে, এমন ভবিষ্যদ্বাণী করিবার অবশ্য কোন অর্থ হয় না। কিন্তু নিয়তি কোন-না-কোন করাল রূপ লইয়া যে দেখা দিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আততায়ীর উদ্যত তরবারির দিকে তাকাইয়া সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর নাদির কি বুঝিতে পারে নাই যে, হাজার হাজার নিহত নরনারীর শোণিত বাষ্পের গন্ধ এবং দগ্ধ জনপদের জ্বালা নিয়তির তরবারি হইয়া দেখা দিয়াছে?

যৎকিঞ্চিৎ

পাকিস্তানের সরকারী কর্মচারী আর কূটনীতিকদের উপরে জঙ্গীশাহীর কড়া হুকুম, বিদেশে তাঁহারা যেন ভারতীয়দের সঙ্গে কোনও সংযোগ না রাখেন। ব্যাপারটা নূতন নয়, ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়েও এই ধরনের হুকুম জারী হইয়াছিল, পরে বজ্র-আঁটুনিতে ঢিলা দেওয়া হয়, এখন আবার আঁট করিয়া ফাঁস পরানো হইল। কেন পরানো হইল, বুঝিতে কাহারও অসুবিধা নাই; ফাঁসটা বস্তুত কাহাদের গলায় পরানো হইল, তাহাও বিলক্ষণ পরিষ্কার। কূটনীতিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার যদি গোল্লায় যায় তো যাক, ব্যক্তিস্বাধীনতার যদি নাভিশ্বাস ওঠে তো উঠুক: গণহত্যা করিয়া যাহারা রাজ্য চালায়, গণতন্ত্রের জন্য তাহাদের থোড়াই মাথাব্যথা, এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা জন্তুটিকেও নিশ্চয় স্বৈরতন্ত্রী অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। 'ভারতীয় স্পর্শদোষ' হইতে গা বাঁচাইলেই যে রাজ্য বাঁচিবে, তাহাও অবশ্য নয়। জঙ্গীশাহীর বোঝা দরকার যে, ঝোপেঝাড়ে ভূত দেখিয়া লাভ নাই, বস্তুত তাঁহারা স্বখাত সলিলে ডুবিয়াছেন। আজ তাঁহারা 'ভারতীয়দের কাছ হইতে তফাত যাও' বলিয়া আপন কর্মচারীদের চোখ রাঙাইতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে নিশ্চয় সমস্যা মিটিবে না। 'বিগ ব্রাদার ওয়াচিং' বলিয়া তো নিরন্তর তাঁহারা ভয় দেখাইতেছিলেন, কিন্তু সাত কোটি মানুষকে তবু দাবাইয়া রাখিতে পারিলেন কই?

পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর বাঙালী হঠাও অভিযান

নয়াদিল্লি, ১৮ এপরিল—পাকিস্তানের অসামরিক, সামরিক ও কূটনৈতিক পদে যেসব বাঙালী অফিসার আছেন, জঙ্গী প্রশাসক তাঁদের ক্রমে ক্রমে অপসারণ করছেন বলে এখানে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল।

পাকিস্তান সরকার মারচের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে এই বাঙালী হটানো কাজ শুরু করেছেন। কেন্দ্রের নীতি নির্ধারক পদগুলি থেকে বাঙালী সেকরেটারিদের অপসারণ করে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলির নিয়ন্ত্রণ পশ্চিম পাকিস্তানী বুরজোয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ইয়াহিয়া সরকারের এই নীতি সশস্ত্র বাহিনীতেও বিশেষ করে নৌবাহিনীতে অনুসৃত হচ্ছে। পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর কয়েকজন নামকরা অফিসারের নাম আর শোনা যায় না।

জঙ্গী জমানার সর্বশেষ লক্ষ্য হচ্ছেন বাঙালী কূটনীতিকরা। জানা গিয়েছে যে, দূতাবাসের কোন কর্মীকে মুজিব-পন্থী বলে সন্দেহ হলে তাঁদের দেশে পাঠিয়ে দেবার জন্য অবাঙালী রাষ্ট্রদূতদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বাঙালী রাষ্ট্রদূতদের বদল করার অপচেষ্টাও চলছে বলে জানা গিয়েছে।

এই বাঙালী হটাও অভিযানে খাদ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ বিভাগের বাঙালী অফিসারদের জায়গায় পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের নিয়োগ করা হয়েছে। পরিকল্পনা সচিব শ্রী এ রাব ছুটি নিতে বাধ্য হয়েছেন ও তথ্য ডিভিসনের শ্রীসৈয়দ আমেদকে তাঁর কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

—পি টি আই

বাংলাদেশের সরকারী খামে পাঠানো চিঠি বিলি হচ্ছে

কৃষ্ণ দেবনাথ

বেনাপোল, ১৮ এপরিল—স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারী খামে পাঠানো চিঠি ভারতে এসে পৌঁচোচ্ছে। ভারতের ডাক বিভাগ সেই চিঠি যথারীতি বিলিও শুরু করেছেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের খামে যে চিঠি পাঠানো হচ্ছে তাতে ফিলড পোসট অফিসের শীলমোহরের ছাপ পড়ছে। পরে বাংলাদেশ মুক্তিফৌজ সেই ডাক বয়ে নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছেন ভারতে। ভারতের ডাক বিভাগ সেই চিঠিপত্র গ্রহণ করছেন। এবং ডাকঘরের ছাপ দিয়ে ডাকহরকরার মাধ্যমে প্রাপকের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

কোন্ মুখে ঢাকায় ফিরে যাব?

—আবু সঈদ চৌধুরী

লনডন, ১৮ এপরিল—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবু সঈদ চৌধুরী আজ এখানে বলেন, প্রশাসন না বদলানো পর্যন্ত তিনি বাংলা দেশে ফিরে যাবেন না। শ্রীচৌধুরী ঢাকা হাইকোরটের একজন প্রবীণ বিচারপতিও। 'সানডে টেলিগ্রাফের' কাছে এক সাক্ষাৎকারে তিনি প্রশ্ন করেন, একটি সরকারী আদেশ বাতিল করার আবেদন নিয়ে কী কেউ এখন হাই-কোরটে যেতে পারেন? সেখানে কোন আইনের শাসনই নেই। ওখানে এখন জোর যার মুল্লুক তার।

শ্রীচৌধুরী জেনেভায় মানবিক অধিকার কমিশনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করার জন্য ৮ ফেব্রুয়ারি সপরিবারে ঢাকা ত্যাগ করেন। লনডনে পাঠরত তাঁর এক ছেলেকে দেখার জন্য তিনি এখানে আসেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, এই খবর পেয়ে "আমি ছোট ছেলের মত কেঁদে কেঁদেছি। আমার ছাত্রদের যখন মেরে ফেলা হয়েছে তখন আমার সেখানে ফিরে যাওয়ার মুখ নেই। যে অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিকার না করতে পারলে আমি সেখানে কোন্ মুখে ফিরে যাব?"

—এ পি

বাংলাদেশের বর্তমান সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি (১)

হাসান মুরশিদ

পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে কোনো সাংস্কৃতিক নবমূল্য বোধ গড়ে ওঠেনি। কেননা, দ্বিজাতিতত্ত্বের ধুয়ো যদিচ রাজনৈতিক প্ল্যাটফরমে জনপ্রিয় হয়েছিলো, তথাপি সংস্কৃতিক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার জনগণের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের জনগণের কোনো ব্যবধান কার্যত ছিলো অনুপস্থিত। অপর পক্ষে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একমাত্র ধর্মের মিল ছাড়া সাধারণ কিছুই ছিলো না। ভৌগোলিক দূরত্ব (একটা দেশের পক্ষে) প্রায় অসীম; ভাষা, শিক্ষাদীক্ষা, পোশাকপরিচ্ছদ, খাদ্য এককথায় সংস্কৃতির আদৌ কোনো ঐক্য ছিলো না। সংস্কৃতি তো কেবল ধর্মনির্ভর নয়! ধর্মের ধুয়াই বুলি দিয়ে সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে নির্বাচনে জয়লাভ অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধি তেমন শক্ত নয়; কিন্তু সমাজ-অর্থনৈতিক জীবনে লক্ষণীয় বাস্তব প্রভেদ না থাকলে, সংস্কৃতির ভিন্নরূপ কল্পনা করা দুঃসাধ্য। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়, অনুসৃত অর্থনৈতিক কর্মপ্রবাহে, শিক্ষাদীক্ষায়, সঙ্গীত ও সাহিত্যে, রুচি ও পসন্দে পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্তের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্তের, দরিদ্রের সঙ্গে দরিদ্রের, ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবসায়ীর, শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষকের, গায়কের সঙ্গে গায়কের, মোল্লার সঙ্গে পুরুতের কি কোনো মৌল পার্থক্য আছে বা কোনো কালে ছিলো? বরং মধ্যবিত্তের সঙ্গে নিম্নবিত্তের, ব্যবসায়ীর সঙ্গে শিক্ষকের, সঙ্গীত-শিল্পীদের সঙ্গে মোল্লা অথবা পুরুতের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা চিরকালই ছিলো, আজো আছে। কিন্তু সংস্কৃতির এই বাস্তব প্রভেদের কথা স্বীকার না করে, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কেবলমাত্র ধর্মীয় কারণে সাংস্কৃতিক অনৈক্য আবিষ্কার করা প্রচারের বিষয় হতে পারে এবং প্রচারকরা হয়তো এ অর্ধসত্যে বিশ্বাস করেন যে, বহু প্রচারের ফলে অনৃত ভাষণও সত্যের মর্যাদা লাভ করে; কিন্তু তাই বলে এই সাংস্কৃতিক অনৈক্য এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক ঐক্য কল্পনা কখনো সত্য হতে পারে না। তবু স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরবর্তী নবমূল্যবোধহীন সময়ে পাকিস্তান-স্রষ্টারা পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে ইসলাম-ভিত্তিক একটি অভিন্ন সংস্কৃতির জন্ম দিতে চাইলেন। তার জন্যে, প্রথমত, প্রাক-স্বাধীনতাকালের সমগ্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার প্রয়োজন হলো। দ্বিতীয়ত, আবশ্যক হলো নতুন ছাঁচে ফেলে একটি সাধারণ সংস্কৃতি গড়ে তোলা। (সংস্কৃতি কি গড়ে তোলা যায়? ভাষার মতো সেও কোনো জুলুম সহ্য করে না, আপন স্বভাবে সে বিকশিত হয়, যেমন ফুল ফোটে তার আপন বৃন্তে।)

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সংস্কৃতির প্রধান উপাদান ভাষা ও সাহিত্য। এ বিষয়ে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে অমিল যতখানি, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মিল ততখানি। তা ছাড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ভৌগোলিক ব্যবধান প্রাকৃতিক নয়, একান্তই কৃত্রিম। এমতাবস্থায়, পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে একাত্মতা স্থায়িভাবে উচ্ছেদ করার জন্যে পাকিস্তান নির্মাতাগণ প্রথমেই ভাষার যোগসূত্রকে ছিন্ন করতে চাইলেন। এবং এ জন্যে তাঁরা তিনটি উপায় অবলম্বন করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। প্রথমত, দুই-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানীদের মাতৃভাষা বাংলাকে কোনো প্রকার গুরুত্ব দান না করা; দ্বিতীয়ত, আরবি (আসলে উর্দু, ধর্মের দোহাই দেবার উদ্দেশে আরবি) অথবা রোমান হরফে বাংলা লেখার রীতি প্রচলন করা; এবং তৃতীয়ত, প্রচুর পরিমাণ আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করে বাংলাকে উর্দুর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া।

বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা না দিলে, শাসকবর্গ যথার্থই অনুমান করেছিলেন, বাংলা শিক্ষার প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের আগ্রহ ও উৎসাহ কমে যাবে, এবং উর্দু শিখে সরকারি চাকুরি লাভের চেষ্টাতেই তাঁরা হবেন যত্নবান। এই শাসকচক্র আরো ভেবেছিলেন বাংলা ভাষার পঠন-পাঠনের প্রতি বিমুখ হলে পরিণামে বাংলা ভাষার চর্চা পুরোপুরি বিলুপ্ত হবে। এবং বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে পাকিস্তানের বুনিয়াদ হবে পাকা এবং সম্ভাব্য কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের আশঙ্কা দূরীভূত হবে চিরতরে।

আরবি অথবা রোমান হরফের প্রচলনের প্রচেষ্টাও একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। ১৯৪৭ সালেই অধুনালুপ্ত পাকিস্তানের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান প্রস্তাব করেন বাংলা ভাষার হরফের জটিলতাহেতু আরবি অথবা রোমান হরফ তার পরিবর্তে গৃহীত হোক। তিনি ভেবেছিলেন, আরবি হরফে বাংলা লেখা হলে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারের দ্বারা বাংলা ও উর্দুর ভেদ ঘুচিয়ে দেবেন তাঁর দালালরা। অন্য দিকে, রোমান হরফে লেখা হলে, উর্দুও রোমান হরফে লিখে বাংলা ও উর্দুর একই রূপ দান করা হবে। ভবিষ্যৎ এই লাভ ছাড়াও উজিরের মনে এ পরিকল্পনাও ছিলো যে, আরবি অথবা রোমান হরফে লিখতে শুরু করলে প্রাক-স্বাধীনতা-কালের বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশই নতুন হরফে পুনর্মুদ্রিত হবে না এবং বাংলা উচ্চারণও হবে বিকৃত। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে হারাবে এবং বাঙ্গালিরা নতুন করে ইসলামি পথে ভাবতে শিখবে।

প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চিমী শাসকগণ বাংলা ভাষাকে আখ্যায়িত করলেন 'হিন্দু' ভাষা বলে। যেন ভাষারও সত্যি সত্যি কোনো ধর্ম আছে অথবা হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থাদি সব বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে কিংবা অধিকাংশ বাঙালির ধর্ম 'হিন্দু'। (এমন কি তা যদি সত্য হতো, তাহলেও ইসলাম

লেখক "বাংলা দেশের" একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক। যে-সব বুদ্ধিজীবী সাম্প্রতিক সংগ্রামের পিছনে তিনি তাঁদের একজন। এই ধারাবাহিক রচনা কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হবে।

ধর্মের সঙ্গে এ ভাষার কোনো বিরোধ কল্পনা করা সম্ভব নয়; কেননা সুস্থ চিন্তার অধিকারী কেউ মাতৃভাষার সঙ্গে ধর্ম পালনের কোনো প্রতিবন্ধকতা খুঁজে পাবেন না।) এ জন্যে তাঁরা প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ আমদানি করে কাফেরদের ভাষা বাংলাকে ইসলাম চেহারা দিতে উপদেশ দিলেন। তাঁদের সাংস্কৃতিক দালালরা একটি ভাষা সংস্কার কমিটি গঠন করে রায় দিলেন, হিন্দু বাংলাকে মুসলমানি বাংলায় রূপান্তরিত করতে হবে। তাঁরা বললেন, 'তোমাকে আমি জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না' এর বদলে লেখো 'তোমাকে আমি কেয়ামততক ভুলিব না'। 'মাসের পরিসমাপ্তিতে ঋণ শোধ করিব' এর বদলে লিখতে হবে 'মাস কাবারিতে দেনা বা করজ আদায় করিব।' বলা বাহুল্য, শব্দ ব্যবহারের বেলায় এই সবুজীকরণের প্রস্তাব ধর্মের কারণে নয়, বরং পাকিস্তানের উভয়াংশের দুর্বল যোগসূত্রকে শক্ত করাই ছিলো এর গূঢ় উদ্দেশ্য। এ জাতীয় আরবি-ফারসি শব্দের প্রাচুর্যের ফলে এবং উর্দুতে তদ্ভব শব্দের আমদানির ফলে পূর্ব ও পশ্চিম একাকার হয়ে যাবে, এই ছিলো এ মহান পরিকল্পনার একমাত্র উদ্দেশ্য।

এরপর একে একে রবীন্দ্র-বিরোধী প্রচার, ভারতীয় বইপত্রের আমদানি নিষিদ্ধকরণ, টেকসট বুক কমিটি গঠন, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্র ইসলামি পাঠক্রম নির্ধারণ, বেতার ও প্রেসে ভারত বিরোধী প্রচার ইত্যাদি সবই পূর্ব ও পশ্চিমের সংকর বিবাহের দুর্বলতাকে চাপা দিয়ে তাকে মজবুত করার প্রয়াসজাত। শুধুমাত্র ধর্মের ঐক্য প্রদর্শন করে অভিন্ন সংস্কৃতির জন্মদানের উদ্দেশ্যেই এই উদ্যম ও কঠোর শ্রম।

আগেই বলেছি স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে নতুন কোনো মূল্যবোধ গড়ে ওঠেনি, তাই পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও সঠিক ধারণা ছিলো না তাঁদের বক্তব্য কী। যাঁরা পাকিস্তানের জন্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করেছেন—কলম নিয়ে অথবা ছোরা নিয়ে, হঠাৎ-পাওয়া স্বাধীনতার আনন্দে সব কিছু হিন্দুত্ব ও বাঙালিত্বের ওপর তারা মারমুখী হয়ে উঠলেন। আর একদল, যাঁরা পাকিস্তান অর্জনের ফলে সমাজ-জীবনে প্রকৃত অর্থে কোনো পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করতে অপারক হলেন, তাঁরা আবহমান বাংলার কথাই বলতে থাকলেন। আর বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই ভাবলেন, ইসলামের নামেই যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র নির্মিত হয়েছে, সেই ইসলামকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের কাজ। (যদিচ বাস্তবে এই ইসলামিভাব তাঁদের জীবন ও চরিত্রে ছিলো অনুপস্থিত।) বুদ্ধিজীবীদের এই অব্যবস্থচিত্ততা এবং অস্পষ্ট ধারণা সম্বন্ধে, পূর্ব বাংলার বোধহয় সবচেয়ে সাহসী সংস্কৃতিসেবী বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, 'পাকিস্তান আন্দোলনের সময় মুসলমানদের তাহজীব তমদ্দুন ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত ধারণার অবর্তমানে কেউ এ সবের দ্বারা মনে করলো কোরমা, পোলাউ, কোফতা ও গরু খাওয়ার স্বাধীনতা। কেউ বা আবার মনে করলো ভাষার মধ্যে যথেচ্ছভাবে আরবী-ফারসী শব্দের আমদানির স্বাধীনতা। কেউ ভাবলো মরুভূমির উপর কবিতা লেখার স্বাধীনতা। কারো কাছে বা মুসলমানদের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ মানে বোঝালো মসজিদের সামনে হিন্দুদের বাদ্যবাদনের পরিবর্তে মুসলমানদের সেই কাজের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কারো কাছে এর অর্থ হলো বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করে তার স্থলে আলাওল, গরীবুল্লা এবং কায়কোবাদকে অভিষিক্ত করা।'

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই এই কৃত্রিম ইসলামি তাহজিব ও তমদ্দুনের নির্মীয়মাণ গজদন্তমিনার ভেঙে পড়লো, কেননা মিথ্যা ও প্রোপাগান্ডার চোরাবালির ওপর ভিত্তি করে তা গড়ে উঠছিলো। এর বদলে বুদ্ধিজীবীরা খুঁজে পেলেন তাঁদের বাস্তব সমাজ-অর্থনৈতিক জীবনের সত্যকে, তাঁরা একাত্মবোধ করলেন অগণ্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে—পাল, সেন, মোগল, পাঠান ইংরেজ ও খান আমলে যাঁদের চেহারার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। এই বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবিগণ সকল উদ্যত খড়্গাঘাত থেকে রক্ষা করেছেন বাংলা সংস্কৃতিকে এবং ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন আপনাদের আসল সাংস্কৃতিক আদর্শকে—সে আদর্শে বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য আছে, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের অবদান আছে, বাংলার সমগ্র ঐতিহ্যের স্বীকরণ আছে, এমন কি স্ব স্ব ধর্মীয় ভাবও বোধ হয় অবর্তমান নেই। বহিরাঘাত থেকে আত্মরক্ষার সংগ্রাম এবং নব সংস্কৃতি গঠনের ইতিহাস অতঃপর সংক্ষেপে বিবৃত হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা রোধ করতে হবে

—রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত শনিবার বলেন যে, তাঁর বিশ্বাস ছাত্রছাত্রীরা সাধারণভাবে লেখাপড়া করতে এবং পরীক্ষা দিতে উৎসুক, শিক্ষক ও অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যেও অধ্যাপনার আগ্রহ রয়েছে। মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্র ও শিক্ষক অবশ্য এর ব্যতিক্রম। দুঃখের বিষয়, এরাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অগ্রবর্তীর ভূমিকা গ্রহণ করে।

এই দিন অপরাহ্নে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যায়তন পরিদর্শনান্তে অধ্যাপকমণ্ডলীদের এক সমাবেশে শ্রীদাশগুপ্ত উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিশৃঙ্খলা রোধ করাই হবে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের প্রয়াস।

তিনি বলেন যে, এই আশ্রম পরিদর্শন করতে এসে তাঁর মনে হচ্ছে তিনি জ্ঞানতীর্থে প্রবেশ করেছেন। বিদ্যালয়গুলিতে নিঃশব্দে ক্লাশ হচ্ছে—এ যেন তাঁর নিকট এক নতুন অভিজ্ঞতা। সুশৃঙ্খল পরিবেশে জ্ঞানান্বেষণের এই সুযোগ অন্যান্য বিদ্যায়তনগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ুক এটাই তিনি চান।

শ্রী দাশগুপ্ত বলেন যে, কিছুদিন পূর্বে তিনি জলপাইগুড়িতে কয়েকটি শিক্ষায়তন পরিদর্শন করে দেখেছেন ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার আগ্রহ। পরীক্ষানুষ্ঠানের ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহও সমধিক। তাঁর বিশ্বাস, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এই মনোভাব রয়েছে। তিনি আশা করেন, শিক্ষাক্ষেত্রে অচলাবস্থা সকলের সমবেত চেষ্টা ও সহযোগিতায় তাঁরা দূর করতে সক্ষম হবেন।

প্রারম্ভে আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ শিক্ষামন্ত্রীকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

শিক্ষামন্ত্রীর নিকট হিন্দি হাইস্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর দান

হিন্দি হাইস্কুলের ছাত্র, শিক্ষক এবং পরিচালকবর্গ শনিবার শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্তের হাতে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য ৬৪১৮·৩ টাকার একখানি চেক দেন। মুখ্যমন্ত্রীর বাংলাদেশ ত্রাণ-ভাণ্ডারে ওই অর্থ দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে ওই দান গ্রহণ করে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীদাশগুপ্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্যের ব্যাপারে সকল শ্রেণীর জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন।

শর্তহীন আশ্বাস আর আশা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে আরও জানান যে তাঁদের সহায়তার এই প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ শর্তহীন, তবে তাঁরা আশা করবেন যে, পাক-কূটনীতিবিদরা ইসলামাবাদকে বর্জন করার পর তাঁদের নয়াদিল্লি দূতাবাস বা পররাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে গোপন বার্তা বিনিময়ের যে 'গুপ্ত কোড' ছিল, তা ভারত সরকারকে জানিয়ে দিয়ে রাওয়ালপিনডি এই সব কোড ব্যবহার করে 'বাংলা দেশে' তাঁদের তাবেদার ফৌজি অফিসারদের যে সব বিধ্বংসী বার্তা পাঠান তা উদ্ধার করতে সাহায্য করবেন।

ভারত সরকার কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনারকে এই বলেও সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, তাঁদের খবর অনুযায়ী ইসলামাবাদ যে কোন মুহূর্তে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে কলকাতা মিশনের ভার নিতে তাঁদের হেঁটোয়া কোন ব্যক্তিকে পাঠানোর মতলব করছেন।

শনিবার মুজিবনগরে 'বাংলাদেশ' সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ও ভারত সরকারের আশ্বাস ও সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সেদিনই গভীর রাত্রে কলকাতার পাক-কূটনীতিবিদরা গোপন সিদ্ধান্ত নেন যে রবিবার বেলা একটায় তাঁরা তাঁদের দূতাবাসে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে 'বাংলা দেশের' পতাকা ওড়াবেন।

কিন্তু রবিবার বেলা একটা বাজার প্রায় এক ঘণ্টা আগেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। প্রবল ঝড়ে পাকিস্তানী পতাকা ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে পথের ধারে আবর্জনার মধ্যে গিয়ে পড়েছিল।

বন্ধু রাষ্ট্রেই আছি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অ্যাভিনিউয়ের সামনে এসে উপস্থিত হন।

সবার প্রথম আসে যুবকংগ্রেস ও ছাত্রপরিষদের একটি মিছিল। মিছিলের পক্ষ থেকে শ্রীহোসেন আলীকে মালা দেওয়া হয়। তখন ঘড়িতে বেলা ২টা তারপর শুরু হয় ফুল আর মালা। সর্বশ্রেণীর মানুষ একের পর এক এসে শ্রীআলীকে মালা পরিয়ে 'জয় বাংলা' ধ্বনি দেন। বেগম আলীর হাতে দেন ফুলের তোড়া। সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সারকাস অ্যাভিনিউয়ের আশপাশে কয়েক হাজার লোক জমে গিয়েছে। জয় বাংলার ধ্বনি দিচ্ছে।

এতদিন যে বাড়িটি কলকাতার লোকের কাছে দুর্গ ছিল। রবিবার দুপুরের পরই তা খুলে দেওয়া হয়। এক প্রশ্নোত্তরে শ্রীআলী বলেন, আমি তো বন্ধু রাষ্ট্রেই আছি। আজ তাঁদের জন্য এ দরজা খুলে দেওয়া হল। ভিড় সামলাতে বহু পুলিশ সেখানে মোতায়েন করতে হয়।

শুধু সাধারণ মানুষ নয়—এসেছেন বহু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী। ওই এলাকার প্রাক্তন এম এল এ ডাঃ এ এম ও গণি, পঃ বঙ্গ কমিউনিসট পার্টির সম্পাদক ডাঃ রনেন সেন, শ্রীনরেশ মুখারজি, সাঁতারু মিহির সেন সকলেই ফুলের মালা নিয়ে এসেছিলেন।

সন্ধ্যার আগে বিদেশী কয়েকটি টেলিভিশনের প্রতিনিধিরা এলেন। ছবি তুললেন। একের পর এক সাংবাদিক আসছেন। শ্রীআলী তাঁদের নানা প্রশ্নের জবাবে একটি কথাই বললেন, আমাদের সিদ্ধান্ত, সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তির সঙ্গে জড়িত।

রাত্রে সারকাস অ্যাভিনিউ থেকে বেরিয়ে আসার সময় মাইকে শ্লোগান শোনা যায়, বাংলার মুক্তিযোদ্ধা হোসেন আলী জিন্দাবাদ, স্বাধীন বাংলার পতাকা উঠছে উঠবে, ভারত সরকার স্বীকৃতি দেও, মারকিন সরকার, যুক্তরাজ্য সরকার, রুশ সরকার—স্বাধীন বাংলা সরকার মেনে নেও। ইন্দিরা-মুজিবর জিন্দাবাদ।"

ওই বাড়িটার সামনে রাত ন'টার সময় আবার গিয়েছি, তখনও অভিনন্দন জানানোর জন্য জনতার ভিড়। ফটক সবে বন্ধ হয়েছে। সবাই ভিতরে ঢোকার জন্য উদগ্রীব নয়, বাইরে ফটকের গায়ে সাঁটা ফলক—'বাংলা দেশ কূটনৈতিক মিশন' লেখার ওপর চোখ বুলিয়েই খুশি হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। বাড়িটির ছাদে তখন বেশ অন্ধকার। বাংলাদেশের পতাকা দেখা যাচ্ছে না ভাল করে। তবু কেউই পতাকাটি দেখার জন্য শেষ চেষ্টার কসুর করেননি।

বাইরে জনাকয়েক পুলিশ অন্যান্য দিনের মত কর্তব্যরত ছিল। পাশের ছোট ফটক খুলে যেতে ভিতরে ঢুকতেই স্বাগত জানালেন স্বয়ং শ্রীহোসেন আলী। আর পাঁচজন সাধারণ কর্মচারীর সঙ্গে তিনিও উঠোনে দাঁড়িয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। কথায় কথায় বলে উঠলেন, এই অফিসের সামনে অনেক বিক্ষোভ মিছিল দেখেছি, কিন্তু আজকের মত এত ভিড়, অভিনন্দন জানানোর জন্য একসঙ্গে এত মানুষ আগে কখনও দেখিনি। আজ আমাদের সবচেয়ে বড় আনন্দের দিন। শ্রীআলির চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ, কিন্তু কাউকে ফিরিয়ে দেননি। গাড়ি নিয়ে এসে যাঁরা মালা দিয়ে গিয়েছেন তাঁদের মালা যেমন আগ্রহভরে গ্রহণ করেছেন তেমনি গ্রহণ করেছেন অতিসাধারণ মানুষের প্রীতির দান।

বাংলা দেশ কূটনৈতিক মিশনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীতাজউদ্দিন আহমেদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করেছেন। শ্রীআলি জানান, তিনি আজ, সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এবং উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিংহ নাহারের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন।

শ্রীআলি আরও জানান, ইয়াহিয়ার পাকিস্তান সরকারের কোন লোক তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি আর তিনি নিজেও কোন যোগাযোগ করতে চান না।

মিশনের সাধারণ কর্মচারীরাও আজ আনন্দে আত্মহারা। ছুটি ভুলে গিয়েছেন, ঘড়ির কাঁটা ধরে চলতে নারাজ। এদিন যাঁদের 'ছুটির দিন' তাঁরাও কর্মব্যস্ত।

একজন কর্মী বলছিলেন, এই-দিনটির জন্যে আমরা সেই ২৬ মারচ থেকে দিন গুনছিলাম। দিনের পর দিন এখানে ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল এসেছে, কালও এসেছে, কিন্তু বলতে পারিনি, আমরা বাঙালী, জয় বাংলা ধ্বনি দেওয়ার জন্য আমরা অস্থির, আমরাও বিদ্রোহী।

কলকাতার পাক ডেপুটি হাই-কমিশন ভবনশীর্ষে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং পাকিস্তানের পরিবর্তে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় পশ্চিমবঙ্গের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিংহ নাহার খুশী। তিনি এজন্য ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রী আলীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বাংলা দেশ সহায়ক সমিতির পক্ষ থেকে অধ্যাপক সমর গুহ এম পি এবং শ্রীশিশির বসুও ডেপুটি হাইকমিশন অফিসে গিয়ে শ্রীআলিকে অভিনন্দন জানিয়ে আসেন।

রাজ্যের আদি কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বাংলা দেশের কূটনৈতিক মিশনের ডেপুটি হাই-কমিশনারকে অভিনন্দন জানান। তিনি বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবি জানান।

কলকাতার বাংলা' দেশে'র কূটনৈতিক দূতাবাসের শুভ সূচনায় আমরা আমাদের চেয়ারম্যান শ্রীমিহির সেনের নেতৃত্বে একসপ্লোরারস ক্লাবের তরফ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়। ডেপুটি হাইকমিশনারকে মাল্যদান করা হয় এবং বাংলা দেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে চিঠি দেওয়া হয়।

বাংলা দেশের কূটনৈতিক মিশন অফিসে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে ডেমোক্র্যাটিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রীহোসেন আলী ও অন্যান্য কর্মচারীদের অভিনন্দন ও মাল্যদান করা হয়।

বেগম আলী বিদ্রোহিনী

স্টাফ রিপোরটার

"আমি আজ বিদ্রোহী। সীমান্তের এত কাছে আছি। বাঙালীর রক্ত ঝরে যাবে, আর চুপ করে বসে থাকব।"

চার সন্তানের জননী শ্রীহোসেন আলীর স্ত্রী, বেগম ফৈজননেসা আলী উত্তেজিতভাবে ওই কথা বলতে চাইলেও তাঁর বাকরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। চোখ দুটো জলে ভরে উঠছিল।

বেগম আলী একজন সাচ্চা কূটনীতিকের স্ত্রী হিসাবে তাঁর ২০ বছর জীবনের অভিজ্ঞতার নানা কথা বলতে গিয়ে বললেন ওরা পানজাবিরা একটা দিনও আমার স্বামীকে ভালভাবে কাজ করতে দেয়নি।

তাই আমি বাঙলা দেশের হয়ে লড়তে চাই। কলকাতা বাংলা দেশ থেকে বেশি দূরে নয়। সেখানকার রক্তস্রোত এখানেও পৌঁছেছে। অনেক সহ্য করেছি আর পারছি না।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বেগম আলী আরও জানালেন, গত কয়েক দিন ধরে এই বাড়ির বাগানে ঘুরেছি। একা একা কেঁদেছি। স্বামীকে বলেছি ইসলামাবাদে মরতে যাব না। যদি মরতে হয় তবে বাংলা দেশে লড়াই করে মরব।

আপনারা ভাল করে লিখে দেবেন দস্যুদের কথা। আমি পাকিস্তান বেতারে মিথ্যা কথা শুনতে শুনতে মাঝে আমার ইচ্ছা হয়েছিল রেডিওটা ভেঙে ফেলি।

তিনি এবার সাংবাদিকদের বলেন, আপনারাই বলুন, বাঙালীদের কী অপরাধ। ২২ বছরে কোটি কোটি মানুষ এক আধ বেলা খেয়ে জীবন ধারণ করছেন। শেখ সাহেব তাঁদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন।

পাশে দাঁড়িয়ে দু' মেয়ে জলী (১৮), ইয়াসমন (১৬) বললেন, আম্মা আমরা যুদ্ধে যাব। বাংলার স্বাধীনতা আনবই।

মুজিবরের খোঁজে ঢাকায় পাক সৈন্যদের তল্লাসী

একজন আওয়ামী লীগ নেতা শনিবার মুজিবনগরে সাংবাদিকদের বলেন, গত ৩ এপরিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আস্তানার খবর সংগ্রহের জন্য পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকায় কয়েকটি বাড়িতে হানা দেয়। খবর না দিতে পারার জন্য কয়েকজনকে নির্যাতন করা হয়।

টোকিও থেকে পি টি আই জানাচ্ছেন, টোকিওস্থ পাক রাষ্ট্রদূত শ্রীএস এম হোসেন টোকিওর কোন সংবাদপত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় জোর দিয়ে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবর রহমান বর্তমানে বন্দী। পাক আইন অনুসারে সম্ভবত তাঁর বিচার হবে।

মুজিব অসুস্থ?

অপর দিকে, রাওয়ালপিনডি থেকে এ পি জানাচ্ছেন, রাওয়ালপিনডির সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসার পর শেখ মুজিবর রহমানকে অন্য একটি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। চিকিৎসক মহল থেকে ওই খবর পাওয়া গিয়েছে।

এ পি আরও জানিয়েছেন, অন্য সরকারী মহলের সংবাদে প্রকাশ, শেখ মুজিবর রহমান বর্তমানে অনশন ধর্মঘট করছেন। হাসপাতাল মহলের খবর: হৃদযন্ত্রের গোলমালের জন্য মুজিবকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

মুজিবকে গত ৮ এপরিল অ্যাটক ফোরট থেকে হাসপাতালে আনা হয়, বলে ওই মহল জানান।

মিশর লিবিয়া ও আরব প্রজাতন্ত্র সিরিয়াকে নিয়ে

কায়রো, ১৮ এপরিল—মিশর, সিরিয়া ও লিবিয়া একত্রে আরব প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই নতুন আরব ইউনিয়নের নীতি হবে ইজরায়েলের সঙ্গে "শান্তি বা আলাপ-আলোচনা নয়।"

কাল রাতে ওই তিন রাষ্ট্রের রাজধানী কায়রোয় দামাসকাস ও ত্রিপোলি থেকে তিন প্রেসিডেন্ট যুগপৎ ঘোষণায় বলেন যে, আরব ফেডারেশন প্যালেসটাইনের প্রশ্নে কোনরকম দর কষাকষিতে না থাকার নীতিতে অটল থাকবে।

মিশরের প্রেসিডেন্ট আনওয়ার সাদাত, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদ ও লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট ময়াম্মর গাদ্দাফি এই নতুন আরব ফেডারেশন সম্পর্কে তাঁদের জনগণকে বলেন যে, এ সপ্তাহে লিবিয়ার বেনঘাজিতে তিন দেশের মধ্যে বৈঠকে ঠিক হয়েছে যে, এর নাম হবে আরব প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন। পূর্ণাঙ্গ আরব ইউনিয়ন গঠনের এটা প্রথম পদক্ষেপ।

—রয়টার

বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নটি পরীক্ষাধীন

—শ্রীগিরি

লুধিয়ানা, ১৮ এপরিল—বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতির প্রশ্নটি কেন্দ্রীয় সরকার পরীক্ষা করে দেখছেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি আজ এখান থেকে ১৫ মাইল দূরে গুরুসার সুধারে সাংবাদিকদের কাছে ওই কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতিকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন ও কেন কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব করছেন?

রাষ্ট্রপতি বলেন: বাংলাদেশ-এর মানুষের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাই স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবেন।

—পি টি আই

কলকাতার পাক দূতাবাস সম্পর্ক ছিন্ন করল

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

স্বীকৃতি দেবেন। ভারত সরকার তো তাঁদের নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেনই।

শ্রীআলির বিবৃতি

সাইক্লোস্টাইল করা চার পৃষ্ঠার বিবৃতিতে শ্রীআলি বলেন, আমি প্রায় ২২ বছর ধরে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সার্ভিসে আছি। আমি আমার জ্ঞান ও সাধ্যমত পূর্ণ আনুগত্য সহকারে পাকিস্তানের সেবা করেছি। এই দূতাবাসের অফিসার ও কর্মীরা সকলেই তাই করেছেন। পাকিস্তানী ফৌজের দ্বারা বাংলা দেশের জনগণকে নিশ্চিহ্ন করার বর্তমান অভিযান শুরু হওয়ার পরও আমাদের সকলেই পাকিস্তান সরকারের সেবা করেছেন। পাকিস্তান সরকার যে সব বুলেটিন প্রচার করেন তাতে সবই স্বাভাবিক অথবা আয়ত্তাধীন বলে বর্ণনা করা হয়। যোগাযোগের সকল ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় বাংলা দেশে কী ঘটছে সে সম্পর্কে কোন যথাযথ সংবাদ পাওয়া সম্ভব হয়নি। এখন ক্রমে ক্রমে সব কিছু প্রকাশিত হচ্ছে। আতঙ্কগ্রস্ত ও বিকলাঙ্গ হাজার হাজার হিন্দু ও মুসলমান রক্ত জমানো অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী বহন করে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসেছেন। নিয়তির কী পরিহাস, যে ভারতকে পাকিস্তানের শত্রু বলে গণ্য করা হয় সেই ভারতই এখন নিজ সরকার দ্বারা বিতাড়িত ও সন্ত্রস্ত হাজার হাজার পাকিস্তানীর একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। ভারতীয়রাই তাঁদের আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন। যে সব পাকিস্তানী দূতাবাস আছে তার মধ্যে এটিই বাংলা দেশের সবচেয়ে নিকটবর্তী। আমাদের মধ্যে অনেকেই এই সব উদ্বাস্তুর মধ্যে অনেকের সঙ্গে দেখা করেছেন। বিদেশী এবং নিরপেক্ষ যে সব সাংবাদিক বাংলা দেশের ভিতরে গিয়ে নিকট থেকে ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরাও তথ্যসংগ্রহের নিরপেক্ষ সূত্র।

ওই সব তথ্য থেকে যে চিত্র পাওয়া যায় তা ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ। ইতিপূর্বে ঠাণ্ডা মাথায় বেছে বেছে গণহত্যা চালানো হয়েছে। এখন সারা বাংলা দেশ জুড়ে এটি চলছে। সকল তথ্য ও সংবাদ থেকে এটিই প্রতিভাত হয় যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সারা বাংলা দেশের নিরস্ত্র ও নিরীহ জনগণের বিরুদ্ধে (বস্তুত পাকিস্তানের জনগণের অধিকাংশের বিরুদ্ধে) সর্বাত্মক যুদ্ধ চালাচ্ছে। তারা বিমান থেকে ব্যাপকভাবে বোমাবর্ষণ করছে, শহর ও গ্রামের ওপর কামান দাগছে। ট্যাংক, কামান, মর্টার এবং মেশিনগানের মত আধুনিক লোকক্ষয়ী হাতিয়ারও তাদের ওপর প্রযুক্ত হচ্ছে। তারা আগুনে বোমা ফেলছে, এমন কী নাপাম বোমা ব্যবহারেরও খবর পাওয়া গিয়েছে। সারা পাকিস্তানের সরকার বলে নিজেদের দাবি করে যে সরকার সেই সরকারই দুপুর-রাতে বাঙালী বুদ্ধিজীবী এবং জননেতাদের হত্যা করেছে। তারা বিপুলসংখ্যক অধ্যাপক ও ছাত্রকে ইচ্ছামতভাবে হত্যা করেছে। তাদের বিশেষ লক্ষ্য বাঙালী পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনী এবং বাংলা দেশে মোতায়েন সেনাবাহিনীর লোক। খবরে প্রকাশ, এখন তারা ধারাবাহিকভাবে সকল সমর্থ বাঙালীকে নিশ্চিহ্ন করার কাজে নেমেছে। তা ছাড়া ব্যাপক মানুষ হত্যা চলেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা রাস্তায় রাস্তায় মৃতদেহের স্তূপ দেখেছেন। তাড়াতাড়ি খোঁড়া কবর থেকে মৃতদেহের বের হয়ে আসা অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা এবং চট্টগ্রাম, যশোহর, রাজসাহী, পাবনা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি শহরের অধিকাংশ এলাকাই হয় আংশিক অথবা পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়েছে। অন্যান্য শহর ও অনেক পল্লী এলাকার চেহারা বীভৎস। কারণ লোকেরা নিরাপত্তার জন্য হয় ভিতরে পালিয়ে গিয়েছেন অথবা সীমান্ত পেরিয়ে চলে এসেছেন। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এখনও চলছে। এমন কী পলায়মান নর-নারী ও শিশুকে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করা হয়েছে। তরুণীদের প্রথমে ধর্ষণ ও পরে হত্যা করা হয়েছে। শিল্প ও কারখানা এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়েছে। এমন কী মজুত শস্যও পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে, ব্যাঙ্ক লুঠ হয়েছে। সোনা, গহনা ও টাকাপয়সা মহিলাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা হয়েছে।

ঘটনাবলী থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তান সরকার সুপরিকল্পিতভাবে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে দাসত্ব স্বীকার করানো এবং ধ্বংস করার চেষ্টা করছিল, যেখানে বাঙ্গালী "দাস এবং অধিকারহীন" হওয়া ছাড়া বেঁচে থাকতে পারবে না। তরুণ ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে জননেতা, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও কর্মক্ষম লোকদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি যাতে বাংলা দেশ যুগ যুগ ধরে কোন নেতৃত্ব দিতে না পারে।

এই ধারাবাহিক ও ইচ্ছাকৃত গণহত্যার দ্বারা পাকিস্তান সরকার নিজেই বাংলা দেশে একটি পৃথক জাতির অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলা দেশের একেবারেই কোন ভাবাবেগগত বন্ধ নেই। বাংলা দেশ যে পৃথক দেশ যে পৃথক দেশ তা এতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ এমন কী মৌখিকভাবেও বাংলা দেশে গণহত্যার নিন্দা করেননি।

বস্তুত শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁর আওয়ামী লীগ দল সকল প্রদেশের স্বাধিকারের কর্মসূচীর সমর্থনে বিপুলভাবে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। তাঁরা শুধু এক অখণ্ড দেশে বাংলা দেশ এবং অন্যান্য প্রদেশের জন্য সুবিচার চেয়েছিলেন। শেখ মুজিবর রহমান বার বার ঘোষণা করেছেন, তিনি বিচ্ছিন্ন হতে চান না কারণ সংখ্যালঘিষ্ঠের থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিচ্ছিন্ন হওয়া স্বাভাবিক নয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান নিজেই ঘোষণা করেন যে, নির্বাচন অপক্ষপাত হয়েছে। পরে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রীরূপে শেখ মুজিব রহমানের নামও করেন। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ সারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেয়েছে। পূর্ববঙ্গের (এখন বাংলা দেশ) প্রায় সব ভোটদাতাই আওয়ামী লীগ এবং স্বাধিকারের কর্মসূচীর সমর্থন করেন। বস্তুত এটি গণভোট ছাড়া আর কিছুই নয়।

মনে হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের নির্দেশে জেনারেল ইয়াহিয়া খান দেশের সংবিধান তৈরি করে জনপ্রিয় সরকার গঠন করার ব্যাপারে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পার্লামেন্টের অধিবেশনে বসার স্বাভাবিক পথ অনুসরণের কোন সুযোগ দিতে চাইলেন না। তবুও আমরা আশা করেছিলাম, শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং জেনারেল ইয়াহিয়া এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতা জনগণের রায় মেনে নেবেন এবং সকলের গ্রহণযোগ্য মীমাংসায় পৌঁছবেন। কিন্তু ঘটনাবলীর দরুণ আমাদের আশা সফল হল না।

এখন শেখ মুজিবরকে রাষ্ট্রপতি করে বাংলা দেশ সরকার গঠিত হয়েছে। নতুন সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তারা বাংলা দেশের নির্বাচিত জনপ্রিয় নেতা। তাঁরা শেখ মুজিবর রহমানের বিশ্বস্ত সহকর্মীও। আমরা তাই বাংলা দেশের নির্বাচিত জনগণের সঙ্গে আমাদের ভাগ্য মেলাতে চাই। কারণ আমরা বিবেকের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের সেবা করতে পারি না যে সরকার আমাদের জনগণকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করতে চায় এবং যার সেনাবাহিনী ব্যাপক হত্যাভিযান চালিয়েছে (এর মধ্যে যুদ্ধাপরাধও আছে) এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করছে।

এই কূটনৈতিক দূতাবাসের প্রধান হিসাবে আমি আজ বাংলা দেশের স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং তার নবগঠিত সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করছি। আমার অফিসারদের মধ্যে তিনজন ওই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। আমরা আমাদের সার্ভিস বাংলা দেশের হাতে সমর্পণ করছি। এই অফিস এখন থেকে ভারতে বাংলা দেশের দূতাবাস রূপে কাজ করবে।

দূতাবাসের কর্মীদের মধ্যে যাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে চান তাঁদের এরূপ আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে তাদের যথাসম্ভব শীঘ্র বিনাবাধায় সেখানে যেতে দেওয়া হবে।

আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ অনুসারে আমরা রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্বের সকল দেশের কাছে বাংলা দেশ এবং এর সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বাংলাদেশ সরকার ওই দেশের সকল জনগণের সমর্থন ও আনুগত্যের অধিকারী। এই দেশ রাষ্ট্রের সকল কর্তব্য পুরোই করছে। এর স্বীকৃত সীমানা আছে। জনসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি এবং এর জনপ্রিয় সরকার দেশের মধ্যে কাজ করছেন। এখনও আমরা জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণের কাছে বাংলা দেশের ঘটনার বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়ে এর স্বাধীনতা মেনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তাঁদের মতে এটি হবে উচ্চপর্যায়ের রাষ্ট্রীক বিজ্ঞতার পরিচায়ক এবং দেরি হলে শুভেচ্ছার ইঙ্গিতবাহী। এতে সারা বাংলাদেশের জনগণের ওপর যে গভীর আঘাত সঞ্চার করা হয়েছে তা নিরাময়ের সহায়ক হবে। ইতিমধ্যে আমরা সকল স্বাধীনতাকামী দেশের নিকট বাংলা দেশের জনগণের বেঁচে থাকার এই জীবনমরণ সংগ্রামে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য দেওয়ার জন্য আবেদন জানাই। এই মনুষ্যসৃষ্ট ধ্বংসলীলার আগেও এই দেশের জনগণের অর্থনীতি সারা বিশ্বের মধ্যে দরিদ্রতম ছিল। এর কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা গত পঁচিশ বছর ধরে পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে এই দেশকে শোষণ ও বঞ্চিত করা হয়েছে। এই দেশের অর্থনীতি এখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। কোন আমদানি, উৎপাদন বা বণ্টন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই।

বাংলা দেশের দুর্গত জনসাধারণের ত্রাণ ব্যবস্থার কোন বিলম্ব ঘটলে তাদের কার্যত হত্যা, ধ্বংস পীড়া, মড়ক এমনকি অনাহারের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ আগামী ৬ মাস বর্ষার জন্য তারা জলবন্দী হয়ে থাকবে। এটি মানবতার আবেদন। আমরা আশা করি মানুষের বিবেকের যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তা এর দ্বারা জাগ্রত হয়ে উঠবে। আল্লা আমাদের ন্যায্য সংগ্রামকে আশীর্বাদ করুন।

রাজ্য সরকার দিল্লিকে সব জানিয়েছেন

রবিবার কলকাতার পাক ডেপুটি হাই কমিশন ভবনের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিব শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন।

এ সম্পর্কে শ্রীসেনগুপ্ত আমাদের জানান, পাক ডেপুটি হাই কমিশন অফিস থেকে তাঁকে জানানো হয় যে, তাঁরা ঠিক করেছেন এই হাই কমিশন পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে। ভবন শীর্ষ থেকে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকাও তাঁরা তুলেছেন এবং নামের ফলক বদল করেছেন বলেও জানানো হয়। হাই কমিশনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের স্বীকৃতির প্রার্থনা করা হয়।

শ্রীসেনগুপ্ত হাই কমিশনের মুখপাত্রকে জানান, স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই। এই স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষমতা আছে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের। ভবন শীর্ষে বাংলা দেশের পতাকা উত্তোলন বা নাম—ফলক বদলের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমর্থন কিংবা আপত্তি করার কিছু থাকতে পারে না।

শ্রীসেনগুপ্ত জানান, কলকাতার এই হাই কমিশনের অবাঙ্গালী কর্মীদের একটি তালিকা তিনি পেয়েছেন। এরা সকলেই খুব সাধারণ শ্রেণীর কর্মী—উচ্চ পদের কেউ নেই। ওদের চাকুরি থেকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা ডেপুটি হাই কমিশনারের থাকলে তিনি তা করতে পারেন—এ ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন কিছু করার নেই। তবে যদি ওই সব কর্মী অফিসের মধ্যে কোন গোলমাল করে তাহলে ডেপুটি হাই কমিশনার চাইলে রাজ্য সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে আর ওই কর্মীদের উপর কোন রকম মারধর বা বলপ্রয়োগ না হয় সেটাও রাজ্য সরকার নিশ্চয় লক্ষ্য রাখবেন।

গুপ্তচর

আমাদের পাক রাজনীতির ভাষ্যকার জানাচ্ছেন :

কলকাতার পাক ডেপুটি হাই কমিশনের ওজনের মত পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মচারী কিছুদিন ধরেই নানাভাবে এখানকার বাঙ্গালী কর্মীদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করে আসছিলেন। এদের কেউ কেউ পাক গুপ্তচরদের সহায়তা পর্যন্ত করছিলেন।

ওরা এমনই বেপরোয়া যে কয়েকদিন আগে একজন বাঙ্গালী কর্মী "জয় বাংলা" বলায় তাকে মারতে পর্যন্ত যান। স্থানীয় কোন বাঙ্গালী হিন্দু বা মুসলমান ওই দূতাবাসের কোন বাঙ্গালী অফিসার বা কর্মচারীর সঙ্গে ৯ নম্বর সারকাস এভিনিউ অফিসে দেখা করতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানী রিসেপশনিস্ট সাক্ষাৎপ্রার্থীকে নানাভাবে হয়রানি করেছে, জেরা করেছে এবং 'এখন সাহেব নেই' বা 'দেখা হবে না' বলে ফেরত পাঠিয়ে পর্যন্ত দিয়েছে। আমার নিজেরই একাধিকবার ওই তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে।

ওদের পরিচয়!

৪৮ বছরের শ্রীহোসেন আলী পাকিস্তান 'ফরেন সার্ভিসে' যোগ দেন ১৯৪৮ সালে। পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসের প্রথম দলের অন্যতম সদস্য। ১৯৫০ সালে ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর এই নয় নম্বর সারকাস অ্যাভিনিউতে থারড সেক্রেটারি হিসাবে আসেন। এইটিই ছিল তাঁর বিদেশ পোস্টিং। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে রবিবার বেলা ১২টা পর্যন্ত ছিল তাঁর শেষ কাজ।

পাবনা জেলার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা। কলকাতায় আসেন গত জানুয়ারি মাসে। এর আগে গত ২২ বছরে তুরস্ক, বেলজিয়াম, সৌদি আরব, লন্ডন, হল্যান্ড, করাচি, ব্রহ্মদেশ, অস্ট্রেলিয়ায় নানা পদে কাজ করেছেন।

সব শেষে তিনি আমাকে বলেন : "আই অ্যাম নাউ উইথ ফ্রেন্ডলি কানট্রি, উইথ ফ্রেন্ডলি এটমসফিয়ার।"

*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন করেছেন। বয়সে তরুণ। মাত্র ২৮ বছর বয়সে পাকিস্তানের পক্ষে থারড সেক্রেটারি হিসাবে শ্রীআনরুল করিম চৌধুরী এই মিশনেই তাঁর প্রথম ও শেষ পোস্টিং। অবিবাহিত। বৃদ্ধ বাপ-মা থাকেন ঢাকায়। এখনও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন নি।

সারওয়ারদি অ্যাভিনিউর ৩ নম্বর বাড়িতে ঢুকতেই তিনি হেসে বললেন, জয় বাংলা।

*

অনেক চিন্তা করেছি। আমাদের অস্তিত্ব আজ শেষ হয়ে গেল। তাই ডেপুটি হাই কমিশনার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেইটি আমাদের সিদ্ধান্ত।

ওই কথা বললেন, আর একজন থারড সেক্রেটারি কাজি নজরুল-ইসলাম। ময়মনসিং-এর ছেলে (বর্তমানে টাঙ্গাইল) শ্রীইসলামেরও পাকিস্তান সরকারের পক্ষে এইটি প্রথম ও শেষ পোস্টিং। ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করে কিছুদিন অধ্যাপনাও করেছিলেন।

*

বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের রানাঘাটে। দেশ বিভাগের পর যদিও পাকিস্তানে গিয়েছিলেন, কিন্তু বিয়ে করেছেন মুর্শিদাবাদে। ১৯৬৬ সাল থেকে কলকাতার পাক মিশনের প্রচার বিভাগের ভার ছিল শ্রীমকসুদ আলীর উপর।

যদিও শ্রীআলী ফরেন সার্ভিসের অফিসার নন, তাঁকে কেন্দ্রীয় তথ্য বিভাগ থেকে ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় পোস্টিং করা হয়। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেন। বিবাহিত। চার সন্তানের জনক।

বিকেলে শ্রীআলীর বাড়িতে যখন কথা হচ্ছিল তখন পাশে বসেছিলেন তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী জাহানারা মকসুদ। তিনি একটু হেসে বললেন, আজ যে কি আনন্দ হচ্ছে। ওকে তো আগেই ইসলামাবাদে বদলির হুকুম দিয়েছিল। সবই খোদাতায়ালার ইচ্ছা।

*

বাংলা দেশ কূটনৈতিক মিশন অফিসের সামনে যে ভিড় শুরু হয়েছিল বেলা দুটোয়, শেষ হল রাত এগারটায়। কিন্তু অফিসে টেলিফোন আসার তখনও বিরতি নেই।

ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রীহোসেন আলি সারাদিন কর্মব্যস্ততার মধ্যে বিশ্রাম নিতে যাচ্ছিলেন রাত সাড়ে নটায়; উৎসুক জনতার অভিনন্দন, সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার শেষ করতে করতে ঘড়ির কাঁটা এগারটা ছাড়িয়ে গেল। অফিসের অন্যান্য কর্মচারীদের তখনও অনেক কাজ বাকি।

ঝড়ের পরে উঠল বাংলা দেশের পতাকা

স্টাফ রিপোর্টার

ঘটনাটি এইভাবে ঘটল। যে পাকিস্তানী পতাকা পাক ডেপুটি হাই কমিশন ভবন শীর্ষে গত ২৩ বছর ধরে উড়ছিল তা রবিবার ঝড়ের সময় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

দূতাবাসের একজন কর্মী আর একটি পাকিস্তানী পতাকা ওড়াতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রী এম হোসেন আলি তাঁকে বারণ করেন। এবং তাঁর হাতে বাংলাদেশের একটি পতাকা তুলে দেন। এর পর শ্রীআলি সবুজ পটভূমিকায় জ্বলন্ত সূর্যের মাঝখানে বাংলাদেশের মানচিত্রসম্বলিত পতাকা উত্তোলন করেন।

সপরিবারে শ্রী এম হোসেন আলি। ইনিই হলেন গতকালের কলকাতার পাক ডেপুটি হাই কমিশনার এবং আজকের বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশনের কলকাতা দফতরের প্রধান। —নিজস্ব চিত্র

নতুন সরকার মুক্তিযুদ্ধকে অগ্রাধিকার দেবেন

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল—বাংলাদেশ-এর নতুন সরকার একটি অন্তর্বর্তী সংবিধান প্রবর্তন করেছেন। দু-এক দিনের মধ্যেই এটি প্রচারিত হবে। এটি আকারে খুবই ছোট। পাঁচ-ছয় পৃষ্ঠায় আবদ্ধ।

এর মূল কথাগুলি এইরকম—(১) এতদিন যা পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল তার পূর্ণ এলাকা নিয়েই বাংলাদেশ গঠিত। (২) নতুন সরকার মুক্তিযুদ্ধকে অগ্রাধিকার দেবেন। কাজেই আপাতত জরুরি অবস্থা জারি থাকবে। (৩) জনগণের জরুরি প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে। (৪) মুক্ত এলাকাগুলির জন্য দীর্ঘস্থায়ী প্রকল্প রচিত হবে। (৫) প্রশাসনের পাঁচটি স্তর থাকবে—কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক, জেলা, মহকুমা ও ব্লক। (৬) বিভিন্ন স্তরে আওয়ামী লীগ কমিটিগুলি আপাতত উপদেষ্টা কমিটি হিসাবে কাজ করবে। —ইউ এন আই

পিন্ডি কি ঢাকা দূতাবাস বন্ধ করে দেবে?

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

এছাড়া এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামাবাদ একজন নয়া ডেপুটি হাই কমিশনার পাঠিয়ে কলকাতায় তাদের দূতাবাসে যে ৩০ জন অবাঙ্গালী পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মী ছিল তাদের নিয়ে ৯, সারকাস অ্যাভিনিউর মিশন-ভবনটি দখল করার অথবা নতুন কোন বাড়ি নিয়ে কলকাতায় তাদের ডেপুটি হাইকমিশন চালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাদের এসব চেষ্টা ব্যর্থ হলে ইসলামাবাদ ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন বন্ধ করার নির্দেশ দেবে।

ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছে : ইসলামাবাদ ভারত সরকারের কাছে দাবি জানাবে যে, কলকাতায় বিদ্রোহী কূটনীতিবিদদের যেন অবিলম্বে তাদের হাতে সমর্পণ করা হয়।

এছাড়া প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আজ, সোমবারই ইসলামাবাদ লনডনে "ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তান"-কে "কেবল" করে নির্দেশ দিচ্ছে যে, তারা যেন অবিলম্বে কলকাতার পাক দূতাবাসের "অ্যাকাউনটে" টাকা পাঠান বন্ধ করে দেয়।

কলকাতার বিদ্রোহী ডেপুটি হাইকমিশনার যাতে কোন টাকা ব্যাংক থেকে তুলতে না পারেন ইসলামাবাদ সে নির্দেশও কলকাতার "ন্যাশনাল এ্যান্ড গ্রিনডলেস ব্যাংক"কে রবিবারই বিদ্রোহের খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই নয়াদিল্লিতে তাদের দূতাবাস মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছে।

ইতিমধ্যে রবিবার প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলি সাহেব-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তাঁর পাঠানো এক "বিশেষ প্রতিনিধি" জনাব আলির সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে আলোচনা করেছেন।

শালুটিকর বিমানক্ষেত্র এলাকায় হতাবশিষ্ট পাক সৈন্য অবরুদ্ধ

সুবে মজুমদার

ডাউকি, ১৮ এপ্রিল—শ্রীহট্ট জেলায় শালুটিকর বিমান অবতরণ ক্ষেত্র এলাকায় মুক্তিফৌজ ও পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীর মধ্যে তিন দিনের লড়াইয়ে অন্ততপক্ষে দেড় শত পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়েছে।

বিমান ঘাটির চতুর্দিকস্থ তিন বর্গ কিলোমিটার এলাকায় অবরুদ্ধ পাক ফৌজের অর্ধেক নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

তিন দিন ধরে মরটারের প্রবল গোলা বর্ষণের দরুণ বিমান ক্ষেত্রটি অকেজো হয়ে পড়েছে।

বিমান ঘাটিতে অবস্থিত পাঁচটি পাক বিমানে (তিনটি সাবার জেট ও দুটি ফকার ফ্রেনডশিপ) আগুন ধরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

আরও কোন কোন দূতাবাস কলকাতার পথ নিতে পারে

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

বলা হয় 'এটাই তো' আমাদের নির্দেশ ছিল।

একজন মুখপাত্র বলেন, কলকাতার মিশনের কাজে আমরা সন্তুষ্ট। ওদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

তিনি সেইসঙ্গে এইরূপ আশা প্রকাশ করেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থাপিত পাকিস্তানী দূতাবাসে কর্মরত প্রতিটি বাঙালী কলকাতার পথ অনুসরণ করে বাঙলা দেশের গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও আনুগত্য প্রদর্শন করবেন।

দিল্লির পাক-দূতাবাসের দুজন কর্মচারী (যারা ইতিপূর্বে ছেড়ে এসেছেন) এদের কলকাতায় আনা হবে না দিল্লিতে রাখা হবে—এই প্রশ্নের জবাবের ওই মুখপাত্র বলেন, দিল্লিতে আমরা শীঘ্রই আফিস খুলব। সুতরাং ওদের কলকাতায় আনব, না হোসেন আলীকে দিল্লিতে পাঠাবো, তা দু-একদিনের মধ্যে স্থির করা হবে।

ওয়াকিবহাল মহল থেকে জানা যায়, এক সপ্তাহের মধ্যে আরও কয়েকটি দেশের পাক দূতাবাস কলকাতাকে অনুসরণ করতে পারে।

যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওই মুখপাত্র বলেন, বৃটেন থেকে অস্ত্র পাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ইয়াহিয়াকে মাও-এর মাভৈঃ

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল—ওয়াকিবহাল মহলের সূত্রে জানা গিয়েছে যে, চীনের চেয়ারম্যান মাও সে-তুং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে একটি বার্তায় ব্যক্তিগতভাবে এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, চীন পাকিস্তানী ফৌজকে সম্প্রসারিত ও আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত করবার জন্য সব রকমের সাহায্য দেবে।

অন্য একটি সংবাদে (হংকং থেকে) প্রকাশ : পাক বিমান বহরের চীফ অব স্টাফ জেনারেল ডামাল আমেদ এখন পিকিংয়ে আছেন। আজ চীনা বিমান বহরের প্রধান জেনারেল কুয়াং জেন-নুং তাঁর সম্মানে ভোজ দেন এবং তাতে দুই দেশের বিমান বহরের মিত্রতা ও সংহতি বৃদ্ধির শুভেচ্ছা জানান।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়—(১) বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে পাকফৌজ-এর অস্ত্রের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। (২) চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এর আগেই পাকিস্তানকে ভরসা দিয়েছেন। (৩) পাকফৌজ বাংলাদেশে মানুষ-জবাইয়ে নামবার কয়েকদিন আগে পাকফৌজের প্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ খাঁ পিকিংয়ে গিয়েছিলেন। (৪) রাশিয়া পাকিস্তানকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, বাংলাদেশে পাকিস্তানী বর্বরতা বন্ধ হওয়া দরকার। —পি টি আই

চুয়াডাঙ্গা মুক্তিসেনার দখলে

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

বগুড়া মুক্তিবাহিনীর হাতেই আছে, তবে হানাদারেরা সেদিকে এগিয়ে আসছে।

ফরিদপুর সেক্টর থেকে পাওয়া খবর : শহরটির দিকে নাকি এক পাক-বাহিনী আগুয়ান। দিনাজপুর এলাকায় মুক্তিফৌজ হিলি থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে ফুলবাড়িতে আর একটি পাকবাহিনীর দেখা পায়।

শ্রীহট্ট শহরের কাছে শালুটিকর বিমানক্ষেত্রটি হাতছাড়া হওয়ার কথা জঙ্গী কর্তৃপক্ষ আজ কার্যত কবুল করেছে।

আখাউড়া থেকে তিন কিলোমিটার দূরে আজমনগরে আর একটি লড়াইয়ে মুক্তিফৌজের হাতে এক কোমপানি পশ্চিম পাকসৈন্য খোত হয়েছে। প্রতিশোধ নেবার জন্য পাকবিমানবহর আজমনগরের উপর বোমা ফেলে। কিন্তু মুক্তিফৌজের তাতে কোন ক্ষতি হয়নি। কেউই হতাহত হয়নি।

উত্তর-পশ্চিম খণ্ডে ঠাকুরগাঁও শহরটি দখলের চেষ্টাও মুক্তিফৌজ ব্যর্থ করে দিয়েছে।

আগরতলা থেকে অমির দেবরায় জানিয়েছেন : চারদিন ধরে প্রাণপণ চেষ্টার পর পাক-দখলদার বাহিনী গতকালই আখাউড়া রেল-শহরে প্রবেশ করে। ছোট্ট এই রেলশহরটিতে ঢুকতে না ঢুকতেই পাক-বাহিনী শুরু করে দেয় আগুন নিয়ে খেলা। বহু বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। রেলওয়ে দফতর, পাট গুদাম বাজারহাট কিছুই বাদ যায় না। আগুনের লেলিহান শিখা উর্ধ্বমুখী। আগরতলা-বাংলা দেশ সীমান্ত থেকে দেখা গিয়েছে, আখাউড়ার বুক থেকে ঘনকালো ধোঁয়া উপরে উঠে যাচ্ছে—দূরের আকাশে।

মুক্তিফৌজও দুর্বার। পাক-বাহিনীর গতিরোধে তারা আরও সংহত, আরও শক্তিশালী হয়েছে। অন্য দিকে গুরুত্বপূর্ণ এই আখাউড়া শহরটিকে রাখার জন্য কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে আরও পাক-সৈন্য নিয়ে আসা হচ্ছে।

আরও খবর

সীমান্তের ওপার থেকে পাওয়া খবরে আরও জানা যায়, মুক্তি ফৌজ চুয়াডাঙ্গার উপকণ্ঠে মেহেরপুর—চুয়াডাঙ্গা রোডে গুরুত্বপূর্ণ যাতায়াত সেতুটির নিয়ন্ত্রণও নিজেদের হাতে নিয়েছে।

পাবনা থেকে কুষ্টিয়াগামী দখলদার ফৌজকে মুক্তি ফৌজের লোকেরা ভেরামারাতে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

হার্ডিঞ্জ সেতুর উপর প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছে। কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গায় মুক্তিফৌজ কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গায় দখলদার বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন।

পাক ফৌজ কুমিল্লা থেকে পনের কিলোমিটার দূরে অবস্থিত লাকসাম রেল জংশনটি দখল নিয়েছে। এটা একটা বড় রেল জংশন। এই স্টেশন কুমিল্লার সঙ্গে চট্টগ্রাম-চাঁদপুর-এর সংযোগসাধন করেছে। —ইউ এন আই

জিন্নার বদলে মুজিব

কলকাতায় বাংলা দেশ মিশন অফিস (ভূতপূর্ব পাক হাইকমিশন অফিস) থেকে জিন্নার ছবি রবিবারই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ ইকবালের ছবিও। এ দুটি ছবি এতদিন কেন্দ্রীয় হলঘরে ছিল। এই হলঘরে এখন স্থান পেয়েছে বাংলা দেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবরের এবং কবি নজরুলের ছবি।

এদিকে শ্রীহোসেন আলির সিদ্ধান্তের জন্য তাঁকে এদিন বহু সংস্থা ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে শ্রীআলি ও তাঁর পরিবারকে অভিনন্দন জানান।

কলকাতায় দূতাবাস-এর ঘটনা

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

কর্মীদের পরিবারবর্গকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ভারত। আপাতত সেখানকার কোন খবর নেই। ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন ও পিণ্ডিস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনের মধ্যেও কোন যোগাযোগ নেই।

আশ্রয়প্রাপ্ত দুই কূটনীতিক আনন্দিত। যে দুজন প্রাক্তন পাকিস্তানী কূটনীতিক (দুজনেই বাঙ্গালী) এখানে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছেন (এবং যাঁদের বর্তমান ঠিকানা সরকারী নির্দেশে অপ্রকাশিতব্য) তাঁরা দুজনেই কলকাতার খবরে খুব খুশী। তাঁদের আবাসে এই সংবাদে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। তাঁরা বলেন, "এ রকম হবে আমরা ভেবেছিলাম।"

বাংলাদেশ সরকারের সেবায় লাগবার জন্য দুজনেই এখন উন্মুখ। এঁদের একজন, শ্রীশাহাবুদ্দিন বিশ্বের যে-কোন প্রান্তে নতুন সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা রাখেন। অন্যজন, শ্রীআমজাদুল হক প্রচারকার্যে দক্ষ। আর নতুন সরকারকে যে প্রচারে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে তা তো বলাই বাহুল্য।

মার্কিন সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় শ্রীবোলজের সমালোচনা

নিউইয়র্ক, ১৮ এপ্রিল—ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত শ্রীচেস্টার বোলজ রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন দ্রুত ডাকার এবং সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য মার্কিন সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। কারণ, শ্রীবোলজ মনে করেন যে, ওই দেশের পরিস্থিতিতে এশিয়ার শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা।

খাদ্যশস্য ও ঔষধপত্র সরবরাহ ছাড়া অন্য সব কিছু পাকিস্তানে পাঠানো অবিলম্বে বন্ধ করার জন্যও তিনি অনুরোধ করেছেন।

আজ নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে শ্রীবোলজ বলেছেন যে, মার্কিন সরকার ওই ধরনের ব্যবস্থা নিলে ও রাষ্ট্রপুঞ্জে ওই ব্যাপারে নৈতিক নেতৃত্ব দিলে তা সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থন পাবে।

মার্কিন সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও নীরব দর্শকের ভূমিকাকে শ্রীবোলজ সমালোচনা করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছে তা তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে যুক্তি দেখাচ্ছে তা খারিজ করে দিয়ে শ্রীবোলজ প্রশ্ন করেন : তাই যদি হয় তবে কঙ্গোতে দক্ষিণ আফ্রিকায়, দক্ষিণ রোডেশিয়ায় ও সাইপ্রাসের ব্যাপারে হস্তক্ষেপে মার্কিন সরকার কী কৈফিয়ৎ দেবেন?

তিনি আরও বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপুঞ্জ এখন যদি অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে তবে পূর্ব পাকিস্তানের ৭ কোটি লোক ভারতের উগ্রপন্থীদের সমর্থন চাইবে। —পি টি আই

অশোক ১২॥, ৩॥, ৬ জননী

৬৭-২০২৭ ১॥, ৪॥, ৭॥ জননী

নারায়ণী ৫৩-৩৩৩৮ ১॥ ৪॥ ৭॥ আঁসু আউর মুস্কান

পার্বতী ১২॥, ৩॥, ৬টা ক্ষুধা

সুরশ্রী ৩৫-৩৪৩৩ ১২ ৩, ৬ গ্যাম্বলার

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৩ ১২ ৩ ৬ সোনা বৌদি (৩য় সপ্তাহ)

রূপায়ণ শিবপুর ৪৫ ২৭০৩ ১॥ ৪॥ ৭॥ হাসিনো-কা-দেবতা

শ্যামলী ১, ৪, ৭॥ এন্টনী ফিরিঙ্গী

যোগমায়া ১, ৪, ৭॥ জননী

জয়া আনন্দ (২য় সপ্তাহ)

জেম প্রপ কা পরছাইয়া

রূপম নন্দরাল

মেরা নাম জোকার

পুরবাসী দি ট্রেন (হিন্দি)

নবীনা আঁসু আউর মুস্কান

রাধাশ্রী আঁসু আউর মুস্কান

অভীন্দ্র আঁসু আউর মুস্কান

নবরাগ

৩য় জনসম্বর্ধিত সপ্তাহ! গ্যাম্বলার

বাংলা দেশের মুক্তিফৌজের সাহায্যার্থে আজ রবীন্দ্র সদনে ৬টায়
নাট্যভারতী
থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টির — ২৪-৩২৬৯ (১০৭ শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫)
বিনয়-বাদল-দীনেশ
হলে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ব্রাঞ্চ অফিস— ৩৮এ গ্রীক রো, কলি-১৪ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের বুকিং চলিতেছে

বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম (তাপ-নিয়ঃ)
আজ : নূতন প্রদর্শনী
হিন্দী : বেলা ১২-৩০, ২-৪৫ ও ৫-১৫ মিঃ
বাংলা : বেলা ১-৩০ ও সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ
ইংরেজী : বিকাল ৪টা

২য় বিজয়দৃপ্ত সপ্তাহ! বিষয়বস্তু ও প্রয়োগনৈপুণ্যে বলিষ্ঠ রেহানা সুলতানের অভিনয়দক্ষতাও উল্লেখযোগ্য
চেতনা
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
প্রত্যহ ৩, ৬, ৯ এলিট

সর্বজন উপভোগ্য ছবি
চৈতালী
শ্রী ০ প্রাচী ০ ইন্দিরা

আঁসু আউর মুস্কান

কটী পতঙ্গ
রক্সি ঃ মেনকা

শেষ চার দিন! এখানে পিঞ্জর

১১ লক্ষ লোক কাচ্চাবাচ্চাদের নিয়ে দেখে গেছে আপনি দেখেছেন? বাচ্চারা দেখেছে? আজই দেখুন আবার দেখুন জয় জয়ন্তী

জনসম্বর্ধনায় ৪র্থ সপ্তাহ!
দীনেশ চিত্রম-এর সোনা বৌদি
বসুশ্রী • বীণা • মিত্রা (৩.৬.৮৮) (২॥.৫.৭॥) (২.৫.৭॥)
পূর্ণচিত্রা (৪র্থ) শ্যামাশ্রী (৪র্থ) শ্রীমা (৪র্থ) শ্রীরামপুর টকীজ (৪র্থ) নৈহাটী সিনেমা (৪র্থ) নিউ তরুণ (৩য়) ইন্দ্রধনু (৩য়) শ্রীদুর্গা (৩য়) কৈরী (৩য়) রূপছায়া (বেড়াচাঁপা) অরুণ (রাণীগঞ্জ) পল্লী (মেটিয়াবুরুজ) ছায়াগীতি (উলুবেড়িয়া) চিত্রা (আসানসোল)

গ্রেস প্রত্যহ ১২, ৩, ৬
Sean Connery ও Brigite Bardot অভিনীত SHALAKO (টেকনিকলার)

আন মিলো সজনা
প্যারাডাইস - ম্যাজেস্টিক

জননী
রাধা ঃ পূর্ণ ঃ পদ্মশ্রী

২য় সপ্তাহে! আনন্দ
ওরিয়েন্ট ॥ হিন্দ
পূর্ণশ্রী ॥ প্রিয়া ॥ গণেশ
কালিকা ॥ ছায়া ॥ পার্কশো

✪ সাতের নামতা ✪ গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত

বাংলাদেশের সংগ্রাম সম্পর্কে ভিয়েতনামীরা কিছুই জানে না

স্টাফ রিপোরটার

বাংলাদেশে যে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম চলেছে ভিয়েৎনামের মানুষ তার কিছুই জানে না।

কথাটা বলেছেন, কবি সুভাষ মুখারজি। তিনি শনিবার সে দেশ থেকে এসেছেন। রবিবার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের জনসভায় তিনি বলেন, ভিয়েৎনামে থাকাকালে আমি জানতে পারিনি যে বাংলাদেশে এরকম গণহত্যা চলছে।'

একটি মুক্ত অঞ্চলের জীবনচিত্র

স্টাফ রিপোরটার

মুক্ত বগুড়া শহরে সিনেমা চলছে। গ্রামে চাষবাসের কাজ শুরু হয়েছে পুরোদমে। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারীরা বেতন পেয়েছেন। প্রাক্তন কর্মীদের পেনসন পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।

বগুড়া শহর সমেত সমগ্র জেলায় এখন স্বাধীন বাংলা সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব। আওয়ামী লীগের স্থানীয় এম পি-র নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে হাই-কমানড। তাঁরাই শহর ও গ্রামের প্রশাসন পরিচালনা করছেন। সঙ্গে আছেন মুক্তিফৌজ। মাঝে-মাঝেই তাঁদের সিদ্ধান্ত মাইকে শহরবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সবাই একবাক্যে তা মেনে নিচ্ছেন।

শহরে তাঁরা রেশন চালু করেছেন। সপ্তাহে মাথাপিছু আধ সের কেরোসিন তেল এবং আধ সের লবণ দেওয়া হচ্ছে। দিয়াশলাই দুর্মূল্য—প্রতি বাকস তিন আনা। কিন্তু চাল সস্তা। মিহি চাল গ্রামে প্রতিমণ ২৮ টাকা, শহরে ৩০ টাকা। ডিমও সস্তা।

পেট্রোলের খুব কড়াকড়ি। এখন তা ব্যবহৃত হচ্ছে শুধু প্রতিরক্ষার কাজে মুক্তিফৌজের জন্য। বগুড়ার ব্যাঙ্কগুলি হাইকমানডের নির্দেশে সোম, বৃহস্পতি এবং শনিবার খোলা থাকছে। মাসে সর্বোচ্চ তিনশ টাকা পর্যন্ত তোলা যায়।

এই বিবরণ আমরা পেয়েছি দৈনিক আজাদের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার এবং ইউ পি আই-র ঢাকার সংবাদদাতা শ্রী এফ আর আখতারের কাছে। তিনি ঢাকা থেকে বগুড়া হয়ে রবিবার কলকাতা এসে পৌঁছেছেন।

তিনি জানালেন, ই বি আর সমেত সমস্ত রেললাইনই অচল। এসেছেন ঘোরাপথে। গ্রামের লোকেরা মাঝে মাঝেই নদী-নালার উপর সাঁকো ও পুল সরিয়ে দিয়েছেন। যাতে দখলদার বাহিনী আসতে না পারে। যেই দেখেছেন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে গাড়ি আসছে—ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এসে তক্তা পেতে পথ করে দিচ্ছেন। আবার তক্তা সরিয়ে নিচ্ছেন।

গুলি ও ছুরিতে ২ জন নিহত

স্টাফ রিপোরটার

রবিবার দুপুরে যাদবপুর থানা এলাকায় আজাদগড়ে পুলিশের গুলিতে শ্রীদুলাল দাস (২২) নামে এক যুবক নিহত হন।

পুলিশের অভিযোগ, বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ একদল পুলিশ তল্লাসি চালাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়। বোমায় দুজন সি আর পি আহত হন। পুলিশ ২ রাউনড গুলি চালায়। শ্রী দাস ঘটনাস্থলেই মারা যান। পুলিশের অভিযোগে আরও বলা হয় কয়েকটি অভিযোগে অনেক দিন ধরেই পুলিশ তাঁর খোঁজে ছিল। শ্রী দাস সি পি এম সমর্থক বলেও পুলিশ জানায়।

এদিন বারাসতে এক যুবক ছুরিকাঘাতে খুন হন। পুলিশের খবর অনুসারে তিনি হাবড়ার লোক।

বোমায় কিশোর আহত

রবিবার রাত্রে শিবপুর থানার দীনেশ সোম লেনে শ্রীবাবলু মাইতি (১৭) নামে এক কিশোর বোমার আঘাতে আহত হন। তাঁকে হাওড়া হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

উত্তর-পূর্ব রেলে ধর্মঘট নিষিদ্ধ

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল—উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে সরকার এক আদেশ জারি করেছেন।

বারুণী ও গড়হারায় রেল কর্মীদের ধর্মঘটের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার মোকাবিলা করবার জন্য অত্যাবশ্যক কর্ম বলবৎ রাখা আইন অনুযায়ী এই আদেশ জারি করা হয়েছে।

প্রকল্প ভাতার দাবিতে ২৫ মারচ থেকে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ৩,৮০০ কর্মী এবং পূর্ব রেলওয়ের ১,৪০০ কর্মী ধর্মঘট করেছেন।

কয়েকদিন পূর্বে অনুরূপ একটি আদেশের বলে পূর্ব রেলওয়ের ধর্মঘটও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

—ইউ এন আই

নন্দিতা প্রতিযোগিতা ঃ বৈতানিক আয়োজিত নন্দিতা সংগীত প্রতিযোগিতায় (রবীন্দ্রসংগীত) যোগদানের তারিখ ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ বৈতানিক ৯ এলগিন রোড, কলকাতা-২০। বৃহস্পতিবার ও রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা।

বাগে না পেরে জলে বিষ

কৃষ্ণ দেবনাথ

বেনাপোল, ১৮ এপ্রিল—পাকিস্তানী হানাদাররা গ্রামের লোকদের বশে আনতে না পেরে পুকুরের জলে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে। বিষাক্ত জল খেয়ে যশোরের আশেপাশে বহু লোক মারা গিয়েছে। যশোর শহরের কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ ডাক্তারকেও মিলিটারি গুলি করে মেরেছে। মুক্তিফৌজ গ্রামে গ্রামে ঘাটি তৈরি করে এ হামলার মোকাবিলা করছে।

পশ্চিম পাকিস্তানীদের কবলে বাঙালীদের আনার জন্য পাক ফৌজ বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাকিস্তানী ঝানডা তোলার হুকুম করছে। হুকুম অমান্য করলেই মিলিটারি গ্রামের পর গ্রাম পেটরোল ছড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। শিশুদের সেই আগুনে ছুঁড়ে ফেলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। তরুণীদের সর্বনাশের পর মেশিনগানের গুলিতে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। স্কুল কলেজ দেখলেই কামানের গোলায় সেসব গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। যশোর শহর ও আশ পাশের কয়েকটি মসজিদ, গিরজা ও মন্দিরও হানাদাররা ধ্বংস করে ফেলেছে। সেই সঙ্গে নামাজ পড়ার সময় ইমাম আর গিরজার পাদরিকেও হামলাকারীরা মেশিনগানের গুলিতে মেরে ফেলেছে। মিলিটারির এই হামলা প্রতিরোধের জন্য মুক্তি ফৌজ গ্রামের আশেপাশে লুকিয়ে থাকছে, আর হানাদার দেখা মাত্র অতর্কিতে আক্রমণে তাদের খতম করছে।

RAJASTHAN STATE LOTTERIES

১৮-৪-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত

প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

৭,৫০০ টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং K-929033 প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার নয়টি পুরস্কার টিকিট নং

A-536816	B-092910	C-420485
D-007812	E-747743	F-783393
G-911936	H-176362	J-939014

অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০, টাকার ৯০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

বিশেষ সাপ্তাহিক পুরস্কার
২০,০০০, টাকা অথবা অ্যামবাসাডর কার টিকিট নং B-469253

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।

এখন আরো বেশি শক্তিশালী ও আরো বেশি টেকসই!
NEW INDIA
নিউ ইণ্ডিয়া ব্যাটারী
গ্যারান্টি! প্রাইভেট মোটর গাড়ীর জন্য ২ বছর
ডিজেল-চালিত মেশিন ও গাড়ী এবং পেট্রোল-চালিত ট্রাকি, লরী ও ট্রাক-এর জন্য ১ বছর
প্রস্তুতকারক : হাওড়া ব্যাটারী ম্যানুফ্যাকচারিং কোং
৯৬, জি. টি. রোড, হাওড়া ময়দান, হাওড়া ফোন ঃ ৬৭-৩০৩৫ ও ৬৭-৩০৭৩
কলিকাতা সেলস অফিস ঃ ২, জেড লাল সেন, কলিকাতা-১২
Progressive/NBM-9/70.

শ্রীজ্যোতি বসুর রুমানিয়া যাত্রা

স্টাফ রিপোরটার

রবিবার শ্রীজ্যোতি বসু রুমানিয়ার পথে বিমানে কলকাতা থেকে দিল্লি রওনা হয়ে যান।

শ্রীবসু রুমানিয়ায় ওয়ারকারস পারটির পঞ্চদশ সম্মেলনে যোগ দেবেন।

রায়গঞ্জে পাক-অফিসার ধৃত

নির্মল চৌধুরী

রায়গঞ্জ, ১৮ এপ্রিল—পাক-বাহিনীর একজন পাঞ্জাবী অফিসারকে সম্প্রতি এখানে আটক করা হয়েছে। তাঁর কাছে এ লক্ষ টাকার পাকিস্তানী নোট ও কয়েকটি সোনার বার পাওয়া যায়। অফিসারটি বন্দুক দেখিয়ে একটি বাস ও একটি জিপের ৩ জন বাঙালী মুসলমান চালককে রায়গঞ্জে আসতে বাধ্য করে। সীমান্ত রক্ষী-বাহিনী অফিসার সহ ৪ জনকেই গ্রেফতার করে।

১৪ জন পাকিস্তানি সৈন্যের আত্মসমর্পণ

শিলং থেকে পি টি আই জানাচ্ছেন ১৪ জন পশ্চিম পাকিস্তান সৈন্য চলে এসে আসামে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের এখানে এনে জেলে রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে সাতজন সৈন্যবাহিনীর লোক এবং বাকি সাতজন ইসট পাকিস্তান রাইফেলসের লোক।

—পি টি আই

আগামী মাসে আদি কংগ্রেসের নতুন সভাপতি নির্বাচন

মাহেরবয়েল। ১৮ এপ্রিল—আদি কংগ্রেস নেতা শ্রী কে কামরাজ এম পি আজ এখানে বলেন, নতুন সভাপতি নির্বাচনের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আগামী মাসে এক সভা হবে।

বিয়ের বেনারসী বাঙ্গালোর শাড়ী
॥ অজস্র নক্‌শা ও রঙ সুখ্যাত শিল্পকেন্দ্রগুলি থেকে সযত্ন সংগ্রহ ॥
কলকাতায় এরকমটি আর কোথাও পাবেন না!
গ্ল্যামার
নিউ মার্কেট, কলিকাতা

লাইফবয় যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে
লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করার মত অপূর্ব আনন্দ আর কিছুতে পাবেন না। ... লাইফবয় ধুলো ময়লার রোগজীবাণু ধুয়ে দেয়
লিন্টাস-L.61.140 BG
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

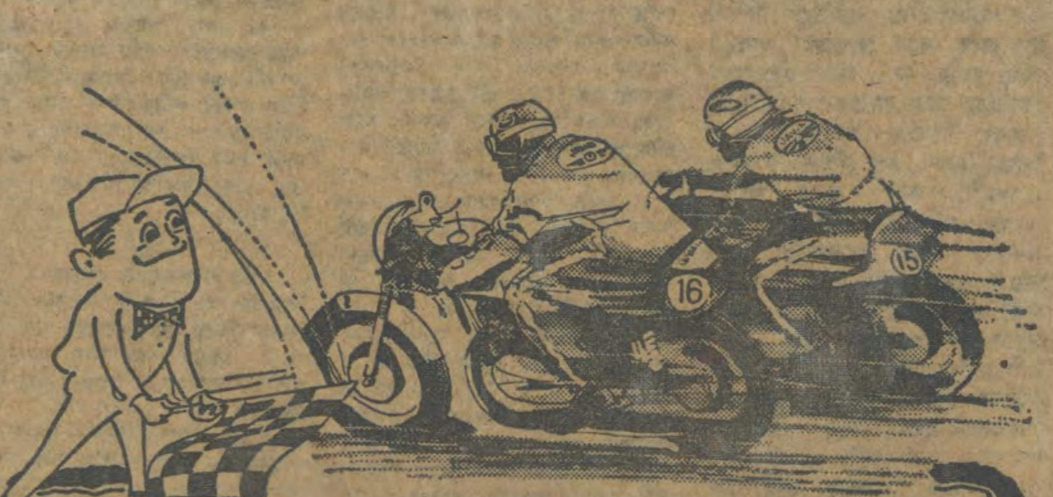

ইয়েজদি-জওয়া
রূপে ও কর্মক্ষমতায়
প্রতিযোগিতায় প্রমাণ প্রথম ভারতীয়
গ্র্যাণ্ড প্রিক্স
২৫০ সিসি শ্রেণী
এবং ১৪শ অখিল ভারতীয় মোটর রেসেস, মাদ্রাজ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১—বিজয়ী!

পুরস্কার	শ্রেণী (রেস)	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
আইডিয়াল জওয়া পুরস্কার	গ্রাণ্ড প্রিক্স ২৫০ সিসি শ্রেণী পর্যন্ত	ইয়েজদি জওয়া ২৫০ সিসি আর. হরমুজদি	ইয়েজদি জওয়া ২৫০ সিসি লক্ষ্মণ রাও	জওয়া ২৫০ সিসি বি. সাহা
এস.এম.এইচ. রেসিং পুরস্কার	৭৫ সিসি পর্যন্ত	ইয়েজদি ৬০ সিসি লক্ষ্মণ রাও	ইয়েজদি ৬০ সিসি জাই পি. উদয়শঙ্কর	
আইডিয়াল জওয়া রেসিং পুরস্কার	৬০০ সিসি পর্যন্ত	ইয়েজদি জওয়া ২৫০ সিসি আর. হরমুজদি	ইয়েজদি জওয়া ২৫০ সিসি লক্ষ্মণ রাও	জওয়া ২৫০ সিসি কে. এ. কুমার
এনফিল্ড রেসিং পুরস্কার	৩৫০ সিসি পর্যন্ত	ইয়েজদি জওয়া ২৫০ সিসি আর. হরমুজদি	জওয়া ২৫০ সিসি ওয়াই. আর. পুরাতত্রামা	
জি.এম.ডি.এম. রেসিং পুরস্কার	রেসিং শ্রেণী ৩৫০ সিসি		জওয়া ২৫০ সিসি আর. রেহমান	

yezdi JAWA আইডিয়াল জওয়া (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড মহীশূর-২
SGS/II/II/71 BEG
(৬৪৬৯ এ)

গোয়েন্দা রিপ/জন প্রেণ্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

এই স্বাধীনতা আন্দোলন জাতীয় জীবনের গভীরে আলোড়ন সৃষ্টি করবে

মস্কো, ১৮ এপরিল—আজ সোভিয়েত জনগণকে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন জাতীয় জীবনের গভীরে প্রসারিত হবে। সোভিয়েত সাপ্তাহিক 'জা রুবিঝোম' (বিদেশের জীবন) ফরাসী পত্রিকা 'লা ম'দের' একটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণ করে এই তথ্য প্রচার করেন।

এতে আছে, এটা বোঝা মুসকিল ঢাকায় মারাত্মক সব ভুল করার পর কী করে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সম্পর্কে তিক্ততা হ্রাস করে বাঙ্গালীদের মন আবার জয় করা যাবে। বরং হিংসার দিকেই প্রবণতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। তা ছাড়া, স্বাধীনতা আন্দোলন আরও গভীরে চলে যাবে।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দু সপ্তাহ আগে এই প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণ কূটনৈতিক ঔৎসুক্য জাগিয়েছে। সোভিয়েত প্রচার মাধ্যমে অবশ্য বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কথা এখনও প্রচারিত হয়নি এবং এই পুনর্মুদ্রণেও সোভিয়েত সরকারের নীতি কবুল করার প্রয়োজন হয়নি। অথচ দীর্ঘস্থায়ী মুক্তি সংগ্রামের জন্য সোভিয়েত জনগণকে কিঞ্চিৎ প্রস্তুতও করা হল। —পি টি আই

আজ দুধ সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার

আজ সোমবার কলকাতায় দুধ সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে। কাঁচড়াপাড়া ও কল্যাণী এলাকায় আজও দুধ পাওয়া যাবে না।

রবিবার দুগ্ধ দফতরের এক মুখপাত্র এই খবর দিয়ে বলেন, হরিণঘাটায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার ফলে দুধ কেন্দ্রের কাজ ও গবাদি পশুর জন্য জলের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আংশিকভাবে কিছু কিছু কাজ আবার চালু হয়েছে।

মুখপাত্র জানান, আজও হরিণঘাটা, কামারহাটি, নৈহাটি, আগরপাড়া ও হাবড়ায় দুধ নেওয়া হবে না।

আকাশবাণীর খবরে মণিপুরে বিভ্রান্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা

ইমফল, ১৭ এপরিল—মণিপুরে আরও ৬ মাসের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে আকাশবাণী ভারত সরকারের যে-বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে, তাতে এখানে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। আকাশবাণী থেকে বলা হয়েছে, মণিপুরের প্রশাসক তাঁর রিপোর্টে বলেছেন যে মণিপুরে একটি স্থায়ী সরকার গড়বার মত অবস্থা নেই। কিন্তু মণিপুরে বিধানসভা ২ বছর আগেই ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। তাই মন্ত্রী পরিষদ গঠনের কথা বর্তমানে উঠতেই পারে না। এ দিকে আকাশবাণীর এই খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্যাকিস্তান বেতার তা প্রচার করেছে।

ইনসটিটিউশন অব রবার ইনডাসট্রির কলকাতা শাখার বার্ষিক সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্টার

রবিবার আলিপুরে ন্যাশনাল টেসট হাউসে ইনসটিটিউশান অফ রবার ইনডাসট্রিজ কলকাতা শাখার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাটা-ইনডিয়ার ম্যানেজিং ডাইরেকটার শ্রী জি এইচ প্পিং সভাপতিত্ব করেন।

ভারতে রবার শিল্পের দ্রুত অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে শ্রীপ্পিং বলেন, গত বিশ বছরে এদেশে রবারের ব্যবহার পাঁচ গুণেরও বেশি বেড়ে গিয়েছে। এই অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হলে রবার সংক্রান্ত উন্নত কারিগরি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

প্রধান অতিথি খড়গপুর আই আই টি-এর ডাইরেকটার অধ্যাপক এস কে বসু দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য বাস্তবানুগ কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন, টেকনিক্যাল গ্যাপ' সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বড় বড় শিল্পোদ্যোগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা চাই। যাতে শিল্পসংস্থায় নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও বিজ্ঞানীদের লব্ধ অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীরা পেতে পারেন এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগী হতে তিনি অনুরোধ জানান।

ইনসটিটিউশনের সম্পাদক ডঃ ডি ব্যানারজি বলেন, এবার তিনজন ফেলোশিপ ও পাঁচজন অ্যাসোসিয়েটশিপ পেয়েছেন। লাইসেনসিয়েটশিপ পরীক্ষায় ৩২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৯ জন উত্তীর্ণ হওয়াতে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অধ্যাপক বসু সকলকে ডিপলোমা ও সারটিফিকেট দেন।

কোষাধ্যক্ষ ডঃ বি বি জাটিয়া বার্ষিক আর্থিক বিবরণী পেশ করেন। এর আগে 'রবার মিশ্রণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি' সম্পর্কে একটি আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাশনাল টেসট হাউসের ডাইরেকটার ডঃ এ এম জাদুড়ি উদ্বোধন করেন।

ক্ষুদ্রশিল্প সম্পর্কে দিল্লিতে আফ্রো-এশীয় সম্মেলন

নয়াদিল্লি, ১৮ এপরিল—ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্পর্কে দ্বিতীয় আফ্রো-এশীয় সম্মেলন আগামীকাল থেকে এখানে আরম্ভ হবে।

রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি পাঁচ-দিনব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। —পি টি আই

কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রীর ধুবড়ী সফর

ধুবড়ি, ১৮ এপরিল—সম্প্রতি এখানে এক বিরাট জনসভায় কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমৈনুল হক চৌধুরী তাঁর বক্তৃতায় বাংলা দেশে পাক সৈন্যের বর্বর অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেন ও মুক্তি সংগ্রামীদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

শ্রীচৌধুরী দুদিনের সফরে এখানে এসেছিলেন। সফর কালে তিনি গৌরীপুর বিলাসীপাড়া প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা করেন।

সীমান্ত সফরে শ্রীচৌধুরী

গৌহাটি থেকে পি টি আইর খবর : সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমৈনুল হক চৌধুরী এক সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বাংলা দেশের শরণার্থীদের শোষণ না করে, তাদেরকে ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করুন।

দারভাঙ্গা ভবনে সব ক্লাস ৩০ এপরিল পর্যন্ত বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার

আইন পরীক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দারভাঙ্গা ভবনের সমস্ত পোসট গ্র্যাজুয়েট ক্লাস সোমবার থেকে ৩০ এপরিল পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। আশুতোষ ভবনে যে-সব ক্লাস হয় সেগুলি অবশ্য যথারীতি হবে। শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় আরটস ও কমারস কলেজের সেক্রেটারি শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মজুমদার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানান।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী আচার্য

অধ্যাপক সুধীরকুমার চক্রবর্তী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী আচার্য নিযুক্ত হয়েছেন। ভ্রমক্রমে এর আগে ওই নামটি সুশীলকুমার চক্রবর্তী বলে বেরিয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব—সম্প্রতি ভদ্রেশ্বর তারবাগানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। তিনদিনব্যাপী এ মহোৎসবে বহু ভক্ত ও সাধারণ লোক যোগ দেন। উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামীদের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণ তহবিলে কিছু টাকা দেওয়া হয়।

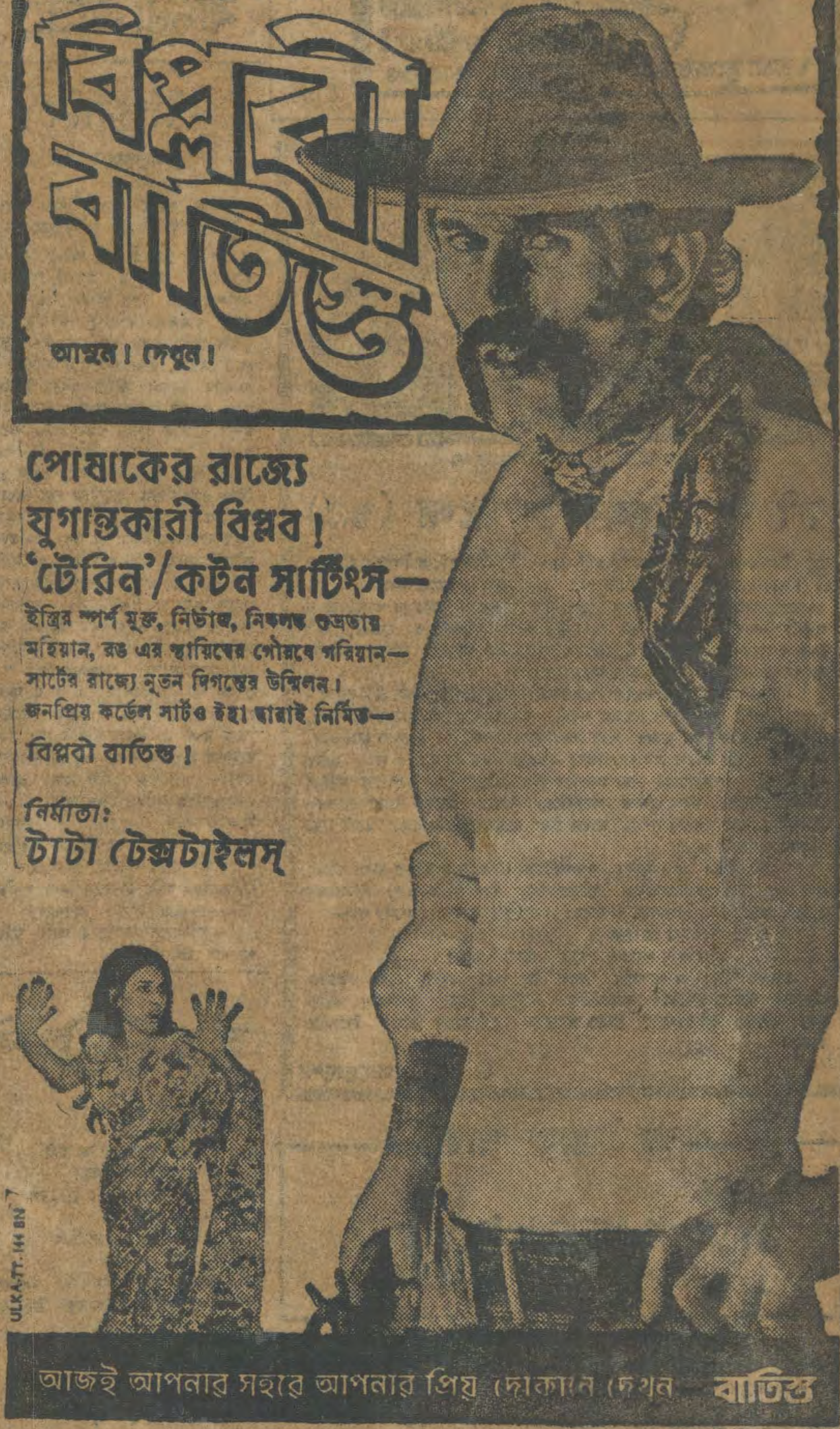

খুচরা দোকান : জামশেদপুর : বিষ্টুপুর মেন রোড; রাঁচি (বিহার) : লোয়ারবাজার মেন রোড। রিটেল স্টকিস্ট : কলিকাতা : ডি. এন. বসাক অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৫২-বি, মহাত্মা গান্ধী রোড; "মীনাক্ষী", ১৩৮/২, বিধান সরণী, 'শ্রী' সিনেমার কাছে, শ্যামবাজার; "সামিট", ধায়ক ভবন, ৮, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ; কটক : "শোভনা", নয়া সড়ক; দ্বারভাঙ্গা (বিহার) : "আবরণ", লাহেরিয়াসরাই; দার্জিলিং : "পোদ্দার", ১৩, বি. এম. চ্যাটার্জী রোড; মজঃফরপুর : "অপ্সরা", কল্যাণ (মতিঝিল); পাটনা : রাইকমলকুক, মুরাদপুর; রাউরকেলা : "আম্রপালী", রিং রোড, পোঃ অঃ বক্স ৫০; সম্বলপুর : প্যারাডাইস, লক্ষ্মী টকিজ রোড।

নতুন বার হ'ল! আরও ভালো চেরী ব্লসম ৫টি বড় কারণে আপনার জুতোর জন্য আরো বেশি ভালো

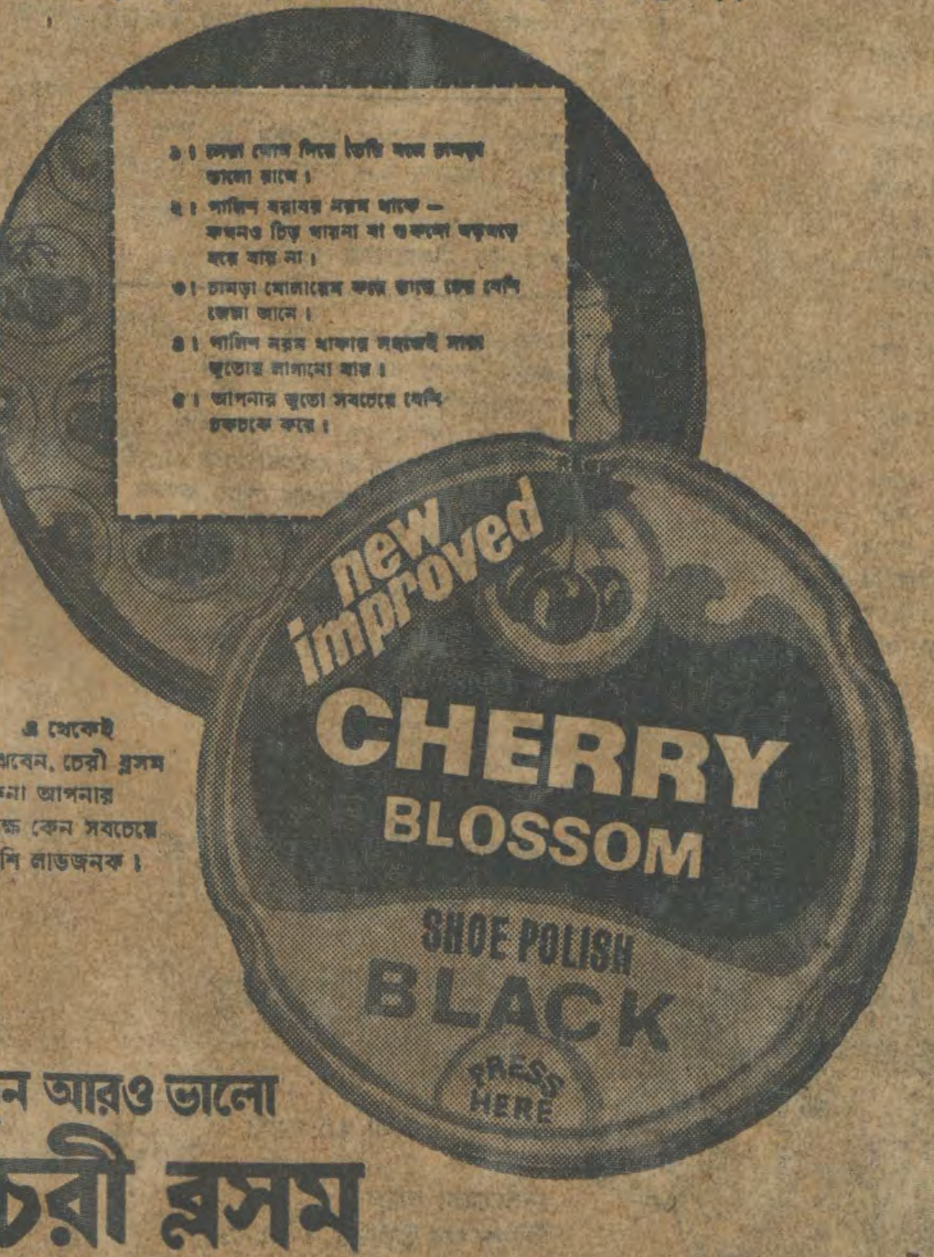

এ থেকেই বুঝবেন, চেরী ব্লসম কেনা আপনার পক্ষে কেন সবচেয়ে বেশি লাভজনক।

নতুন আরও ভালো চেরী ব্লসম

জুতোকে করে টেকসই, পালিশ আনে চমৎকার

রেকিট অ্যাণ্ড কোলম্যানের তৈরি

ABC 14 BEN

অন্য যেকোনো গুঁড়ো চায়ের চেয়ে ঢের বেশি কাপ চা

লিপটনের রুবি ডাস্টে অন্য যে কোনো চায়ের চেয়ে ঢের বেশি কাপ চা হয়। 'হয় কি না হয়, পরখ করে দেখুন। শুধু কি তাই? রুবি ডাস্টে পাচ্ছেন উপরন্তু : ঢালবার সংগে সংগেই লিকার। ঘন গাঢ় টকটকে রং। স্বাদেও উপাদেয়।

এরপর কেনই বা লোকে বলবে না, লিপটনের রুবি ডাস্ট গুঁড়ো চায়ের রাজা।

লিপটনের রুবি ডাস্ট গুঁড়ো চায়ের রাজা

POPULAR (P.I.I.P. Ltd.)
STRAINER
সর্বত্র সুপ্রশংসিত
পাইওনিয়ার
টিউবওয়েল ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃলিঃ
৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩

মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা

আনন্দমেলা

৩২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

বাজারের সেরা
তারা ★ মার্কা পাট বীজ
(রেজিঃ ট্রেড মার্ক নং ২৪১৮৩০)
বি. কে. রায় (প্রা) লিঃ

ক্লাইভ ফিরছেন মুরশিদাবাদ জয়ের পর

কী করে কলকাতা হলো (১৫)

ক্লাইভ এখন কলকাতার দুর্গের মালিক। ওয়াটসনকে হটিয়ে তিনি সর্বেসর্বা। তাঁর হুকুমেই হুগলীতে লুটপাট। তাঁর হুকুমেই আবার নবাবের বিরুদ্ধে রণভেরী, কামানে তোপ। কিন্তু হারতে হল ক্লাইভকে। তারপর আলীনগরের সন্ধি। নবাব রাজী হলেন, এই যুদ্ধে ইংরেজদের যা ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, তার খেসারৎ দেবেন। কলকাতায় ইংরেজরা কেল্লা বানাতে পারবে। টাঁকশাল বসিয়ে বাদশাহের নামে সিক্কা টাকা তৈরী করতে পারবে।

সন্ধির পর কটা দিন কাটতে না কাটতেই আবার আগুনের ঝাপটা। ফরাসী-দেশের সঙ্গে ইংরেজদের বেধেছে লড়াই। মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় চিঠি এল, তোমরা চন্দননগর দখল করো। খবর পেয়ে নবাব অগ্নিশর্মা। ওয়াটসন জানালেন, আজ্ঞে, এ সংবাদ সর্বৈব মিথ্যে। কিন্তু নবাবের সরলতার সুযোগ নিয়ে হঠাৎ একদিন ঐ ওয়াটসনেরই সৈন্য জলপথে আর ক্লাইভের সৈন্য স্থলপথে আক্রমণ করল চন্দননগর। নবাব দুর্গত ফরাসীদের আশ্রয় দিলেন মুরশিদাবাদে। ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের সম্পর্ক আবার ক্রমশ জটিল হতে লাগল। তারই শেষ পরিণাম পলাশীর যুদ্ধ।

১৭৫৭ সাল। ২৩ জুন। বৃহস্পতিবার। যুদ্ধের বাজনা উঠল বেজে, ভিম ডিম, পলাশীর লক্ষবাগে। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, উমিচাঁদের ষড়যন্ত্রে পরাজিত ও নিহত হলেন নবাব। তারপর সেই চোখের জলের গান—

কী হল রে জান
পলাশীর ময়দানে ওড়ে কোম্পানী নিশান।

১৭৫৭ সাল। ৬ জুলাই। ভাগিরথীর জলে ফুলে ফুলে ঢেউ। অনেক জাহাজ। অসংখ্য নৌকো। কাড়ানাকাড়া দুন্দুভির বাজনা। কলকাতা জুড়ে দুন্দুভি উল্লাস। কী ব্যাপার? ক্লাইভ ফিরছেন মুরশিদাবাদ থেকে, বিজয়ীর বেশে॥

সমুদ্রগুপ্ত

অটোগ্রাফ খাতা

ওঁ
সৈয়দ মুজতবা আলী

কেটে নাও

নীলিমাদি

নগেন্দ্র দাশ

খুলনা থেকে ঢাকার পথে চলেছি জলযান রকেটে। রাত্রির আলোজ্বলা খুলনা বন্দর পিছনে ফেলে নলছিটি ঝালকাঠি ছাড়িয়ে অনেক আঁকাবাঁকা নদীপথ পার হয়ে ভোরের দিকে রকেট এসে থামল বরিশাল। কীর্তনখোলার কুয়াশা-ঘেরা বুকে গাঙচিল আর ছোট-ছোট নৌকো, এখানে-সেখানে ব্যাপারীদের 'কাঠামি' নৌকো। তীরে অজস্র নৌকোর মধ্যে গহনার নৌকো থেকে মাঝে-মঝে মাদল বাজিয়ে দূরের ওড়ুগুয়ারদের সময়ের সংকেত জানানো হচ্ছিল। ছোট-ছোট অনেক লঞ্চ। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠছে নামছে ব্যস্ত মানুষের দল। রকেটের সামনের দিকে বসে সকালের চা খেতে-খেতে লক্ষ্য করছিলাম এই-সব। দেখছিলাম কীর্তনখোলার তীর ধরে ঝাউ-এর সারি। দীর্ঘশ্বাস পড়ছিল পাতায়-পাতায়। সামনে বেঁকে গেছে পথ। ওরই কিছু দূরে কোন বাড়িতে থাকতেন 'রূপসী বাংলা'র কবি জীবনানন্দ। হঠাৎ কখন নিজের অগোচরে বলে ফেলেছিলাম; 'বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি। পৃথিবীর...'। আমি সলজ্জ হয়ে উঠলাম, কেন না আমার সামনের দিকে বসে এক ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস করলেন: 'কোথায় দেখেছ বলে মনে হচ্ছে?' ভদ্রমহিলাকে আমিও দেখেছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা বিভাগের অধ্যাপিকা। অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম। আমি সসংকোচে বললাম: 'আপনি তো নীলিমাদি। আমি ইংরেজী নিয়ে পড়ছি।'

—'কোথায় বাড়ি? বরিশাল?'

—'বরিশালে আমাদের আদি বাড়ি। খুলনায় জন্ম।'

—'খুলনায়?' বিস্মিত হলেন। 'কোথায়?'

—'থাকি সাউথ সেন্ট্রাল রোডে।'

—'আমারও তো বাড়ি ওখানে, পরিচয় হওয়া উচিত ছিল।' নম্বর-ক রোডের বাসার ঠিকানা দিলেন। যেতে বললেন। তারপর থেকে নীলিমাদিকে, বাঙলা নিয়ে পড়তে গিয়ে, চিনলাম গভীর করে। পড়াতেন প্রাচীন সাহিত্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাপতি শতক, চর্যাপদ। অথচ কোনদিন বোর লাগেনি। পড়ানোয় আশ্চর্য এক আন্তরিকতা ছিল। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে ভাইবোনের মতো ভালোবাসতেন। খুলনার মেয়ে। বিয়ে করেছিলেন ক্যাপটেন ইব্রাহিমকে। রোডওলাজন্ত ক্যাপটেন ইব্রাহিম। নীলিমাদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের একমাত্র অধ্যাপিকা, শরৎচন্দ্রের ওপর গবেষণায় ডক্টরেট পেলেন একবাটিতে। তাঁকে কাছে পাওয়া আমাদের এক পরম সৌভাগ্য। বাঙলা বিভাগকে সাজিয়ে তুলতে বিভাগীয় প্রধান ডঃ মোহম্মদ আবদুল হাই সাহেব, ডঃ মুনীর চৌধুরী সাহেবের সংগে একত্রে খাটতেন তিনি দিনরাত। আহমদ শেরফ সাহেব বলতেন: 'মিসেস ইব্রাহিম বাঙলা বিভাগে না থাকলে কতকগুলো বিষয় তুলেই দিতে হতো। আশিস বৈষ্ণব পদাবলী পড়ান। নাটকের দায়িত্ব মুনীর সাহেবের। ইতিহাস আমি। হায়দার সাহেব রবীন্দ্রনাথ। অধ্যক্ষ তো দুরূহ বিষয় নিয়েই আছেন। কিন্তু চর্যাপদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিদ্যাপতিকে এতটা আকর্ষণীয় করে পড়াতে বোধ হয় আমরা কেউই পারতাম না।' কথাটা খুব সত্যি।

আজকে সংবাদপত্রে নীলিমাদির হত্যার খবর পেয়ে বহু যত্নে সংরক্ষিত আমার পুরোনো সেই এগারো-বারো বছর আগেকার ক্লাস-নোটগুলো আবার কালো বাক্স থেকে বার করে পাতা উল্টালাম। প্রতিটি ক্লাসের নোট আছে আমার। আর নীলিমাদির চর্যাপদ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-বিদ্যাপতির।

একদিন বাঙলাদেশে যাবোই। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে এঁদের আর কাউকে পাবো না। সেই কণ্ঠস্বর-গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে-দেয়ালে আর অনুরণিত হয়ে বাজবে না। কিন্তু তাঁদের ভালোবাসার রঙ কোনদিনই মুছে যাবে না। কোনদিনই সেই-সব ভালোবাসার মুখগুলিকে ভুলবো না। ভুলতে পারবো না॥

ছড়ায় হেঁয়ালি

রোদ-টা-টা দুপুরে কি
ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত?
ঘূর্ণী-ঘোড়া ছোটাচ্ছ ভাই
একটু বসে যান তো।
না, না, মাথা ঘুরবে না, বেশ
মনটা হবে চাঙ্গা
এক নিমিষে আইসক্রিম
মুখ হাত পা কান গা।

এবারের 'ছড়ায় হেঁয়ালি' লিখেছেন অশোক হালদার। গতবারের উত্তর (১) মাছরাঙা (২) 'ক' অক্ষরটি।

ভূত ও ভাসান

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ঈশান পণ্ডিতের বাগানের দক্ষিণে পুকুরপাড়ের আমগাছে ঠিক দুপুরবেলা ঢেলা মারছিল ভাসান। এ সময়ে দেখল, পুকুরের অন্যধারে একটা উটকো লোক দাঁড়িয়ে তাকে দেখে ফিক ফিক করে হাসছে। রাস্তায় নানারকম ভোজবাজি দেখিয়ে বেড়ায় যে তাজু ওস্তাদ, অনেকটা তারই মতো চেহারা লোকটার। মাথায় একটা নোংরা পাগড়ি—তাতে পায়রার পালক গোঁজা, ময়লা জামা, পরনে লুঙ্গি, কাঁধে গামছা, ভাঙাচোরা মুখ, তাতে বিজবিজে দাড়ি। লোকটা হাসছে দেখে একটু ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ভাসান, তারপর আবার ঢেলা মারতে যাচ্ছিল, ঠিক এ সময়ে লোকটা ওপারের ঘাট বেয়ে জলে নামল, তারপর দিব্যি জলের ওপর দিয়ে হেঁটে সটান এপারের ঘাটে এসে উঠল, বলল—কী করছো খোকা? ভাসান ভাল করে লোকটার পা দেখল, একটুও ভেজেনি। ভাসান শুনেছে বটে যে, ঈশান পণ্ডিত ভূত পোষে। তা সেই ভূত কেউ কখনো চোখে দেখেনি। এ লোকটা কি সেই ভূতদেরই একজন? সে আমতা আমতা করে বলে—এই এই—আম পাড়ছি। আ-আপনি কে?

—আমি। লোকটা ভারি কাপ্তানের মতো হেসে বলে—তোমার হাতের একটা ঢেলা আমাকে ছুঁড়ে মারো। বুঝতে পারবে। ভাসান একটু ভেবেচেবে আলুট-পকা একটা ঢিল ছুঁড়ল লোকটাকে। ঢিলটা লোকটার বুক ফুটো করে ওধারে মাটিতে পড়ল। লোকটা তাজুর চেয়েও বড় ওস্তাদ, বুঝল ভাসান। লোকটা হেসে বলে—বুঝতে পারছো তো। আমি হচ্ছি ঈশান পণ্ডিতের ভূত। এই সব বাগান-টাগান, পুকুর-টুকুর, জমি-জিরেত পাহারা দিই। বলে লোকটা ভাসানের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাসান একটু শ্বাস ছেড়ে বলে—তাহলে আর আম পাড়বো না। চলেই যাই।

লোকটা ভারী অবাক হয়ে বলে—সে কী! তুমি যে আমাকে দেখে ভয় পেলে না। এ কী কাণ্ড। অ্যাঁ?

ভাসান হাই তুলে বলে—ভয় লাগছে না যে!

—লাগছে না! লোকটা খুব মুষড়ে পড়ে—একটুও লাগছে না! কিন্তু এই যে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে এলুম, আমার শরীর ফুঁড়ে তোমার ঢিল বেরিয়ে গেল—এমন মারাত্মক ব্যাপার দেখেও তোমার ভয় লাগছে না।

—মাইরি না। ভাসান লোকটার জন্য দুঃখিত হয়ে বলল—তাজু ওস্তাদও এরকম কত দেখায়।

—কিন্তু ভয় পাওয়াই যে নিয়ম। চিরকাল ভূত দেখে মানুষ ডরায়। তা তুমি সে নিয়ম ভাঙছো কেন? মাইরি, একটু ভয় পেয়ে যাও, নইলে প্রেস্টিজ থাকে না। চাও তো আরো ভয় দেখাই তোমাকে। আরো অনেক জানা আছে আমার। আমি ঐ তালগাছটার মতো লম্বা হয়ে যেতে পারি, নিজের মুণ্ডু খুলে লোফালুফি করতে পারি, কিংবা অদৃশ্য হয়ে যাই।

ভাসানের দুঃখ হয়, বলে—থাক গে। কষ্ট করে কী হবে! একবার ভয় ভেঙে গেলে আবার ভয় পাওয়া কি সোজা! আমার আর কিছুতেই ভয় করবে না যে।

—করবে না! আমার আরো চার স্যাঙাৎ আছে, বলো তো তাদেরও ডেকে আনি, তারপর সূর্যের আলো সুইচ টিপে নিভিয়ে দিয়ে এমন ভুতুড়ে নাচ নাচবো অন্ধকারে...

ভাসান বিরক্ত হয়ে পিছন ফিরে চলে যেতে যেতে বলে—তাতে লাভ কী? আমি তো জানি আপনারা ভূত, তার বেশী কিছু নন।

ভূতটা কথা খুঁজে পায় না। অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, ভাসান ভয় না পেয়ে চলে যাচ্ছে। দিনকাল পালটে গেছে, এখন আর ভূতদের সেই দিন নেই। এই সব ভেবে বড় দুঃখিতচিত্তে সে বসল গাছতলায়। দুঃখে তার চোখে জল এসে গেল। তারপর অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল ঈশান পণ্ডিতের পোষা ভূতটা।

প্রতি রবিবার

সুনীলচন্দ্র সরকার

প্রতি রবিবার বেলা আটটায়
আমাদের খেলা এই মাঠটায়,
তোমাদের দাবী কোন পাটটায়?
পিকনিক?—যাও ঐ ধারটায়
বড় যে মেতেছ হাসি-ঠাট্টায়,
কথা না শোনো তো এক গাট্টায়
ফিরিয়ে পাঠাবো কালকাট্টায়॥

তলোয়ার মাছ

তোমরা অনেকেই সমুদ্রের কথা বইয়ে পড়েছো, কেউবা দেখেও থাকতে পার। সমুদ্র যেমন বিরাট হয় তেমনি সমুদ্রের জলের নীচে অনেক বড় বড় মাছ, নানারকম অদ্ভুত জীবজন্তু থাকে। তোমরা তিমি মাছ, হাঙ্গর, কুমীর ইত্যাদির কথা শুনেছো কিন্তু আজ তোমাদের একটা নতুন আর বিচিত্র মাছের কথা শোনাব। তলোয়ার মাছ। এই মাছ প্রধানত ভূমধ্য-সাগরে মেলে। ওপরকার ঠোঁট ঠিক তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ আর লম্বা। এর সাহায্যে সে শত্রুকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে। প্রায় দশ হাত লম্বা মাছটির শরীর, তার ওপর দশ হাত তলোয়ার। চেহারার সঙ্গে এ মাছের মেজাজও খুব উগ্র। অত্যন্ত পেটুক এরা। এই বিষয়ে হাঙ্গরের সঙ্গে এদের খুব মিল। সুযোগ পেলে তিমিকেও ধা দিয়ে বসে। ধারালো ঠোঁটের এতো জোর যে, জলের ভেতর যেকোন মাছ বা জন্তুকে মেরে ধরে খেয়ে ফেলতে সময় লাগে না। হাঙ্গরের মত এদেরও পিঠে ডানা আছে, বুকেও আছে। গায়ের রং চকচকে পালিশ করা লোহার মত। এমনিতে এরা একা থাকতে ভাল-বাসে, তবে কখনো কখনো দল বেঁধে চলাফেরা করে।

তলোয়ার মাছ অনেক কাজেও লাগে। ইতালির সিসিলি দ্বীপের লোকেরা এই মাছ থেকে এক ধরনের তেল বের করে। গায়ের চামড়ায় চমৎকার সব শৌখিন জিনিস তৈরী হয়। তিমির মতো তলোয়ার মাছকে শিকার করে ধরতে হয়। ছিপ দিয়ে ধরা যায় না। এক সঙ্গে বহুলোক এদের ধরতে যায়। সঙ্গে থাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা বর্শা। ওস্তাদ শিকারীরা দড়ি বাঁধা বর্শা দিয়ে এদের ঘায়েল করে ডাঙায় তোলে। সাধারণত এই তলোয়ার মাছ মানুষকে ভয় পায় কিন্তু একা কোন মানুষকে পেলে তলোয়ার দিয়ে গুঁতো মেরে তার মাংস খেতে এদের জুড়ি মেলা ভার। এ-মাছ সমুদ্রের পুরোনো মাছকুলের অন্যতম॥

হাতে খড়ি

পুরীতে একদিন

গত বছর দোলের কিছুদিন আগে আমরা পুরী গিয়েছিলাম। পথে যেতে যেতে ভুবনেশ্বর স্টেশনে একটা পাগলিকে নাচতে দেখেছি। তারপর প্রায় পুরীর কাছাকাছি এসে গেছি, হঠাৎ একটা জায়গায় ট্রেনটা থেমেছে, সেখানে একটা লাঠির সঙ্গে কাপড় জড়ানো দেখে তাকে আমরা দুর্যোধন বলে ডাকতে লাগলাম। তারপর পুরীতে পৌঁছলাম। পুরীতে চৌধুরী যোগাশ্রম নামে একটি বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। সেখানে একটি কুয়োর জল একেবারে নীচে। তারপর স্নান করে কল্যাণী হোটেল নামে একটি হোটেলে খেতে গেলাম। তারপর বিকেলে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলাম। ফিরে এসে আমরা ক্যারাম খেলতাম, করে আবৃত্তি করতাম। ক্যারাম করে খেতাম, খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। তার পরের দিন উঠে মুখ ধুয়ে সমুদ্রে গেলাম। তারপর সকালের খাওয়া খেয়ে, আবার যেতাম, ফিরে এসে বালি দিয়ে জগন্নাথের মন্দির তৈরি করতাম, তারপর স্নান করে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। তারপর কোনদিন সমুদ্রে কোনদিন ৩, ৪ মাইল হাঁটতাম। তারপর দেখতে দেখতে দোল এসে গেল। দোলের দিন আমরা সমুদ্রের ধারে গিয়ে বাড়ীর দিকে মুখ ফিরিয়ে গল্প করতে লাগলাম। এমন সময় কতগুলো ছেলে আমাদের দিকে বেলুন ছুঁড়তে আসতে লাগল, তখন আমরা ছুটে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লাম, তারপর আমরা ক্ষেপে গেছি, কি আমাদের দিকে বেলুন ছোঁড়া? তখন একটা টেকো বুড়ো যাচ্ছিল তাঁর মাথায় বেলুন ছুঁড়ে মেরেছিলাম। ব্যাস যাই কোথা, যেই ছোঁড়া লোকটা অমনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল ক'ছুঁড়ে? তারপর আমরা খাচ্ছি এমন সময় সেই লোকটা দলবল নিয়ে এসেছে, মানিক বলে একটি ছেলের থালায় বেলুন ছুঁড়ে মেরেছিল। সেদিন আবার মাংস হয়েছিল। তারপরের দিন রিক্সার চেপে সবকটা রিক্সার আগে আসতে গিয়ে রিক্সার চেন খুলে গিয়েছিল। তারপর ট্রেন চেপে হাওড়ার স্টেশনে এসে নেমে পড়লাম। তারপর বাবার একটা অফিসের গাড়ি করে বাড়ী চলে এলাম।

ভাস্কর ঘোষ (বয়স ৯)
বি টি রোড, কলকাতা-২

তেহাই

জ্যোতিভূষণ চাকী

তেটে কেটে ধিন্
তেটে কেটে ধিন্
তেটে কেটে ধিন্
তেহাই॥
বোল উঠছে
বোল ফুটছে,
তব্‌লা যেন
নেহাই।
তেটে কেটে ধিন্
তেহাই॥
গান বলো আর
নাচ বলো, নেই
তাল কাটলে
রেহাই।
তেটে কেটে ধিন্
তেহাই॥

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

এই সেই জিনিষ!
সুখী জীবনের দুয়ার খোলার চাবিকাঠি—
আপনার একবার শুভ পদার্পণ
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোং
১৪/১বি, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন: ৩৪-৫৪৬৭, ৩৪-৯২৫৪
Pareek'S
"এর বিশাল শো-রুমে"
যেখানে আপনি এক জায়গায় এত গুলো প্রসিদ্ধ জিনিষ পাবেন—
■ পাখা ■ রেফ্রিজারেটর ■ এয়ার কণ্ডিশনার ■ রেডিও ■ ওয়াটার হিটার ■ ওয়াশিং মেসিন
■ সেলাই মেসিন ■ টাইপরাইটার ■ ডানলোপিলো ■ হিটকনভারটার ■ কুকিং রেঞ্জ ও প্রেসার কুকার ইত্যাদি।
ias/EIT-5/71

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি"

ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে গীতার এই শ্লোকটি ধ্বনিত হল শুধু একটি কথা বোঝাতেই যে, ডিক্টেটর ইয়াহিয়া খানের ট্যাংক বা সেবর জেট বিপ্লবের ঢেউকে ক্ষণিকের জন্যে প্রতিরোধ হয়তো করতে পারে, কিন্তু মুক্তি ফৌজের হৃদয়ে মন্দ্রিত বিপ্লবের প্লাবনের সেই অগ্নিবীজকে রুদ্ধ করার ক্ষমতা ওদের নেই। এই প্লাবনের কর্ণধার শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর 'মুক্তি ফৌজের' সম্মানে:

জয় বাংলা

ধর্মযুগের
বিশেষ সংখ্যা : বাংলাদেশ
৯ই মে, ১৯৭১

এই সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে বিপ্লবের মূল উৎসের সব ঐতিহাসিক ঘটনার কথা এবং সেই প্লাবিত ভূমিতে বিদ্রোহের সম্যক বিশ্লেষণ, যে বিদ্রোহ আগামী দিনের যে কোনো স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে বাধ্য।

অত্যন্ত দুর্লভ সূত্রে প্রাপ্ত অজস্র ঘটনার কথা এই বিশেষ সংখ্যার সম্পদ। রণক্ষেত্র ও সীমান্ত থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় পাওয়া বিবরণ এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিদেশী আলোকচিত্রীর তোলা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রঙিন ছবি * শেখ মুজিবের অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের বিশেষ রচনা। পূর্ববঙ্গের লেখক-লেখিকাদের গল্প, স্মৃতিচারণ, কবিতাবলী এবং শিল্পসৃষ্টি।

ওপার বাংলায় যখন পশ্চিম পাকিস্তানীরা সংখ্যালঘুদের ওপর নির্মম অত্যাচার করছিল, তখন এক দুঃসাহসী তরুণ সাংবাদিক তাঁর আপন পত্রিকা-প্রতিনিধিকে গোপনে ওপারে পাঠিয়ে দিলেন এবং উনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ করলেন কিভাবে শেখ মুজিব এবং ওখানকার যুব সম্প্রদায় এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধতা করছেন। এই সাংবাদিকের নাম পান্নালাল দাশগুপ্ত। ইনি এই বিপ্লবের বিস্তৃত পটভূমিকার কথা লিখছেন ধর্মযুগে।

* ১৯৪৮ সাল, ঢাকায় জিন্নার জনসভার মুক্তকণ্ঠে উর্দুর পরিবর্তে বাংলা ভাষার দাবী জানানোর ফলে মুজিব ও তাঁর কয়েকজন সহচর গ্রেপ্তার হন এবং তাঁদের ওপর পুলিশ জঘন্য নির্যাতন করে। সহচরদের মধ্যে ছিলেন পুলিন দে, যিনি পরে পূর্ব-বাংলা এ্যাসেম্বলীর সদস্য নির্বাচিত হন। পুলিন দে আমাদের জন্য লিখছেন শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং জীবনী।
* লণ্ডনে শেখ মুজিবের সঙ্গে ভারতীয় সমাজবাদী এক যুব-নেতার সহসা সাক্ষাৎ। ফলে উভয়ের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান নিয়ে, পূর্ববঙ্গ ও পাঞ্জাব নিয়ে, উর্দু ও বাংলা, এশিয়ার দারিদ্র্য ও সমাজবাদ তথা আরো বহু বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সেই আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ এই প্রথম প্রকাশ করছেন জর্জ ফার্নাণ্ডিস।
* স্বয়ং সীমান্ত ঘুরে এসে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু তথ্য ধর্মযুগের জন্যে লিখছেন নবীন তেজস্বী লেখক হামিদ দলওয়াই।
* এই রাজনৈতিক বিদ্রোহের মূলে যে সাংস্কৃতিক চেতনা পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে এসে নতুন সংস্কৃতির পথ খুঁজেছে তারই বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন ওপার বাংলার—বদরুদ্দিন উমর ও রেবাজুল হক মানিক, এপার বাংলার—মিহির আচার্য ও মৈত্রেয়ী দেবী।
* পূর্ব বাংলার লেখক তথা ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ শৌকত আলী লিখছেন আশ্চর্য গল্প 'তৃতীয় রাত্রি'।
* "চৈত্রকে ইয়ে অগ্নিবর্ষী দিন" — ওপার বাংলার নয়জন মহিলা কবির বাছাই করা নতুন কবিতাবলী: কল্পনা মুহুরির, খালিদা আদিব চৌধুরী, জাহানারা আরজু, নীলোফর পান্না, আবু ওবেদা, শামসুন্নাহার বেগম, জুবেদা খাতুন রাণী, নূরুন্নিসা চৌধুরী, লতিফা হিলালী।
* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের সেই ভাষা বিপ্লবের ডাক কিভাবে আজকের এই বিদ্রোহের শঙ্খনাদ হয়ে উঠল—তাই নিয়ে লিখছেন গণেশ মন্ত্রী।

* পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ বানিয়ে কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তান অমানুষিক শোষণ করেছে, তারই সমীক্ষা করছেন ইকনমিক টাইমসের এম এস কামাথ।
* নির্বাচনের আগে ভয়ংকর বন্যায় পূর্ব বাংলার অফুরন্ত ক্ষয়ক্ষতি ও ইয়াহিয়া খানের উপেক্ষার বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছেন রামমূর্তি।
* ভারতবর্ষের সবচেয়ে লোকচিত্তহর প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত-পরিচালক শচীন দেববর্মণ ওপার বাংলার মানুষ, জানেন তো! ওঁর গানে ওই মাটির সুর বাজে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক, চিত্রনাট্যকার নবেন্দু ঘোষও ওই বাংলার। 'ফিল্ম সংসার'-এ এদের ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতি-রোমন্থন।

এ ছাড়া থাকছে দুর্লভ সব রঙিন ছবি
● বিধ্বংসী বন্যা ও ক্ষুধা।
● জনতার মধ্যে বর্বর ইয়াহিয়া খান।
● মুজিবের দুরন্ত নির্বাচনী অভিযান।
● পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতনে নিপীড়িত শরণার্থী (হরিদাসপুরে)।
● ঢাকায় অত্যাচারী পাক সৈন্য।
● ঢাকা বিমানঘাটিতে পলায়নোন্মুখ জনতার ভীড়।
● ওপার বাংলার মহাকবি নজরুল ইসলামের রঙিন আলোকচিত্র (পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে)।

● প্রচ্ছদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি—বিদেশী আলোকচিত্রীর তোলা, বিপ্লবের ঠিক আগে।
● ভেতরে শেখ মুজিবের পুরো পাতা জুড়ে ছবি এবং ওঁর বাংলাদেশের মানচিত্র।

● অস্ট্রেলিয়ার দুঃসাহসী আলোকচিত্রী কুমারী ডর্দিস এ বেনের তোলা ঢাকার বিশেষ রোমাঞ্চকর রঙিন ছবি
● ওপার বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রঙিন ছবি—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়। পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের আঁকা সেই বিশ্ববিখ্যাত ছবি "পল্লীপ্রাণ", যাতে গ্রামবাংলার শোভা আজও অমর।
● অলংকরণে: মিহান মুখোপাধ্যায়, এস টি মালী।
এ ছাড়া আরো অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়—আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা সীমান্ত থেকে পাঠাচ্ছেন।

আজই অর্ডার বুক করুন।

ধর্মযুগ
বাংলাদেশ সংখ্যা
৯ই মে, ১৯৭১
৭২ পৃষ্ঠা, মূল্য ৭০ পয়সা
যোগাযোগ করুন—
টাইমস অব ইণ্ডিয়া, কলিঃ—১
অথবা আমাদের নিকটতম এজেন্টের কাছে খোঁজ নিন।